॥ বলরামদাসের পদাবলী ॥

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য
সম্পাদিত



ভূমিকা ও নিবন্ধ

শ্রীসুকুমার সেন
এম. এ, পি-এইচ. ডি.

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ



নবভারত পাবলিশার্স
১৫৩/১ রাধাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬২

প্রকাশক.
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সাহা
নবভারত পাবলিশার্স
১৫৩-১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট
শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

মুদ্রক
শ্রীপবমানন্দ সিংহরায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

তিন টাকা

'বলরামদাসের পদাবলী'

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের

পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

অর্পিত

॥ পূর্বাভাষ ॥

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সাধক-কবিরা বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী ব্যক্তিদের ও সাহিত্য-রসজ্ঞ সমাজের কাছে পদাবলী-রচনায় প্রধান কবি-রূপে বিশেষভাবে পরিচিত। ঐ সব পদকর্তারা ছাড়াও বলরামদাস, নরোত্তমদাস, ঘনশ্যামদাস, লোচনদাস, শশিশেখর প্রভৃতি বাঙ্গলাদেশে আরো বহু পদকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের পদাবলীর ভাষা ও ছন্দ, রস ও অলঙ্কার সাহিত্য-সম্পদে কোন অংশেই ন্যূন নয়। ছোট বড় যেমনই হোক না কেন, প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে এই সমস্ত পদগুলির মূল্য খুবই বেশী। বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সাধকরা পদ রচনা করতেন এবং তাঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ মনে ক'রে সেই পদাবলী সুর, তাল ও বাদ্য সহযোগে গাইতেন। ঐ সকল পদকর্তাদের অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রচিত পদাবলী কিন্তু আজও পুঁথির পাতায় ও নানান্ সংগ্রহ-গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে, একত্র সংগ্রহ ক'রে এখনও গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত হয়নি।

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

"বলরামদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়বিধ পদ-রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত ব্রজবুলি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে; তথাপি বলরাম তাঁহার সরল ও মর্মস্পর্শী বাংলা পদগুলির জন্যই অধিক বিখ্যাত। বলরামের রসোদ্গারের বাংলা পদগুলি একরকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পরে যে বলরামের স্থান— এ' সম্বন্ধে সমালোচকদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এরূপ একজন বিখ্যাত পদকর্তার নিশ্চিত জীবন-বৃত্তান্ত আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।"

'বলরামদাস' নামে আমরা চার পাঁচজন পদকর্তার সন্ধান পাই। এই সমস্ত কবিদের রচিত পদাবলীর সন্ধান পেলেও তাঁদের জীবনের তথ্য সমগ্রভাবে তো নয়ই, আংশিকভাবেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। অবশ্য কিছু কিছু ঘটনা এখানে ওখানে লিখিত কিংবা অলিখিতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেইসব ঘটনার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আর কতটুকুই বা জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তী, তা আজ পর্যন্ত ঠিক হয়নি।

'পদকল্পলতিকা', 'পদকল্পতরু', 'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'পদামৃতসমুদ্র', 'গীত-

চিন্তামণি', 'গীতরত্নাবলী', 'কীর্তনানন্দ', 'পদরত্নাবলী', 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী', 'বলরামদাসের পদাবলী', শ্রীসুকুমার সেনের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'পুঁথি-পরিচয়' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বলরামদাসের পুঁথি ও বরাহনগর পাটবাড়ীতে রক্ষিত পদাবলীর পুঁথি প্রভৃতি থেকে বলরামদাসের রচিত পদাবলীর পাঠভেদ মিলিয়ে একত্রে সংগ্রহ করা হলো।

'বলরামদাস', 'দাস বলরাম', 'বলরাম', 'বসু বলরাম', 'দাস বলাই' ও 'বলাই দাস' ভনিতাযুক্ত ২৪৩টি পদাবলী এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বলরামদাসের কয়েকটি পদের ভনিতা নিয়ে বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে মতভেদ দেখা যায়। নিম্নলিখিত পদগুলি শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পদ-কল্পতরু' গ্রন্থে এইরূপ ভনিতা দেখা যায়। কিন্তু পদকল্পলতিকা, পদার্ণব-সারাবলী, গীত-রত্নাবলী ও পাটবাড়ীর পুঁথিতে 'বলরামদাসের' ভনিতা আছে।

'আজু কানাই হারিল বিনোদ খেলায়'; 'আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী'; 'দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি'; 'গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল'—ঘনরামদাস। 'মধু-ঋতু-যামিনী সুরধনী তীর'—নয়নানন্দ। 'পূরবে বাঁধল চূড়া এবে কেশহীন'; 'গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া'—বাসুঘোষ। 'হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে'—অজ্ঞাত। 'নিতাই করিয়া আগে যায় শচী অনুরাগে'—বল্লভদাস।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে দেখা যায়—

'কলিযুগ মত্ত-মতঙ্গজ'—রায় অনন্ত ও 'নানা প্রকারে প্রভু মায়েরে বুঝায়'— বাসুঘোষের ভনিতা আছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সযত্নে দেখে দিয়েছেন এবং নানা তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এ'ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ 'পদাবলী-কীর্তনের পরিচয়' শীর্ষক নিবন্ধ লিখে দিয়েও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তাঁদের রচনা-দু'টি নিঃসন্দেহে 'এ' গ্রন্থের সৌষ্টব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রন্থ-প্রকাশে যাঁরা বিভিন্ন-ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী।

আশাকরি বৈষ্ণব-সাধক বলরামদাসের অনবদ্য দান বাঙ্গলার সুধীসমাজে ও সর্বসাধারণ্যে সমাদর পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা-৬
১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য

॥ বৈষ্ণব-পদাবলী ও বলরামদাস ॥

বৈষ্ণব-পদাবলীর ঐতিহাসিক আলোচনায় একটা বিশেষ বাধা কবিদের নাম। এমন কোন বড়ো কবি নেই যাঁর নামের আশ্রয়ে অপর কবির রচনা প্রবেশ না করেছে। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কারণে এই অঘটন ঘটেছে। প্রথম কারণ, কবিদের নামসাম্য। একে তো সেকালে বাঙালী ভদ্রলোকের নামে খুব বেশি বৈচিত্র্য ছিল না। তার উপর বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের ফলে বৈষ্ণবদের মধ্যে দুই তিন শতাব্দী ধরে বিশেষ কয়েকটি নামই ঘুরে ফিরে দেখা দিতে থাকে। কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, মাধবদাস, বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যদাস, গৌরাঙ্গদাস, হরিদাস, গৌরদাস, উদ্ধবদাস, রাধামোহন দাস, গোপালদাস, মুকুন্দদাস—এই ধরণের নাম। এখানে শুধু নামের সাম্যের জন্যে একাধিক পদকর্তার রচনা একত্র মিশ্রিত হয়েছে। কবিশেখর বিদ্যাপতি কবিচন্দ্র ইত্যাদি উপাধির ব্যবহারের ফলেও এ' ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় কারণ, বড়ো কবির নামের পাঞ্জা নিয়ে ছোট কবির রচনা চালাবার চেষ্টা। এমন কাজ বৈষ্ণব-পদকর্তারা খুব বেশি করেন নি, করেছেন তাঁরা যাঁরা রাগাত্মিক পদাবলী লিখে সেগুলিকে প্রামাণিক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এই কাজ সবচেয়ে বেশি ব্যাপকভাবে হয়েছে চণ্ডীদাসের নামাশ্রয়ে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও এ' ব্যাপার অজ্ঞাত ছিল না। কালিদাসের নামকে আশ্রয় ক'রে অনেক কবি তাঁদের দুর্বল রচনাকে কালের কবল থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বেনামদার কবি-যশ-প্রার্থীদের পক্ষে বলবারও কিছু আছে। আমাদের দেশে সেকালে রচনারই দাম দেওয়া হ'ত এবং রচনার চেয়ে রচয়িতাকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হ'ত না। ভালো লেখা যিনি লিখতেন তাঁর যশ, অর্থ সবই লভ্য হ'ত কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর রচনার বাইরে তাঁর সম্বন্ধে লোকে খুব কৌতূহলী হ'ত না। লেখকেরা নিজেও চাইতেন লেখা যাতে টেকে। পুরোনো নামী লেখকের নাম দিয়ে তাই নতুন লেখা চালাতেন। এই কারণেই ব্যাসের নাম দিয়ে অসংখ্য পুরাণ-কাহিনী লেখা হয়েছে, কালিদাসের নাম নিয়ে অজস্র কবিতা।

বৈষ্ণব-পদাবলীর শেষ দুই ছত্রে রচয়িতার স্বাক্ষর থাকে, সে তাঁর নাম (প্রকৃত, গুরুদত্ত অথবা স্বয়ংগৃহীত) কিংবা উপাধি। কোনো কোনো কবিতায় "ভনিতা" (অর্থাৎ কবির স্বাক্ষর) নাম কি উপাধি ধরা যায় না। যেমন, কবিশেখর রায়। এখানে "কবিশেখর রায়"—উপাধি হ'তে

পারে, "কবিশেখর রায়" পুরা নাম (পদবীসমেত) হ'তে পারে, "কবিশেখররায়' —পদবীযুক্ত উপাধি হ'তে পারে, "কবি শেখর রায়"—'কবি' বিশেষণযুক্ত পদবীসমেত নাম হতে পারে, "কবি শেখররায়"—'কবি' এই বিশেষণযুক্ত উপাধি হ'তে পারে। "কবিচন্দ্র" নামও হ'ত। কোন্‌টা যে নাম আর কোন্‌টা যে উপাধি তা বলবার যো নেই। সুখের বিষয় বৈষ্ণব-পদকর্তাদের আলোচনায় নাম-উপাধির সমস্যা খুব গুরুতর নয়।

গানে বা পদাবলীতে কবি-স্বাক্ষর দেবার প্রথা বাংলা সাহিত্যের গোড়া থেকেই চ'লে এসেছে। চর্যাগীতিতে আগে, তবে সেখানে সর্বত্র শেষ ছত্রে নেই, কখনো কখনো একাধিক ছত্রে ভনিতা আছে। জয়দেবের পদাবলীতে কিন্তু সর্বত্রই শেষ ছত্রে ভনিতা, যেমন বৈষ্ণব-পদাবলীতে। ভনিতা দেবার রীতি চর্যাগীতিতে ও জয়দেব-পদাবলীতে প্রথম দেখা গেলেও নূতন প্রথা নয়। সমসাময়িক অবহট্‌ঠ কবিতায় মাঝে মাঝে ভনিতা পাওয়া যায় এবং তার আগে যে ওরকম পদ্ধতি অজানা ছিল না তারও প্রমাণ আছে। বিয়ের উৎসবে ক'নের বাড়ীর মেয়েরা বরের নাম দিয়ে গান রচনা ক'রে গাইত। মেঘদূতের নায়িকা যক্ষিণী স্বামীর ভনিতাযুক্ত গান গেয়ে বিরহদিন যাপন করছেন এ' কল্পনা কালিদাস করেছেন,

মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।

গানে ভনিতার ইতিহাসের সূত্র আপাতত কালিদাসের কালে এসেই শেষ হয়েছে।

ভনিতা কথাটি সংস্কৃত নয়, সংস্কৃত থেকে বিধিমতে উৎপন্নও নয়, অশিক্ষিতের মুখে সংস্কৃতের বিকৃতিও নয়। এটি সংস্কৃত "ভণতি" ও "ভণয়তি" এই দুই ক্রিয়াপদের আধারে গড়া বিশেষ্য শব্দ। জয়দেব তাঁর পদাবলীতে "ভণতি" পদটিই বেশির ভাগ ব্যবহার করেছেন, "বদতি" কম বার। চর্যাগীতিতে প্রায় সর্বদাই পাই "ভণই"। অর্থাৎ কবির উক্তি বোঝাতে "ভণ" ধাতুর প্রয়োগ ঐতিহাসিক রীতিসিদ্ধ ছিল।

জয়দেব ও চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ ক'রে বরাবরই পদাবলী ছিল গান। এ' গানের সুর সর্বদা নির্দেশ করা থাকত প্রথমেই, কিন্তু সুরের প্রাধান্য ছিল না, কথার অর্থাৎ বক্তব্যেরই প্রাধান্য ছিল। সেজন্য আধুনিক কালের লিরিক কবিতার সঙ্গে কবি-ভাবনার খানিকটা মিল দেখে পদাবলীকে গীতি-কবিতা ব'লে এখন ধরা হয়। বাংলা সাহিত্যের গোড়া থেকেই পদাবলীতে দুটি পৃথক্ ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি অধ্যাত্মগীতির ধারা, আর একটি নাটগীতির ধারা। আরো পিছিয়ে গেলে হয়ত দুই ধারাকে এক প্রবাহ থেকে নির্গত দেখতে পাব। কিন্তু আপাতত পেছবার পথ নেই। চর্যাগানগুলি

অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের প্রথম নিদর্শন। এ' ধারা পরবর্তী কালেও লুপ্ত হয় নি। তার নিদর্শন বৈষ্ণব-কবিদের রাগাত্মিক পদাবলী এবং বাউল কর্তাভজাদের গান। জয়দেবের পদাবলী (বাংলাভাষায় লেখা না হলেও) নাট্যগীতির প্রথম নিদর্শন এবং পরবর্তী কালের পদাবলীর আদর্শ।

অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের গোড়ার দিকে প্রহেলিকার প্রাধান্য ছিল। এর হেতু দু'টি। অতীন্দ্রিয় অবাঙ্ মানসগোচর অনুভূতির প্রকাশ করতে গেলে বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে বলা ছাড়া উপায় নেই। সোজা কথায় বললে নির্দিষ্ট অর্থ বা অনুভব প্রকাশ পাবে না। উল্টো ক'রে বললে সন্ধানীর মন সজাগ ও উৎসুক হবে, তখন সে নির্দিষ্ট অর্থ বা অনুভব টের পেতে চেষ্টা করবে। (এই টেকনিক অন্যভাবে "অতি-আধুনিক" কবিরা অবলম্বন করেছেন, অবশ্যই ভিন্ন উদ্দেশ্যে)।

গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাস, মনে হয়, বহু কাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল—প্রথমে মেয়েলি, পরে সাধারণ লোকগীতে। লোকগীতের মধ্য দিয়েই কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী রাধা নামে চিহ্নিত হ'ন। রাধা-শব্দটি আসলে সাধারণ বিশেষ্য-শব্দ, ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। আরাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী নারী—ইহাই রাধা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ। এই বুৎপত্তি-গত অর্থ রক্ষিত আছে রাধাচক্রের রাধায়। যে চক্র ভেদ করলে রাধা অর্থাৎ ইষ্ট নারী পাওয়া যায় তাহা রাধাচক্র। এর পুংলিঙ্গ রূপ 'রাধ' সংস্কৃতে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে আবেস্তায়। সেখানে অর্থ আরাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বা পতি।[১] ক্লীবলিঙ্গে এর রূপ ছিল রাধস্,—অর্থ আরাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা উপহার। প্রথমে কৃষ্ণের প্রেয়সী রাধা বলতে কোন নির্দিষ্ট একটি গোপীকে বোঝাত না, যে যখন কৃষ্ণের প্রিয়া তখন সেইই রাধা। কৃষ্ণলীলার বিবর্তনে পরে যখন দেখা গেল যে কৃষ্ণের বিশেষ পছন্দ নির্দিষ্ট একটি গোপীকে—যাকে নিয়ে তিনি রাসমণ্ডলী থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, তাকেই রাধা নাম দেওয়া হ'ল। ভাগবতে গোপীরা খেদ ক'রে বলেছে,

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥

তারপর থেকে এটি তাঁর নাম হয়ে দাঁড়াল, যদিও পুরানো অর্থ একেবারে লুপ্ত হ'ল না। (কৃষ্ণপ্রেয়সী ছাড়াও রাধা নাম আছে সংস্কৃত সাহিত্যে। মহাভারতের কর্ণের পুষুনে মায়ের নাম রাধা।) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং অন্যত্র যখন পাই "রাধা রাহী" তখন বুঝি যে শব্দটি ব্যক্তি নামে পরিণত হয়েও বিশেষ্য-বিশেষণ বাচকতা হারিয়ে ফেলে নি। বাংলা পদাবলীর ইতিহাসে

এ' ব্যাপারের পুনরাবৃত্তিও লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী শব্দটি বিশেষণ অর্থে চাঁদের মত বা চাঁদের কলার মত সুন্দরী। এই অর্থে পুরানো বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রানী এবং চন্দ্রালী শব্দও পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিপক্ষ গোপতরুণী।

এই প্রসঙ্গে রাধা ও রাধিকা শব্দ দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রাধা-শব্দটি অর্থ ও ব্যবহার দু'দিক দিয়েই প্রাচীনতর। যাকে রাধনা করা হয়—চাওয়া হয় সে রাধা। রাধিকা-শব্দটি অর্বাচীন, সংস্কৃতে বোধকরি দ্বাদশ শতাব্দীর আগে পাই না, তবে প্রাকৃতে আরো তিন চার শো বছর আগে মিলছে। শব্দটি যদি প্রাকৃত থেকে সংস্কৃতে এসে থাকে তবে এটি রাধা-শব্দেরই রূপান্তর, ক্ষুদ্রার্থক বা স্নেহদ্যোতক-'ইক' বিভক্তি যোগে। আর যদি সংস্কৃতে সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে এটি হবে 'রাধক'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, আর মানে হবে যে নারী রাধনা করে—যে চায়। এ' ব্যুৎপত্তি স্বীকার করলে রাধা ও রাধিকার পার্থক্য স্পষ্ট ক'রে বোঝা যাবে কালিদাসের এই উক্তি থেকে,

ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥

রাধিকা অন্বেষণ করে, রাধা অন্বিষ্ট হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে গৃহীত হবার অনেককাল আগে কৃষ্ণের ব্রজলীলা থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষায় প্রচলিত ছিল ছড়া-গানরূপে, আর সে ছড়া-গান মেয়েরাই গাইত বিবাহ-মঙ্গল উপলক্ষ্যে, রাস বা হল্লীশ নাচ উপলক্ষ্যে অথবা এমনিই। শরৎকালের কৌমুদীজাগর প্রভৃতি লোকোৎসবে কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলা গাওয়া হ'ত একথা মনে করতে পারি ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে শারদ-রাসের বর্ণনা থেকে,

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ ॥

বসন্তকালেও রাস হ'ত। হোলি-উৎসবের সঙ্গে গ্রাম্যতার সংস্রব তো এখনো লুপ্ত হয় নি।

সেকালের শ্রমজীবী মেয়েরা মাঠে ঘাটে বনবাদাড়ে "বল্লব-গোপী" হোক আর শস্য-পালিকা "কলম-গোপী" হোক—প্রেমলীলার বিরহমিলন পালায় গান গেয়ে চিত্তবিনোদন করত এবং পথিকদের মনও মুগ্ধ করত। প্রাকৃত গাথায় বলেছে,

মহুমাস-মারুআহঅ-মহুঅরঝঙ্কার-নিব্ভরে রণ্ণে।
গাঅই বিরহক্খরবদ্ধ-পহিঅমণ-মোহণং গোবী ॥

'—বসন্ত বাতাসে আন্দোলিত মধুকর-ঝঙ্কৃত অরণ্যে গোপী গাইছে গান যা 'বিরহের কথাময় সুতরাং পথিকের মনোহরণকারী।'

কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের যে প্রেমলীলা তাতে আগে অনেককাল ধরে কোনই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল না, যদিও কৃষ্ণ প্রথম থেকেই স্বয়ং ভগবান। সংস্কৃতে এবং প্রাকৃত সাহিত্যে তাই কৃষ্ণগোপী-প্রেমকাহিনী সাধারণ আদিরসের ভিয়ানে চড়েছিল এবং রাধা-সমেত গোপীরা অসতী-পর্যায়ে স্থান পেয়েছিল। (বস্তুদর্শক ঐতিহাসিকের এ কথায় আশা করি ভাবরসিক বৈষ্ণব ক্ষুণ্ণ হবেন না)। গোপী-সখীদের সঙ্গে গোপালিনী-রাধার সম্পর্কও ছিল ঈর্ষার। যেমন প্রাকৃত গাথায়,

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥

—'কৃষ্ণ, ফুঁ দিয়ে তুমি রাধিকার অঙ্গের গো-ধূলি অপনয়ন করছ। এতে তুমি এই (উপস্থিত) গোপীদের আর অন্যদেরও—যারা এখানে হাজির নেই, তাদের গরব হরণ করছ।' (এখানে প্রাকৃত 'গোরঅ' কথার দুটি মানে, প্রথম পংক্তিতে "গোরজঃ", দ্বিতীয় পংক্তিতে "গৌরব")।

প্রাকৃত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে গোপীদের প্রেম-নির্ভরতা এবং প্রাকৃত কবিতা প্রায় সবই গোপীদের উক্তি অথবা চেষ্টা। একটি উদাহরণ দিই।

নচ্চণসলাহণণিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণ-গোবী।
সরিসগোবিআণঁ চুম্বই কবোলপডিমাগতং কহ্নং॥

—'নৃত্যনিপুণতার প্রশংসাচ্ছলে পার্শ্বস্থিত চতুর গোপী সরেস গোপিকাদের গণ্ডস্থলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণ-রূপ চুম্বন করছে।'

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কিংবা তারও কিছু আগে থেকে কৃষ্ণের প্রেমলীলা একটু নূতন দৃষ্টিতে দেখা হ'তে লাগল। আগেকার সাহিত্যে গোপীদের প্রেমে কৃষ্ণ চতুর নায়ক, পথভ্রান্ত মধুকর মাত্র; সময় হলেই তিনি উড়ে পালালেন, আর তাঁর কোন সম্বন্ধ রইল না ব্রজের সঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দেখা গেল যে দ্বারকায় ঐশ্বর্য-বিলাসের মধ্যে থেকেও কৃষ্ণের চিত্ত মাঝে মাঝে উন্মনা হয় কৈশোরের সেই দিনগুলির জন্যে, রাধার জন্যে। উমাপতিধরের একটি শ্লোক এ' বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ।[২]

রাধার আধিদৈবিক উন্নয়নে এই প্রথম ধাপ। শেষ ধাপে বিরহোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের প্রতিবিম্বন।

পূতনাবধ শকট-ভঞ্জন গোবর্ধনধারণ ইত্যাদি কৃষ্ণের শিশুলীলা প্রথমে ছিল অদ্ভুতরসের ব্যাপার। সাহিত্যের চেয়ে শিল্পেই এ'সব লীলার স্ফূর্তি তখন ছিল বেশি। পূতনাবধে বাৎসল্যরস কিঞ্চিৎ ছিল বটে, কিন্তু সে অবান্তর। কৃষ্ণের

কৈশোরলীলায় বাৎসল্যরসের বিস্তার হ'তে লাগল, কিন্তু তা সর্বদাই অদ্ভুত বা আদিরসের তলায় তলায় বয়ে এসেছে। যেমন প্রাকৃত গাথায়,

অজ্জবি বালো দামোদরো ত্তি জম্পিএ জসোদাএ।
কহ্ন-মুহ-পেসিতচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅবহূহিং ॥

—'দামোদর এখনো শিশু—যশোদা এই কথা বলাতে কৃষ্ণের মুখপানে চোখ ঠেরে ব্রজবধূরা মনে মনে হাসল।'

দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে কৃষ্ণের শিশুরূপ, বালগোপাল মূর্তি বৈষ্ণবদের উপাস্য হ'তে লাগল। যাঁদের মন মধুররসে মজেছিল তাঁরাও পূজা করতেন শিশু গোপালকে। যেমন মাধবেন্দ্রপুরী। এঁর সাধনাতেই বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক ভাবনা বাৎসল্যরস থেকে মধুররসে সহজে উত্তীর্ণ হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের অধ্যাত্মভাবনায় মধুররসের পাক চড়েছিল বালগোপাল-ভাবনা নিয়ে। দূর থেকে জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া প্রথম দেখে মহাপ্রভু ভাবাবেশে এই যে শ্লোকার্ধ পড়েছিলেন তাতে আমার উক্তির সমর্থন মিলবে,

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্তিঃ ॥

বৈষ্ণব-পদাবলীর ইতিহাস জয়দেবের সময় থেকে। জয়দেবের পদ সংস্কৃতে লেখা। আধুনিক ভাষায় লেখা পদ প্রথম কিছুকাল শুধু মিথিলাতেই পাওয়া গেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে পাই উমাপতি ওঝার নাটকে কয়েকটি পদ—যার ভাষা প্রাচীন মৈথিলী বলতে পারি, ব্রজবুলিও বলতে পারি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যাপতি। প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর মূল্য কত বেশি তা প্রথম বিদ্যাপতির পদাবলী থেকেই বোঝা গেল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিকাল থেকে বাংলায় পদাবলীর পদবী অক্ষুণ্ণভাবে অনুসরণ করা যায় উনবিংশ শতাব্দী অবধি, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত। পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই যে পাঁচ শো বছরের ইতিহাস, এর মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর দুটি সুস্পষ্ট স্তর পাই। একটি চৈতন্যপূর্ব, অপরটি চৈতন্যপর। শ্রীচৈতন্যের ভাব ও আচরণ দেখে সমসাময়িক বৈষ্ণব-কবিরা রাধা-চরিত্রের নূতন মহিমা অনুভব করেছিলেন। আর বৈষ্ণব মহান্তরা যখন শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ বলে উপলব্ধি করলেন তখনই বৈষ্ণব-কবিদের দৃষ্টিতে রাধার গৌরব কৃষ্ণের ভগবত্তাকে ছাড়িয়ে গেল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধা দেখা দিলেন কৃষ্ণবিরহী শ্রীচৈতন্যের ভাব নিয়ে। এই কারণেই বৈষ্ণব-পদাবলীর দ্বিতীয় স্তরে রাধা কৃষ্ণের তুলনায় অনেক সজীব। তবে এ' সজীবতা বেশিদিন টেকেনি। বৃন্দাবনীয় গোস্বামি গ্রন্থের অনপসর্পণীয় সরণিতে এসে কৃষ্ণলীলা-কবিতা যান্ত্রিক সহজ-

সাধ্যতা লাভ করলে, বৈষ্ণব-পদাবলীর দ্রুত অপকর্ষ ঘটতে লাগল। তখন কবিরা অলঙ্কারের জাঁক আর ছন্দের জমক যুগিয়ে শ্রোতার মন ভোলাতে লাগলেন। কীর্তনগানের সুরে ও তালে বৈচিত্র্য দেখা দিলে। তার ফলে বৈষ্ণব-কবিতার অবলুপ্তি বন্ধ হ'ল সপ্তদশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি বৈষ্ণব-কবিতা কোন রকমে চ'লে এসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে যা কিছু লেখা হ'ল তাকে ভাবের দিক দিয়ে বৈষ্ণব-কবিতা বলব না, কেননা সে সব রচনায় পদাবলীর ঠাট যতটা বজায় থাক পদকর্তার ভক্তিরসার্দ্রতা বিন্দুমাত্র ছিল না।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় বৈষ্ণব-ইতিহাসে বলরাম ও বলরামদাস নামে একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। এঁদের মধ্যে সকলেই যে বিভিন্ন ব্যক্তি তা মনে হয় না, এক বা একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন নামে বা নামান্তরে পরিচিত ছিলেন হয়ত। এখন দেখা যাক কতগুলি বলরাম বা বলরামদাসের খোঁজ আমরা পাচ্ছি বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাসে এবং পদাবলী-সত্ত্ববিচারে তাঁদের দাবি কতটা মেনে নেওয়া যায়।

(১) নিত্যানন্দ-প্রভুর গণ, যাঁর সম্বন্ধে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় বলা হয়েছে,

সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরামদাস
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস।

নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনার প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এঁর প্রসঙ্গে বলেছেন,

বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী
নিত্যানন্দ-নামে হয় অধিক উন্মাদী।

কাটোয়ার ও খেতরীর উৎসবে সম্মানিত অভ্যাগতদের তালিকায় যে বলরামদাসের উল্লেখ আছে তিনি এই ব্যক্তি ব'লে ধ'রে নিতে পারি।

কথিত আছে যে ইনি নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুমতি নিয়ে নিজের আবাস দোগাছিয়া গ্রামে (কৃষ্ণনগরের কাছে) গোপাল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কারো কারো মতে ইনি ছিলেন বৈদ্য। শেষের মতই ঠিক ব'লে মনে হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এঁরই বংশধর ছিলেন বলে জানা যায়। দোগাছিয়া থেকে ইনি বলরামের দুইএকটি উৎকৃষ্ট বাৎসল্যরসের পদ আবিষ্কার করেছিলেন। এই পদগুলি শ্রীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পদরত্নাবলীতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গোপাল-মূর্তি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি প্রধানতঃ বাৎসল্যরসের রসিক ছিলেন একথা স্বীকার করে নিলে দোষ হয় না এবং তাতে ক'রে এই বলরামই যে

বাৎসল্যরসের পদগুলির (সবগুলির না হোক অধিকাংশের) রচয়িতা তা অনুমান করা যায়।

দোগাছিয়ায় বলরামদাসের বংশধরেরা কেউ কেউ এখনো বাস করছেন। সেখানে এখনো অগ্রহায়ণ মাসে এঁর তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এক পদকর্তা বলরামদাস শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের সমসাময়িক ভক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রধানতঃ বাৎসল্যরসিক ছিলেন—এই কথা মনে রাখলে প্রস্তুত সংগ্রহের কতকগুলি পদ সুনিশ্চিতভাবে এঁর রচনা বলতে পারা যায়। যেমন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক চৌদ্দটি পদ ;[৩] নিত্যানন্দ-বিষয়ক তিনটি পদ ;[৪] অদ্বৈত-বিষয়ক দুটি পদ ;[৫] এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অধিকাংশ পদ।

(২) বলরাম বসু নামে এক পুরানো পদকর্তা ছিলেন। মনে হয় এঁর চারটি পদ ভনিতা ব'দলে অপরের নামে চ'লে গেছে। প্রস্তুত সংগ্রহের একটি পদ এঁর নামে পাওয়া গেছে পুরানো পুঁথিতে।[৬] সে পাঠ শুদ্ধ, পূর্ণতর এবং অনেক ভালো। তুলনার জন্যে এখানে উদ্ধৃত করি।

আরে মোর নিত্যানন্দ রায়
মথিয়া সকল তন্ত্র　　　হরিনাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়।
অনন্ত অগ্রজ নাম　　　ভুবনেতে অনুপাম
সুরধনী-তীরে কৈল থানা
হাট করি পরিবন্ধ　　　রাজা হৈল নিত্যানন্দ
পাষণ্ডী যাইতে হৈল মানা।
পাত্র রামাই লৈয়া　　　রাজ-আজ্ঞা ফিরাইয়া
কোটাল হইলা হরিদাস
কৃষ্ণদাস হৈল্য দ্বার্য্যা　　　কেহ যাইতে নারে ভাঁড়্যা
লিখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস।
শ্রীরূপ সনাতন　　　সেই হাটের মহাজন
প্রেমধন বিলাইতে আইলা
মহাজন দয়ালু বড়　　　না চিনয়ে ছোট বড়
নিকড়িতে বিতরণ কৈলা।
পসারি শ্রীবিশ্বম্বর　　　গদাধরদাস আর
আচার্য্য চত্বরে বিকিকিনি
গৌরীদাস হাসি হাসি　　　রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি।

বসু বলরামে বলে অবতরি কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে আসি
ভাণ্ড হাথে ধনঞ্জয় ভিক্ষা মাগিয়া লয়
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি ॥

এখানে "বসু বলরামে" "দাস বলরামে"-র পরিবর্তিত পাঠ হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ভনিতায় যে-ভাবে ধনঞ্জয়-পণ্ডিতের উল্লেখ আছে তাহাতে এটি তাঁর সতীর্থ নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরামদাসের রচনা না হওয়াই বেশি সম্ভব। পুঁথির প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য তো আছেই। প্রস্তুত বলরামদাস-পদাবলীর একটি পাঠ ("অচ্যুত অগ্রজ") অত্যন্ত ভ্রান্ত। ছাড়বাদ ও উলটপালটও আছে।

(৩) নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবীর এক শিষ্য ছিলেন বলরামদাস নামে। এঁর পিতার নাম আত্মারামদাস, নিবাস শ্রীখণ্ড। ইনি খেতরী মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই বলরামদাস পদকর্তা ছিলেন ব'লে মনে হয় না, কেননা ইনি সর্বদা গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দদাসই ব্যবহার করেছে। এঁর রচিত প্রেম-বিলাসের ভনিতায় গুরুদত্ত নামই পাই। তবে নিত্যানন্দদাস নাম গ্রহণ করবার আগে ইনি যদি কিছু লিখে থাকেন তাতে বলরামদাস ভনিতা থাকা সম্ভব।

(৪) এক বলরাম ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। নিবাস বুধরী শাখা-বর্ণন বইগুলিতে বোধকরি ইনিই উল্লিখিত হয়েছেন বলরাম কবিরাজ ব'লে গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের সঙ্গে। বলরামদাস ভনিতার বিশিষ্ট ব্রজবুলি পদগুলি[৭] এই বলরামদাস কবিরাজের রচনা ব'লে মনে করি। প্রথম বলরামদাস যে ব্রজবুলিতে পদ একেবারেই লেখেন নি সে কথা বলি না, কিন্তু এ' কথা জোর ক'রেই বলব, যে পদগুলি উল্লেখ করলুম সেগুলির কঠিন ব্রজবুলি-বাঁধুনি গোবিন্দদাস কবিরাজের অগ্রবর্তী কোন পদকর্তার রচনা হওয়া সম্ভব নয়। আরো একটা কথা। এই রকম একটি ব্রজবুলি পদের ভনিতায়[৮] কনকমঞ্জরীর উল্লেখ আছে,

কনকমঞ্জরী রতি- মঞ্জরী রোয়ত
রোয়ব কব বলরাম ॥

কনকমঞ্জরী রামচন্দ্র কবিরাজের সিদ্ধ সখীরূপের নাম। অতএব নিঃসন্দেহ এটি রামচন্দ্র-শিষ্য বলরামদাস কবিরাজের লেখনী-নিঃসৃত।

(৫) পঞ্চম এক বলরামদাস, যিনি নিজেকে "দীন" বলেছেন, কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য লিখেছিলেন।[৯] ইনি দু'চারটি পদ লিখে থাকবেন। কৃষ্ণলীলামৃতের ভনিতায় দীন কথাটি যদি তাৎপর্যময় হয় তবে প্রস্তুত বলরামদাস-পদাবলীতে যে দু'একটি পদে দীন বলরামদাস পাই তা এঁর রচনা হ'তে পারে। তবে

এটা নিছক অনুমানের ব্যাপার। এই কবি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে জীবিত ছিলেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে বলরাম ভনিতায় এমন একটি পদ[১০] সংকলিত হয়েছে যার মধ্যে জীবগোস্বামীর রচনাবলীর নাম আছে। এ' চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বলরামদাসের রচনা হওয়া সম্ভব।

বলরামদাসের নামে আরো কয়েকখানি নিবন্ধ পাওয়া গেছে,—সারাবলী, গুরুতত্ত্বসার, হরপার্বতীসংবাদ, গুরুভক্তিকলাচন্দ্রিকা, চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা, বৈষ্ণববিধান, হাটপত্তন ও পাষণ্ডদলন। এগুলি কোন্ বলরামদাসের অথবা বলরামদাসদের রচনা বলা কঠিন। তবে প্রথম চারিটি বই পঞ্চম বলরামদাসের লেখা হ'তে পারে। পঞ্চম বলরামের লেখায় একটু "সহজিয়া" ছোপ আছে।

বলরামদাসের পদাবলীর বিচারে দু'জন কবিকে স্বীকার করলেই যথেষ্ট। (যাঁরা বৈষ্ণব-ভাবে ভাবুক হ'য়ে ঐতিহাসিক "পাষণ্ডী-দের" উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে তথ্যসম্ভারকে এহ বাহ্য ব'লে নগণ্য ক'রে পদাবলীরসে বুঁদ হ'য়ে ইচ্ছা ও রুচি মাফিক বৈষ্ণব-কবিদের শ্রেণীবিচার করছেন তাঁরা অবশ্যই বলরামদাসের ব্যক্তিত্বে অদ্বৈতবাদী। এঁরা আসলে তথ্যকে ভয় করেন ব'লে আত্মপ্রত্যয়ের বাইরে সত্যকে স্বীকার করেন না)। একজন—যিনি প্রধানতঃ বাংলায় পদ লিখেছেন এবং যিনি প্রাচীনতর, আর একজন যিনি প্রধানতঃ ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন এবং যিনি গোবিন্দদাসের পরবর্তী। এই দুই বলরামদাসের রচনা পৃথক ক'রে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

প্রথম বলরামদাস চৈতন্য-নিত্যানন্দ-লীলার "প্রত্যক্ষদর্শী" ছিলেন। নিত্যানন্দ-বিষয়ক কোন কোন পদে তিনি যে কথা বলেছেন তা প্রাচীন চৈতন্য-জীবনীগুলিতে নেই এবং যাতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতীতি আছে। দানলীলার কতকগুলি পদও এঁর রচনা।[১১] কৌতূহলী পাঠক যদি এঁর দানলীলা-পদাবলী বড়ু চণ্ডীদাসের দানখণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন তবে দুটির মধ্যে বেশ মিল দেখতে পাবেন। একটু উদাহরণ দিচ্ছি।

বড়ু চণ্ডীদাস	বলরামদাস
ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজিআঁ পসার···	সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে	চলিল মথুরা বিকে বড়ায়ের সাথে।

*　*　*　*　*　*

রাধার উক্তি

কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ
কাল মেঘের ছায়া নাহি জাওঁ
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।
কাল গাইব ক্ষীর নাহি খাওঁ
কাল কাজল নয়নে না লওঁ
কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড ডবাওঁ।

ঙ্কাববরণ কাল গা। গবৰে না পড়ে পা
কি গরবে কর উপহাস
যমুনাব তীরে থাক নব লক্ষ ধেনু রাখ
কালরূপে লাজ নাহি বাস।

কৃষ্ণের প্রত্যুক্তি

কাল আখবে তীন ভুবন বিচাব
কাল মেঘেব জলে জীএ সংসাব।
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড কাজে
কাল বতনে হাব শোভে দেববাজে॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদাব বালা॥
কাল চিকব শোভে মাথাব উপরে
কাল ভুকুটী শোভে বদনকমলে।
কাল ভ্রমবে কমলবন শোহে
কাল কাজলে নাবী জগমন মোহে॥
কাল লাঞ্ছন কে.লে করে শশধবে
কাল আলক পাঁতী শোভয়ে কপোলে।
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী
কাল সুন্দব দেহেঁ শোভে বনমালী॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ
এহা বুঝাঁ না কর রাধা তো মন মন্দ।
কাল কাহ্নের এবেঁ ধরহ বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

শুন হে গোপেব ঝি কাল নিন্দা কব কি
কালরূপ সবাব মাধুবী
জানিয়া শুনিয়া মনে যতেক বমণীগণে
কালরূপ আগে কৈল চুরি।
ভুবনে যতেক নারী কালরূপ করে চুরি
কামিনী মোহন নাম ধবে
হয নয় কব সাব একে একে ধরি চোব
কাল দোষী না রহে সংসাবে।
দেখ আগে কাল ভাল দুই আখি তারা কাল
তাব মাঝে কাল যে পুতুলি
মথিয়ে অনঙ্গ নিধি ভাবিবে গণিযে বিধি
কাল বিন্দু ধরি দিল তুলি।
কাল যে যুগল ভুরু চৌবস কপাল চাক
তাহে শোভে বদন মাধুবী
বলবামদাস বলে কাল ছাড়া এ অখিলে
কেবা আছে দেখাও সুন্দবী॥

উপরের পদ দুটি তুলনা করলে সহজ কবি-ভাবনায় বলরামদাসের রচনার উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হবে। বড়ু চণ্ডীদাস যেখানে অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে উপমা নিয়ে ঝুড়ি বোঝাই করেছেন, বলরামদাস সেখানে সোজা ও সুনির্বাচিত উপমা দিয়ে ডালি সাজিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে বলরামদাস (আদি ও অকৃত্রিম, তা সে যিনিই হোন) বেশি পদ লেখেন নি, অথবা তাঁর ভালো পদ দু'চারটির বেশি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। তবুও যা মিলেছে তাতে ক'রে বৈষ্ণবপদাবলীর মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। যথাসম্ভব অপক্ষপাত সাহিত্য-বিচারে যদি সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ-পঁচিশটি কবিতা নির্বাচিত হয় তবে তার মধ্যে বলরামদাসের গোটা চারেক পদ যে নিশ্চয়ই থাকবে এ' বিশ্বাস রাখি।

মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়।
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে

*　　*　　*

রসের মূরতি সে　　দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী

*　　*　　*

হাসিয়া পাঁজর-কাটা কৈয়াছে কথাখানি
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি।

এ' সব ছত্র ভোলবার নয় কোন কালে।

শ্রীসুকুমার সেন

১। ইণ্ডিয়ান্ লিঙ্গুইসটিকস্ অষ্টম খণ্ড প্রথম সংখ্যা পৃ ৩৮ দ্রষ্টব্য।

২। সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত "রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ" ইত্যাদি।

৩। পূবরে বাধল চূড়া: গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস, কোথায় আছিল গোরা, আবেশে অবশ অঙ্গ, ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে; গোরা নাচে প্রেম-বিনোদিয়া, ভাব ভরে গরগর, ভাবের আবেশে কহে; পূবরে গোপত কৈলা, হরি হরি এ'বড বিস্ময়, রূপ কোটি কাম জিনি, হরি হরি গোরা কেনে, গোলোকের নাথ হৈয়া; অঞ্জলি করি প্রভু।

৪। বিরলে নিতাই পাঞা, প্রভু বলে নিত্যানন্দ, গজেন্দ্রগমনে যায়।

৫। বন্দিব অদ্বৈত শিরে; ভাবের আবেশে পহুঁ।

৬। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ৩০০, ৪৪৩-৪৪

৭। নাচত গৌর সুনাগর; সহজেই কাঞ্চন কান্তি; নটবর রসিক রমণি, কলিযুগ-মত্ত মতঙ্গজ; অনুখন অরুণ নয়ন; চামর ডামরি শ্যামরি; রসভরে মন্থর, কাহে কমলমুখি ঝামরি; কমল কুবলয় কুমুদ; পহিলহি মোহে নিরখি, জনম উবধ মুখ, বিরহ বেয়াধি বেয়াকুল, চন্দন পরশি চমকি; মাধব এ' তুয়া কোন, সাজল রসবতি; যাকর মাঝ হেরি; দুহুঁ দুহু নয়নে; রাধা মাধব রতি; রাধামাধব জয়গাহি; সখিহে এ' তুয়া; একে সে মোহন যমুনা-কূল; মন্দির চলব জানি; বেশ বনাই পহিরি, দুহুঁক বেয়াকুল হেরি; রাই মুখপঙ্কজ কুঙ্কুমে; বৃন্দা-বিপিনহি সব; বিকশিত কুসুম সবই; মধুর সময় রজনি; জানলি কানু গোপতে; দলিত নলিন-সম মলিন; অধরহুঁ বদন মদন; ফুয়ল কবরি ধনি; সহচরিগণ দেখি; ঝঙ্করু বন ভরি, লহু লহু ছোড়ি; বৃন্দাবন শুক-শারিক, খোজতি ফিরতি জননি; বৃন্দা বচনহি উঠই; চীর নিরখি চমকই; মিটল চন্দন টুটল; শ্যাম সুনাগর ময়মদ। ৮। চীর নিরখি চমকই (পদকল্পতরু ২৫০০)।

৯। এ হিষ্টরী অব্ ব্রজবুলি লিটারেচার; পৃ' ৪০৫; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ' ৬১১ ১২ দ্রষ্টব্য। ১০। রূপ সনাতন সঙ্গে।

১১। বলরামদাসের পদাবলীতে কোন কোন দানলীলা-পদে অর্বাচীনত্বের অসন্দিগ্ধ প্রমাণ আছে। যেমন "কোথা হ'তে এলে তুমি" পদটি। এখানে ফারসী "কোমর" শব্দটি পদাবলীর ভাষায় অর্বাচীন ও বিসদৃশ।

॥ পদাবলী-কীর্তনের পরিচয় ॥

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ১১৭৮-১১৭৯ অথবা ১১৮৪-১১৮৫ অব্দ। ভারতীয় সঙ্গীত-বিকাশের তথা মার্গ-প্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশী রাগ-সঙ্গীতের তখন মধ্যাহ্নকাল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টীয় ১ম থেকে ২য় শতাব্দীতে অর্থাৎ শিক্ষাকার নারদ ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়েও জাতিরাগ, গ্রামরাগ, অন্তরভাষারাগ প্রভৃতি রাগগোষ্ঠিকে নিয়ে গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতের প্রাণ-স্পন্দন অব্যাহত ছিল, যদিও তখন তার শেষকালই বলা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণে ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী এই সাতটি শুদ্ধ-জাতিগান ও কৈশিকাদি গ্রামরাগ-গানের উল্লেখ আছে। শিক্ষাকার নারদ ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়েও এদের বিকাশ ও অনুশীলন ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই সুসম্বদ্ধভাবে জাতি ও গ্রামরাগ-গানের প্রণালী লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। তবে মাগধী (মগধদেশীয়), অর্ধমাগধী প্রভৃতি দেশীগীতির প্রচলন ভরতের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ভরতের কিছু পরেই এলো নূতন জাতীয়করণের যুগ। তার সুস্পষ্ট সূচনার সন্ধান পাই আমরা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীতে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময় থেকে। মতঙ্গের আগেই অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দী থেকে তার কাজ শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। ভারতের সঙ্গীত, বাঙলার সঙ্গীত, কর্ণাটকী তথা দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীত এ'সব শ্রেণীভাগের বালাই প্রাচীন যুগের সমাজে আদৌ ছিল না। ভারতের বাইরে তিব্বত (ভোটদেশ), গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার), ইয়ারকন্দ, খাসগড়, খোটান, কুচি ও এমন কি চীন ও জাপানে বাণিজ্যিক ব্যাপারে ও বৌদ্ধধর্মের প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীত যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। পারস্য ও গ্রীকদের ভারত-অভিযানের ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, তাতে ক'রে গান্ধার, আফগানিস্থান, পুরুষপুর বা পেশোয়ার, কপিশা প্রভৃতি দেশে বা অঞ্চলে এই দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণও ঘটেছিল। আর সে সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় সঙ্গীতেও যেমন কিছুটা পারস্য ও গ্রীসিয় প্রভাব দেখা দিয়েছিল, তেমনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাবও ঐ দেশগুলিতে কম পড়েনি। তবে পীথাগোরিয়ান স্বরগ্রাম, স্বরসাম্য ও স্বর-পরিমাপের প্রভাব ভারতের সঙ্গীতে পড়েছিল—কি গ্রীসিয় তথা মধ্য-প্রাচ্যের সঙ্গীত সে বিষয়ে ভারতের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী এ' সমস্যার সমাধান এখনো সঠিকভাবে হয়নি। তেমনই তেরোশো' শতাব্দীতে

আলাউদ্‌-দীন-খিলজী ও আমীর-খসরুর সময়ে ভারতীয় সঙ্গীত আরবীয় ও পারস্য সঙ্গীতের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও আরব ও বিশেষ ক'রে পারস্যের সঙ্গীত যে ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল তা ডাঃ ফার্মার তাঁর A History of Arabian Music বইয়ে স্বীকার করেছেন। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ তখন উভয় দেশগুলির মধ্যে ছিল সুতরাং সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও যে আরব, পারস্য ও ভারতের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল একথা স্বীকার্য।

খৃষ্টীয় ১২শ থেকে ১৪শ শতাব্দীতে বিশেষ ক'রে বাঙ্‌লাদেশে সঙ্গীতের চর্চা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুপ্তযুগে (খৃষ্টীয় ৩য়-৬ষ্ঠ শতাব্দী) সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তরাজাদের মধ্যে রীতিমতভাবে সঙ্গীতের চর্চা ছিল। পাল-রাজাদের সময়ে (৭ম-৮ম শতাব্দী) কত শত পল্লীগাথা রাগ-রাগিণী সহযোগে গীত হ'ত। মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নাথগীতি বাঙলার সঙ্গীতমহলে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর (রাণী মদনাবতী) সময়ে বাঙলায় শাস্ত্রীয় নৃত্য, বাদ্য ও বিশেষ ক'রে পল্লীগীতির যে যথেষ্ট অনুশীলন হ'ত তা লামাই-পর্বতের ধ্বংসস্তূপ চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করে। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশী প্রভৃতির নিদর্শনও বাঙ্‌লার সঙ্গীত-চেতনার কথা প্রমাণ করে।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্‌লাদেশে বৈষ্ণব-পদাবলী-গানের বীজ বপন করলেন কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেব ঠাকুর। ব্রজবুলি ভাষার সমাবেশ তখনো পদ-রচনার মধ্যে ঘটেনি। নাটগীতি-রূপ 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃতে (?) অথবা অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখিত। অবহট্‌ঠ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্‌লার সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলা হয়। অনেকে গীতগোবিন্দকে 'অষ্টপদী' নামে অভিহিত করেন, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-ভারতীয় পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিতে এ' নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অষ্টপদী নামের কোন সার্থকতা পাওয়া যায় না এজন্য যে, আটটি পদে সমস্ত সর্গ তো নয়ই, বরং বিভিন্নসর্গে বিভিন্ন পদ-সংখ্যার সমাবেশ দেখা যায়। যেমন প্রথম সর্গে ৪৯টি, দ্বিতীয় সর্গে ২০টি, তৃতীয় সর্গে ১৬টি, চতুর্থ সর্গে ২৩টি প্রভৃতি। জয়দেব মিশ্র ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত। তাঁর সমসাময়িক কবিরা ছিলেন গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী প্রভৃতি। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-মাধুর্য বর্ণিত হলেও শ্রীমদ্ভাগবতী-ধারা তথা মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি লীলারই সমাবেশ আছে। শ্রীরাধা বা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসিনী অষ্ট সখীর প্রধানা—মনে হয় এভাব জয়দেব শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অবশ্য এ'কথা স্বীকার করেন না। ডাঃ দাসগুপ্ত

বলেছেন : Jayadeva's exact source is not known. There are parallelisms between his extremely sensuous treatment of the Radha-Krishna legend and that of the *Brahmavaivarta Purana*, but there is no conclusive proof of Jayadeva's indebtedness. Nor is it probable that the source of Jayadeva's inspiration was the Krishna-Gopi legend of the *Srimadbhagavata*, which avoids all direct mention of Radha (who is also not mentioned by Lilasuka), and describes the autumnal, and not vernal, Rasa-Lila (—*A History of Sanskrit Literature*, Classical Period, Vol. I. p. 391)। একথা সত্য যে শ্রীমদ্ভাগবতে 'রাধা' শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও 'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ' শ্লোকাংশে 'রাধা'-নামের বীজ নিহিত আছে। অবশ্য পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীর পর্যায়ে রাধার উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে রাধা শব্দের উল্লেখ না থাকায়, ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে-ও ঠিক অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ও বলেছেন : Although Radha is not mentioned, the Gopis figure prominently in the romantic legend, and their dalliance with Krishna is described in highly emotional and sensuous poetry (—*Early History of Vaishnava Faith and Movement, p. 7*)। অনেকে জয়দেবকে নিম্বার্ক-ভাবধারায় প্রভাবান্বিত বলে মন্তব্য করেন, কেননা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ই ভক্তি-চিন্তায় রাধার স্থানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর একথা সত্য যে পাঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলি, বিভিন্ন পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। বৈষ্ণবচূড়ামণি কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ঐগুলির কাছে ঋণী থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মূলতত্ত্ব ও দার্শনিক ভিত্তি বিশেষভাবে প্রাচীন পাঞ্চরাত্র-সংহিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভারত, খিলহরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত, বিষ্ণু, পদ্ম, স্কন্দ প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণের ভাবধারা অনুসৃত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সংকলন বা রচনাকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কিন্তু খৃষ্টীয় অব্দের সাত্বত, অহির্বুধ্ন্য, পরমেশ্বর, জয়, ঈশ্বর, পরম, পদ্ম প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র-সংহিতা বা সাহিত্যে ভাগবতধর্মের বিকাশ বাসুদেব-কৃষ্ণ ও বিষ্ণু-উপাসকদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় মনে হয় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাকারে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর আগে রচিত বা সংকলিত নয়।

জয়দেবের পর পাই ১৪শ শতাব্দীর সেনরাজ-কবি উমাপতি ধর, মিথিলার উমাপতি ওঝা, ১৫শ শতাব্দীতে রাজা শিবসিংহের সভাপতি বিদ্যাপতি প্রভৃতি

পদরচয়িতাদের। নান্নুরের কবি বড়ু চণ্ডীদাস ঠাকুরের নামও বিদ্যাপতির সঙ্গে স্মরণযোগ্য। পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য-বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলাই তাঁর পদগানে প্রকাশ পেয়েছে। ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে বাঙ্‌লায় ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলি-পদ-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত হয়েছিল রায় রামানন্দ, যশোরাজ খাঁ, মুরারিগুপ্ত, নরহরিদাস, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দবসু, বংশীবদন-দাস, রঘুনাথদাস, নয়নানন্দ, বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতির মাধ্যমে। তাঁদের অনেকেই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের লীলার সঙ্গী। আচার্য শংকরদেব, মাধবদেব, পীতাম্বর-কবি, নারায়ণদেব প্রভৃতির গান তথা পদ-কীর্তন আসাম অঞ্চলে প্লাবনের সৃষ্টি করেছিল। বাঙ্‌লা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার মধ্যে তখন ছিল ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের যোগসূত্র। তখন অবহট্‌ঠের স্থান অধিকার করেছে কিছুটা ব্রজবুলি-ভাষা। শংকরদেব ও মাধবদেবের পদাবলী বাঙ্‌লা ও উড়িষ্যার ব্রজবুলি তথা ব্রজাবলীর প্রভাব এড়াতে পারে নি। শংকরদেবের একটি পদগানের উদাহরণ যেমন,

মানিনী মাই নয়ন পয্যকর জুরে বারি
ফোকারয় শ্বাস ত্রাস ভেল দেহ।
ঘন ঘন দেখু আন্ধিয়ারী।

*   *   *

অভাগিনী করত বিলাপ।

ব্রজবুলি বৈষ্ণব-পদকীর্তনের ভাষা, তা ব্রজভাষা বা ব্রজমণ্ডলের কথ্য ভাষা থেকে ভিন্ন। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন ব্রজবুলির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "প্রাচীন পদকর্তারা ভাষাটিকে 'ব্রজাবলী' নাম দিয়েছিলেন এই স্বাভাবিক ধারণাবশে যে, এই প্রাচীন ধরণের ভাষাই বুঝি ছিল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভাষা। তাঁরা এটাও জানতেন, যা ব্রজমণ্ডলের কথ্য ভাষা—অর্থাৎ ব্রজভাষা—তার সঙ্গে এই পদাবলীর ভাষার বেশ খানিকটা মিল আছে—উচ্চারণে ছন্দে এবং কিছু কিছু ব্যাকরণে। বৃন্দাবনের সঙ্গে বাঙ্‌লার যোগ ঘনিষ্ট হ'লে পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে খাস বৃন্দাবনের ব্রজভাষাতেও অল্পস্বল্প পদরচনা শুরু হয়। কিন্তু পদকর্তারা কখনো ব্রজবুলিকে ব্রজভাষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন নি।" তাঁর মতে অবহট্‌ঠ থেকেই ব্রজবুলির সৃষ্টি। অবহট্‌ঠে মৈথিলী, হিন্দী, রাজস্থানী, বাঙ্‌লা, প্রাকৃত, ওড়িষি প্রভৃতি ভাষার প্রভাব পড়ার জন্য ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে তা ব্রজবুলির আকার ধারণ করেছিল। ব্রজবুলির বিকাশ ও প্রভাব নেপাল, তীরহুত ও মোরঙ্গের রাজসভায়ও কম হয় নি। সেন রাজাদের ও বিশেষ ক'রে মহারাজ লক্ষণ সেনের পর বৈষ্ণব-গীতি-কাব্যের প্রচলন বিশেষভাবে দেখা দেয় নেপালে

ও অন্যান্য প্রান্তীয় ও সামন্ত সভায়! নেপালের রাজা শ্রীনিবাস মল্লের পদাবলী-রচনা মিথিলা, বাঙ্‌লা ও উড়িষ্যায় ১৪শ-১৯শ শতাব্দীতে ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী থেকে কোন অংশে ন্যূন নয়। তবে একথা ঠিক যে ১৫শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের আগে বৈষ্ণব-পদাবলী, পূর্বপ্রচলিত নামগান বা নাম-গোষ্ঠগান ও কৃষ্ণলীলা বা রাধাকৃষ্ণলীলা-গান একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি-বর্ণিত মথুরা, দ্বারকাদি লীলারই আশ্রিত ছিল। এই রীতি যে শুধু বাঙ্‌লা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল তা নয়, দক্ষিণ-ভারতের আল্‌বার প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল। বাঙ্‌লায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুবর্তীগণই শ্রীরাধার উৎকর্ষ প্রতিপাদন ক'রে বিশেষভাবে বৃন্দাবনলীলার প্রবর্তন করেন। শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-পদাবলী তাই প্রধানভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা তথা বৃন্দাবনলীলার মহিমময় রস ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে বাঙ্‌লাদেশে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্তন তো ছিলই, এ'ছাড়া ছিল নাথগীতিকা, শিবায়ণ, চর্যাগান, বিভিন্ন মঙ্গলগান, ঝুমুর, পাঁচালী, রামায়ণগান, বাউলগান প্রভৃতি। বর্ধমান, বীরভূম, ও রাঢ়ের বেশীর ভাগ অঞ্চলে গোষ্ঠলীলা, মাথুর, মানভঞ্জন, রাস, নন্দোৎসব প্রভৃতি পালাগানের প্রচলন ছিল ও তা অনেকটা কীর্তনের মধ্যে গণ্য ছিল। এখনো পশ্চিম-বাঙ্‌লায় ও বাঙ্‌লার অন্যান্য স্থানে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবে 'বাঁদাই' তথা সমবেতভাবে কীর্তনের প্রচলন সেই প্রাচীন নামগানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সকল রকম গান সহজ সরল রীতিতে গাওয়া হ'লেও প্রত্যেকটি গানে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের ও তানের সমাবেশ থাকত। তবে এখন যেমন মহাজন-পদাবলীতে বড় বড় বিচিত্র তালের সংযোগ দেখা যায়, তখন অর্থাৎ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর সমাজে হয়তো তেমন ছিল না। ক্ল্যাসিক্যাল অভিজাত সঙ্গীতের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। গানে, রাগে, আলাপে, তালে ও তাদের বিচিত্র বিকাশে পরবর্তীযুগে যথেষ্ট জটিল রূপের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ভারতীয় সঙ্গীত তখন রসে, ভাবে ও বাস্তব কল্পনায় মূর্তিমান। শ্রীচৈতন্যের লীলা-সহচরদের ভেতর স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দ, মুরারিগুপ্ত, হরিদাস ঠাকুর, রূপ, সনাতন, ও আরো কয়েকজন বিভিন্ন শ্রেণীর গানে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহাপ্রভুও তদানীন্তন-কালে প্রচলিত দেশের সঙ্গীতধারার প্রতি বিশেষ সজাগ ছিলেন। একাধারে আঠার বছর পুরীধামে রাজগুরু কাশী-মিশ্রের বাড়ী গম্ভীরায় তিনি অতিবাহিত করেন। স্বরূপ-দামোদর ছিলেন তাঁর সকল সময়েরই সঙ্গী। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভ্রমণ করার সময়েও স্বরূপ-দামোদর ও অন্যান্য সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গে

থাকতেন। গম্ভীরার গোপন কক্ষে স্বরূপ-দামোদর, মুরারি-গুপ্ত ও রায় রামানন্দের সঙ্গে তিনি বিবিধ শাস্ত্রের বিচার ও রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন ও কীর্তনাদিতে কালক্ষেপ করতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ' প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রদিনে,
গায় শুনে পরম-আনন্দ॥

শ্রীচৈতন্য কবি-জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ-নাটক', বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ু-চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' ও পদাবলী, শ্রীধর-স্বামীর টীকাযোগে শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থগুলির আলোচনা করতেন স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে। স্বরূপ-দামোদর ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞানে বিচক্ষণ ও সুকণ্ঠ। তিনি প্রতিদিনই ঠাকুর জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী রাগ-রাগিণী ও তাল সহযোগে গান গেয়ে মহাপ্রভুকে শোনাতেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার সে প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।
সঙ্গীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

স্বরূপ-দামোদর কণ্ঠ-সঙ্গীত ও মৃদঙ্গবাদ্য (পাখোয়াজ ও খোল) এই উভয় বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভু নিজে যেমন সঙ্গীত-রসে রসিক ছিলেন তেমনি সকল রকম সঙ্গীতের রীতি সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সাহচর্যে। তিনি শাস্ত্রীয় রাগ ও তালকে অবলম্বন ক'রে নামকীর্তনের প্রবর্তন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ) এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় উল্লেখ করেছেন,

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে।
রাত্রদিনে করে রস গীত আস্বাদনে॥

* * *

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম-সংকীর্তন কলির পরম উপায়॥
সংকীর্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সেই আলোচনা হয়েছিল পুরীধামে গম্ভীরায়। কিন্তু তিনি নাম-সংকীর্তনের বীজ বপন করেছিলেন সংসারাশ্রমে থাকার সময় নবদ্বীপে। কবি বৃন্দাবন-দাস তাঁর 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে (মধ্যখণ্ড) এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাততালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় শ্রীবাস-অঙ্গনে তিনটি ও পুরীতে রথযাত্রার সময় সাতটি সম্প্রদায়ে ভাগ ক'রে প্রত্যেকটিতে দু'টী ক'রে মৃদঙ্গের সমাবেশ দিয়ে তিনি কীর্তন গান করেছিলেন। তিনি ভাবে আত্মহারা হ'য়ে নৃত্য করতেন আর ভক্তেরা আত্মভোলা হ'য়ে নৃত্যে যোগ দিতেন—'গৌরচন্দ্র-নৃত্য—সবে করেন কীর্তন'।

কীর্তন ভারতীয় সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই ত্রৌর্যত্রিক পর্যায়ভুক্ত। তবে এর বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রেমের সঙ্গে রস ও ভাবের অপার্থিব অভিব্যক্তির বিকাশ-সাধন করা। বাঙ্‌লার কীর্তনগান তাই ভারতীয় সঙ্গীত-কাননের একটী অনবদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম। কীর্তনগান তার নবজন্ম লাভ করেছিল বাঙ্‌লারই নিজস্ব সম্পদ মঙ্গল, চর্যা, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি গানের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা থেকে। একসময়ে মঙ্গল, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি গান সহজ সরল পল্লীগীতি-রূপে পরিচিত থাকলেও মনে হয় খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দী থেকে ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর সমাজে অভিজাত শ্রেণী হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল শুদ্ধিযজ্ঞের আওতায় পড়ে—যাতে ক'রে তারা পদমর্যাদা লাভ করেছিল মঙ্গল বা মাঙ্গলিকা, পাঞ্চালিকা, জন্তলিকা প্রভৃতি নামে ক্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধগীতের পর্যায়ভুক্ত হ'য়ে। চর্যা, চর্চরী, পদ্ধড়ী, রাহড়ী প্রভৃতি গানের মর্মকথাও তাই। চর্যাপদগুলি লুইপাদ, সরহা প্রভৃতি বজ্রযানপন্থী তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্যদের রচিত। সেগুলিকে তাই ব্রজগীতিও বলা হয়। চর্যাপদের ভাষাও অবহট্‌ঠ। চর্যার রীতিকে অনুসরণ ক'রেই মনে হয় ১২শ শতাব্দীতে কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেছিলেন।

গীতগোবিন্দের ভাষা তাই সংস্কৃত-ঘেষা বলে মনে হলেও আসলে তা অবহট্‌ঠ ঠাটেরই অন্তর্গত। চর্যা, মঙ্গল, চর্চরী প্রভৃতি প্রবন্ধগানগুলির পরিচয় দিয়েছেন শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে ও তাঁর

সময়ে প্রচলিত কীর্তনও ছিল প্রবন্ধগানের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রায় ১১শ-১২শ শতাব্দীতে কীর্তন যে তাঁর আদিম রূপকে পরিত্যাগ বা সুসংস্কৃত ক'রে অভিজাত প্রবন্ধগীতি-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৩শ শতাব্দীর সঙ্গীতগ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরের ৪র্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে অনির্যুক্ত ও নির্যুক্ত প্রবন্ধ ছাড়া সূড়, আলিসংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ এই তিন রকম প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। সূড়-প্রবন্ধ আবার আট রকম। করণ-প্রবন্ধ এই আটটি সূড়-প্রবন্ধের অন্তর্গত—"এলাকরণঢেঙ্কীভিঃ * * রষ্টভিঃ সূড় উচ্যতে"। করণ-প্রবন্ধও আট রকম—"অষ্টধা করণং"। যেমন স্বরকরণ, পাটকরণ, বন্ধকরণ, পদকরণ, তেনকরণ, বিরুদকরণ, চিত্রকরণ ও মিশ্রকরণ। এই প্রত্যেকটি করণের আবার এক একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। যেমন স্বরকরণে উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুব অংশ (ধাতু)-দুটি পরস্পর স্বরের দ্বারা যুক্ত থাকবে। আভোগ-অংশও থাকবে, আর তাতে পদকর্তার নাম সন্নিবেশিত থাকবে। একটি অভিলষিত বা ইচ্ছানুযায়ী স্বরে প্রবন্ধের গ্রহ অর্থাৎ আরম্ভ হবে। অংশ (বাদী) বা প্রধান স্বর তো থাকবেই। সেই অংশ তথা বাদী-স্বরেই আবার ন্যাস অর্থাৎ প্রবন্ধের শেষ হবে। রাস নামে তালের ও দ্রুত লয়ের সমাবেশ থাকবে। স্বরকরণ প্রবন্ধেরও এই প্রকৃতি। অন্যান্য করণগুলির ধাতু-সমাবেশ ও তাদের গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রায় স্বরকরণের মতো, তবে প্রত্যেকটির কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রবন্ধগুলির কখনো কখনো আবৃত্তি হ'ত। হাতের তালি (তাল), মুরজবাদ্যের সহযোগ ও উত্থোলিত হস্তে প্রবন্ধগানের সঙ্গে নৃত্যেরও প্রচলন ছিল।

আটটি করণ-প্রবন্ধ আবার তিনটী গানের শ্রেণীতে বিভক্ত : মঙ্গলারম্ভ, আনন্দবর্ধন ও কীর্তিপূর্বিকা-লহরী বা কীর্তি-লহরী। কীর্তিলহরী অভিষ্ট দেবতা বা বরেণ্য মহামানব বা মানবের উদ্দেশ্যে কীর্তি, কীর্তিগাথা বা যশোগান। শার্ঙ্গদেব কীর্তিলহরী-প্রবন্ধগানের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

উদ্‌গ্রাহস্য দ্বিতীয়ার্ধং ধ্রুবার্ধস্থানগং যদি।
ইতরৎপূর্ববৎ কীর্তিলহরী কীর্তিতা তদা॥

কীর্তিলহরী > কীর্তিগান > কীর্তন-সম্পর্কিত গানের বেলায় ধ্রুব-ধাতুর অর্ধেক গান ক'রে অপরাধের্কের বদলে উদ্‌গ্রাহ-ধাতুর দ্বিতীয়ার্ধ গান করার বিধি ও আর সব গানের রীতি আনন্দবর্ধন-প্রবন্ধগানের মতো ছিল। মোট-কথা কীর্তিলহরী বা কীর্তিগানে কোন কোন পদের কোন অংশ বারবার গাওয়ার রীতি (আবৃত্তি) ছিল।

প্রবন্ধগানকে সাধারণত নিবদ্ধগান বলে। নিবদ্ধগানে উদ্‌গ্রাহাদি ধাতু

থাকে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রকার শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস তাঁর 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে নিবদ্ধগান, ধাতু, প্রবন্ধাদির পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

'বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
শুদ্ধং ছায়ালগং ক্ষুদ্রমিতি তচ্চ ত্রিধা মতম্॥

তিনি পদ্যছন্দে এর ব্যাখ্যা করেছেন—

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয়।
শুদ্ধা ছায়ালগ ক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ' ত্রয়॥

* * *

কেহো কহে নিবদ্ধগীতের সংজ্ঞাত্রয়।
প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক এ' প্রসিদ্ধ হয়॥
ধাতুচতুষ্টয় আর ষড়ঙ্গ ইহায়।
হইলে প্রকৃষ্ট-বদ্ধ 'প্রবন্ধ' কহয়॥

'প্রবন্ধ' বিশেষভাবে ধাতু দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ ধাতুযুক্ত গান। 'বস্তু'-গানে তিনটী ধাতু ও পাঁচটি অঙ্গ ও 'রূপক'-গানে দুটি ধাতু ও দুটি অঙ্গ থাকে।

'ধাতু' বলতে অংশ বা অবয়বকে বোঝায়। অবয়ব সাধারণত অংশ, ভাগ, কলি ও এমন কি পাদ নামে অভিহিত। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন,

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্ধা প্রকীর্তিতঃ।
উদগ্রাহক-মেলাপক-ধ্রুবাভোগ ইতি ক্রমাৎ॥
উদ্গ্রাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগস্ত্বন্তিমো মতঃ॥

প্রথম ধাতুর নাম উদ্গ্রাহ, দ্বিতীয় মেলাপক, তৃতীয় ধ্রুব ও চতুর্থ বা শেষভাগ আভোগ। তৃতীয় ধাতু স্থির বা অবিচলিত থাকে বলে 'ধ্রুব'। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর মতবাদকে সমর্থন করার জন্য তখনকার সময়ে বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত 'সঙ্গীত-শিরোমণি', 'সঙ্গীতসার', 'সঙ্গীত-পারিজাত', 'সঙ্গীত-রত্নমালা', 'বাচস্পতি', 'সঙ্গীত-দামোদর' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। বিভিন্ন ক্ল্যাসিক্যাল গানে ও কীর্তনে তখনকার সময়ে ঐ সকল গ্রন্থের নির্দেশকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত। নিবদ্ধ বা প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত কোন গান বা কীর্তনকে কেউ খুসীমতো গাইতে পারত না, তাই পূর্বাচার্যদের রীতি, শাস্ত্রীয় ধারা ও নির্দেশ অনুযায়ী গাইতে হ'ত। প্রবন্ধ তথা নিবদ্ধগানের চারটি ধাতু ছাড়া 'অন্তরা' নামেও একটি ধাতুর কখনো কখনো ব্যবহার দেখা যায়। সেই ধাতুর পরিচয় দিতে গিয়ে

'সঙ্গীত-শিরোমণি' ও 'সঙ্গীতসার'-গ্রন্থকার উভয়ে বলেছেন—"ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ", অর্থাৎ ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অন্তরা-ধাতুর ব্যবহার।

কীর্তন প্রবন্ধ তথা নিবদ্ধগানের অন্তর্গত। এতে উদ্‌গ্রাহাদি ধাতুর ব্যবহার হয় তা করণ-প্রবন্ধ কীর্তিলহরী বা কীর্তিগানের বেলায় উল্লেখ করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীর বৌদ্ধ-চর্যাপদ ও মঙ্গলাদি গানের প্রবন্ধাভিজাত্যের নিদর্শনও আমরা সঙ্গীত-রত্নাকরে পাই। চর্যাপদের অভিজাত রূপ ও গায়নপদ্ধতি যে ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর সমাজে ছিল তার প্রমাণ পাই আমরা বেঙ্কটমুখীর চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায়। 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা' প্রধানভাবে কর্ণাটকী-ধারার গ্রন্থ, কিন্তু তাহলেও সে গ্রন্থ অধ্যাত্মগোচরা চর্যাকে নিবদ্ধ-সঙ্গীতের পর্যায়ে স্থান দিয়েছে। সঙ্গীত-রত্নাকরে উল্লেখ আছে,

"বদনং চচ্চরী চর্যা পদ্ধড়ী রাহড়ী তথা।
বীরশ্রীর্মঙ্গলাচারো ধবলো মঙ্গলস্তথা ॥

চচ্চরী বা চাঁচর, চর্যাপদ, মঙ্গল প্রভৃতি 'নির্যুক্ত'-গানের অন্তর্গত। কীর্তি-গান বা কীর্তনও তাই। নির্যুক্ত ও অনির্যুক্ত দু'রকমের গানের পদ্ধতি বাঙ্‌লা-দেশে প্রচলিত ছিল। নির্যুক্ত-গানে ছন্দ, তাল, রাগ প্রভৃতির সন্নিবেশ থাকতো। অনির্যুক্ত-গান ছিল অনিয়ত, তা ছন্দ ও তালাদির কোন নিয়মের বশীভূত ছিল না। চর্যাগানে দ্বিতীয় ও তার মতো অন্যান্য তাল ও পদের শেষে অনুপ্রাস থাকত। গানগুলির আদর্শ ছিল ধর্মমূলক—অধ্যাত্ম-সাধনার সহায়ক। পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে চর্যা-প্রবন্ধ দু'রকম ছিল। সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা-ভেদেও আবার ছিল দু'রকম। সমধ্রুবা-চর্যাগানে পদের আবৃত্তি থাকত, অর্থাৎ একটি বা দুটি পদ হয়তো বারবার গাওয়া হ'ত, আর বিষমধ্রুবা চর্যাগানে ধ্রুবধাতুরই কেবল আবৃতি থাকত। চর্যায় সাধারণত তিনটি ধাতু বা অবয়ব থাকত—মেলাপক-বর্জিত উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ।

তেমনি অভিজাত প্রবন্ধগান হিসাবে মঙ্গলগান গাওয়া হ'ত মঙ্গল-পদে, বিলম্বিত লয়ে বা মঙ্গল-ছন্দে, আর তাতে কৈশিকী অথবা বোট্ট (ভোট) রাগের সমাবেশ থাকত। 'মঙ্গল' এই শব্দ থেকেই বোঝা যায় তা ছিল সম্পূর্ণ কল্যাণবাচক—"কৈশিকীরাগে বোট্টরাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পদৈ-বিলম্বিত-লয়েন মঙ্গলো গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলনাম্না ছন্দসা"। কীর্তনের প্রসঙ্গে চর্যা বা মঙ্গলাদি প্রবন্ধগানের উল্লেখ করার অর্থ এই যে, খৃষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-চর্যাগান ও খৃষ্টীয় ৯ম থেকে ১৫শ-১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ ক'রে বাঙ্‌লাদেশে বিভিন্ন রকমের মঙ্গলগানের প্রচলন ছিল, কিন্তু তাদের রূপ ও গায়কী-রীতির নির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া হয়তো আজ দুরূহ।

কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরে তাদের যতটুকু আলোচনা পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় চর্যা, চচ্চরী; মঙ্গল, কীর্তি প্রভৃতি গানের মোটামুটি রূপ ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বেশ একটি পারস্পরিক মিল ছিল। ১০ম শতাব্দী থেকে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বিভিন্ন বাঙ্‌লা গানে ভৈবব, ভৈরবী; বিভাস, আশাবরী, বসন্ত, ধানেশ্রী, মালশ্রী, গুর্জরী, বরাড়ী, দেশবরাড়ী, গোণ্ডকিরী, মালব, কর্ণাট, গৌড়, কামোদ, শ্রী, তোড়ী, মায়ুরী, কেদার, সুহই, ভাটিয়ারি, সিন্ধুড়া, বিহগড়া, মল্লার, পঠমঞ্জরী, গান্ধার, ললিত প্রভৃতি রাগ ব্যবহৃত হ'ত। এ'সব রাগের নাম ও রূপ এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু তাদের রূপে যথেষ্ট পরির্তন এসেছে। আর পরিবর্তন হওয়াও স্বাভাবিক। সে সময়ে শুদ্ধমেল ও তদনুযায়ী অন্যান্য মেল বা সংস্থানও কিছুটা অন্যরকম ছিল। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ মারফৎ আমরা জানতে পারি প্রথমে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে কাফী ছিল শুদ্ধঠাট ও দক্ষিণ-ভারতে ছিল মুখারী। সুতরাং কাফীকে শুদ্ধঠাট হিসাবে গ্রহণ ক'রে তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত উত্তর-ভারতীয় রাগ-রাগিণীগুলির ঠাট বা স্বর-রূপ অনুমান করা বিশেষ-কিছু কঠিন কাজ হবে না বলে মনে করি। এর একটি নিদর্শন কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দে যে সকল রাগের ব্যবহার ছিল তাদের মোটামুটি উল্লিখিত রাগগুলি থেকে স্বর-রূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন : "নানা কারণে সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগ-বর্ণনা আমাদের কাছে দুর্বোধ্যই হ'য়ে আছে। কাজেই রাগ-তরংগিণীর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই গ্রন্থের রচয়িতা বাঙালী ছিলেন, এই কারণে এর বর্ণিত রাগ-রূপ জয়দেবের গানের রাগের পক্ষে নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে। তবে তরংগিণীর রাগ-বর্ণনা অনেক বিষয়ে একটু বেশী পরিমাণে সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষেপ-জনিত দুর্বোধ্যতাকে কতকটা দূর করেছেন লোচনের অনুসরণকারী শাস্ত্রকার হৃদয়নারায়ণ। আমরা লোচন-কবির রাগতরংগিণী আর পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণের হৃদয়প্রকাশ ও হৃদয়-কৌতুকের সাহায্যে গীতগোবিন্দের রাগগুলি যথাসম্ভব বুঝতে চেষ্টা করব"। বাঙ্‌লাদেশে ও উড়িষ্যায় বিশেষভাবে প্রচলিত হরি-নারায়ণের 'সঙ্গীতসার', শুভঙ্করের 'সঙ্গীত-দামোদর' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত রাগ-রাগিণীদের স্বর-রূপ রাগতরংগিণীর অনুযায়ী ছিল, বৈষ্ণব কবিগণও তাঁদের পদাবলীতে ঐ সকল স্বর-রূপযুক্ত রাগেরই ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। বিশেষ ক'রে জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, রায় রামানন্দ ও তাঁদের অনুবর্তী উত্তরসাধকেরা তো বটেই। রাগতরংগিণীর রাগ-রূপ-নির্বাচণের শৈলী সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন হৃদয়নারায়ণ। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডজীও সে কথা উল্লেখ করেছেন,

"Hridaya Narayan Deva, the author of *Hridaya-Prakasa* and *Hridaya-Kautuka* quotes from the *Tarangini*. These two last named treatises were written about the year 1660 A. D."

কিন্তু এখানে একটি সন্দেহ হয়তো আসতে পারে যে রাগতরংগিণীকার পণ্ডিত লোচন-কবি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর গুণী ও হৃদয়নারায়ণ দেব ১৭শ শতাব্দীর, সুতরাং ১২শ শতাব্দীর গীতগোবিন্দে উল্লিখিত রাগগুলির স্বর-রূপ ১৭শ শতাব্দীর গুণীরা ঠিক ঠিক ভাবে পরিচয় দিতে পারেন কিনা ভেবে দেখার বিষয়। তবে একথা ঠিক যে, রাগতরংগিণীর শুদ্ধঠাট ছিল কাফী এবং তার ইঙ্গিত দেখি আমরা লোচন-কবির শুদ্ধ-গান্ধার ও শুদ্ধ-নিষাদের ব্যবহারে। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে তাদের বর্তমান রূপ কোমল-গান্ধার ও কোমল-নিষাদ। অন্য দিক দিয়ে বলা যায় বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতিতে বিলাবল-ঠাটে ব্যবহৃত তীব্র-গান্ধার ও তীব্র-নিষাদ তরংগিণীকারের মতে বিকৃত-স্বর। তাছাড়া বিলাবল-ঠাটের ঋষভ ও ধৈবত স্বরদুটিও যথাক্রমে তরংগিণীর কাফীঠাটের কোমল-ঋষভ ও কোমল-ধৈবত।

তরংগিণীকার ভৈরবী, তোড়ী, গৌরী, কর্ণাট, কেদার, ইমন (?), সারংগ, মেঘ, ধনশ্রী, পূর্বা (পূর্বী ?), মুখারী ও দীপক এই বারোটি জনক-রাগের মারফতে অসংখ্য জন্যরাগ ও তাদের স্বর-রূপ নির্ণয় করেছেন। লোচন-কবি দক্ষিণী বা কর্ণাটকী পদ্ধতিরও পক্ষপাতী ছিলেন। পণ্ডিত লোচন (১) ভৈরবী-ঠাটের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরারম্যা * *" (২) তোড়ী—"শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরা কার্যা রিধৌ তেষু চ কোমলৌ", (৩) গৌরী—"এবং সতি চ গান্ধারো দ্বেশ্রুতী মধ্যমস্য চেৎ, গৃহ্লাতি কাকলী নিঃস্যাত্তদা গৌরী প্রবর্ততে" প্রভৃতি। বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতির রাগ-রূপের সঙ্গে তরংগিণীকারের রাগ-রূপের যথেষ্ট অমিল আছে স্বর-সংস্থিতির দিক থেকে তো বটেই। হৃদয়নারায়ণ-দেব লোচনের বারোটি সংস্থান (ঠাট) গ্রহণ করেছেন জন্য-রাগগুলির স্বর-রূপ নির্ণয় করতে।

সেদিক দিয়ে দেখা যায় কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে গুর্জরীরাগের রূপ লোচন-কবির অনুযায়ী হয় গৌরী-সংস্থানের রাগ। বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতিতে তার রূপ হয় ভৈরব-ঠাটের মতো (স ঋ গ ম প দ ন)। হৃদয়-কৌতুকে গুর্জরীর রূপ—স গ প দ র্স—র্স দ প গ ঋ স। বসন্তরাগও গৌরী-সংস্থানের তথা বর্তমান ভৈরবঠাটের রাগ। হৃদয়কৌতুকে বসন্তের রূপ—র্স র্ম র্স ন র্স, ন দ প ম গ ঋ স। রামকিরীর পূর্বরূপ স গ প দ র্স, ন দ প, গ ম গ ঋ স। কর্ণাটের—স গ ম ম গ র স, ন্

স র স র গ র স প্রভৃতি। লোচন-কবির পদ্ধতি অনুযায়ী ভৈরবী-সংস্থানের রাগ ভৈরবী বর্তমান পদ্ধতির কাফীঠাট। এভাবে গীতগোবিন্দের রাগগুলিতে মোটামুটি একটি স্বর-রূপের সন্ধান আমরা অনুমান করতে পারি, কিন্তু তাদের স্বর-বিকাশ ও গায়কীভঙ্গীর সঠিক রূপের পরিচয় দেওয়া কঠিন হলেও অনুমান করা যায়।

গীতগোবিন্দের রাগগুলির রূপ সম্ভবত ১০ম-১১শ শতাব্দীর বৌদ্ধ-চর্যাপদের রাগ-রূপকে অনুসরণ করেছিল ও তা করাও স্বাভাবিক। মোটকথা ১০ম থেকে ১৩শ-১৪শ কেন ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে রাগ-রূপগুলির মধ্যে সামান্য সামান্য পরিবর্তন দেখা দিলেও মোটামুটি-ভাবে তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রীতির প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। তখনকার রাগগুলির বিকাশধারা ও গায়কী-পদ্ধতির কিছু যে সন্ধান পাওয়া যায় না তা নয়, কেননা ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকর থেকে চর্যা, চচ্চরী, মঙ্গল, ধবল, কীর্তিলহরী প্রভৃতি প্রবন্ধগানের গায়কী-রীতির কিছুটা পরিচয় আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি।

কীর্তনও ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগান। বৈষ্ণব-কবি শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই ষড়ঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন সংস্কৃত শ্লোকে ও বাঙ্‌লা পদ্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ' নিধার।
ষড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত সর্বত্র প্রচার ॥
স্বর বিরুদ পদ তেনক পাট তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥
স্বর—সরিগমপধাদিক নিরূপয়।
গুণ-নামযুক্ত মতে বিরুদ কহয় ॥
পদ-শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে।
তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে ॥
পাট বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি।
তাল চচ্চৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি ॥
এ'ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরূপয়।
বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয়।

শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরেও (৪র্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে) উল্লেখ করেছেন—"প্রবন্ধোঽঙ্গানি ষট্‌, তস্য স্বরস্য বিরুদং পদম্‌, তেনকঃ পাটতালৌ"। পরবর্তী গ্রন্থকারেরা শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছেন, কাজেই নরহরি চক্রবর্তীর "এ' ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরূপয়" স্বীকৃতি সত্য এবং তিনি যে অভিজাত গানে

ও বিশেষ ক'রে কীর্তনের স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রমাণবাক্য রচনা করেছেন তা পূর্বাচার্যদের সমর্থিত।

প্রবন্ধগুলি গান করার সময় তাদের পাঁচ রকম জাতি সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। কীর্তনগানেও তার ব্যতিক্রম নেই। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে এদের পরিচয় দিয়েছেন (৪।১৯),

মেদিন্যথানন্দিনী স্যাদ্দীপনী ভাবনী তথা।
তারাবলীতি পঞ্চ স্যুঃ প্রবন্ধানাং তু জাতয়ঃ ॥

বৈষ্ণব-কবি নরহরি-চক্রবর্তী তার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

প্রবন্ধে জাতি পঞ্চ—মেদিনী নন্দিনী।
দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি ॥
ষড়ঙ্গ মেদিনী নাম পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী।
চারি অঙ্গ দীপনী এ' ত্রয়াঙ্গ পাবনী ॥
অঙ্গদ্বয় তারাবলী গীতবিজ্ঞ কহে।
ইথে জান একাঙ্গ প্রবন্ধ সিদ্ধ নহে ॥

সঙ্গীত-রত্নাকরে 'পাবনী'কে 'ভাবনী' বলা হয়েছে।

স্বর, পদ, বিরুদাদি ছ'টী অঙ্গের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই ছয় অঙ্গযুক্ত হ'লেই সে গানকে বলা হ'ত মেদিনী-জাতীয় প্রবন্ধগান। স্বর,পদ, তেন, পাট ও তাল এই পাঁচ অঙ্গযুক্ত হ'লে নন্দিনী। স্বর, পদ, তেন, ও তালযুক্ত হ'লে দীপনী-জাতীয় গান প্রভৃতি। কীর্তন সম্ভবত চর্যাদি গানেব মতো তারাবলী-জাতীয় ও সমধ্রুবা প্রবন্ধগান, কেননা কীর্তনেও সকল পদের প্রায় আবৃত্তি থাকে এবং পদ ও তালযুক্ত এই গান। কীর্তনের সমধ্রুবত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর উপাদানপূর্ণ 'পদাবলী-পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত অবধূতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদাবলী ও পাঁচালীর পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছিলেন —পদাবলী সমধ্রুবা আর পাঁচালী বিষমধ্রুবা। বাঙ্গলার মঙ্গলগানগুলি পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল সব গান একই ধরণে গাওয়া হয়। একটি উদাহরণ দিতেছি। রামায়ণ গান হইতেছে, মূল-গায়ক বর্ণন করিতেছেন—পবননন্দন অশোকবনে আসিয়া মা জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। * * মূলগায়ক প্রথমে বেশ সুরে তালে ধুয়া ধরিলেন—'ওমা এই নাও রামের অঙ্গুরী'। দোহাররা সকলে মিলিয়া ধুয়াটি সুরে তালে আবৃত্তি করিলেন। তারপর মূল-গায়ক গান ধরিলেন—'শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম'। দোহাররা সুর ধরিলেন—'আ আহা রি'। মূল-গায়ক পুনরায় পরের ছত্র আবৃত্তি করিলেন—'শমনভবন না হয় গমন, যে লয়

রামের নাম'। দোহাররা তখন ধুয়াটাই সমস্বরে গান করিলেন—'এই নাও রামের অঙ্গুরী'। এই জন্যই পাঁচালী বা মঙ্গলগান বিষমধ্রুবা। পদাবলীতে এরূপভাবে ধ্রুবপদ (ধ্রুব-অংশ) গীত হয় না। মূল-গায়ক ও দোহার সকলে মিলিয়া ধ্রুব (অংশ) গান করেন। মঙ্গলগানের মতো তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। এই জন্য পদাবলীর নাম সমধ্রুবা।" এটি একটি গায়কীরীতি, এ'ধরনের রীতি বা পদ্ধতিকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন রকমের গান রাগে ও তালে গাওয়া হ'ত।

সঙ্গীত হিসাবে 'কীর্তন' নামটার সার্থকতা হ'ল যশোগান বা কীর্তিগাথা থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ কীর্তন-প্রসঙ্গে বলেছেন : "কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে করো না। কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন ক'রে হোক"। অভিজাত তথা ক্ল্যাসিক্যাল কীর্তনের অন্যতম উৎস 'কীর্তিলহরী'-প্রবন্ধগান। তার আভিধানিক অর্থ খ্যাতি, মহিমা বা যশোগান। বাচস্পত্য-অভিধানে 'কীর্তি'-শব্দটি 'খ্যাতি' বা 'যশঃ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—"কীর্তি—কীর্ত+ক্তিন্। খ্যাতিভেদে অমরঃ। খ্যাতিভেদশ্চ ধার্মিকত্যাদি প্রশস্ত-ধর্মবত্ত্বেন নানাদেশীয় কথন জ্ঞানবিষয়তা। কীর্তিশ্চ জীবতোমৃতস্য বেত্যত্র বিশেষো নাস্তি। * * তত্র দানাদিপ্রভাবা খ্যাতিঃ কীর্তিঃ শৌর্যাদি-প্রভবা খ্যাতির্যশ ইতি কেচিদ্ যশকীর্ত্যোভেদমাহুঃ * *।" কীর্তি তথা খ্যাতি বা যশ অর্থে মনু উল্লেখ করেছেন—"প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্তিশ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ"। সুতরাং 'কীর্তন' বা 'কীর্তনগান' বলতে কেবলই কৃষ্ণলীলাগান বা বৈষ্ণব-পদাবলী-গান বোঝায় না, জ্ঞানে গুণে শৌর্যে ও যশে শ্রেষ্ঠ মানব বা মহামানবের মহিমাসূচক গানই 'কীর্তন'। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশে কীর্তিগান বা কীর্তন-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর মতানুবর্তী বৈষ্ণব-সাধক ও পদকর্তারা একমাত্র শ্রীভগবানের লীলা ও মহিমা-বর্ণনাসূচক গানকেই 'কীর্তন' আখ্যা দিয়েছেন। পাঞ্চরাত্র-সংহিতা ও প্রাচীন পুরাণ-সাহিত্যগুলিতে বাসুদেব বা বিষ্ণুর মহিমাসূচক গান বা কীর্তনগানের নজির পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্র ও পুরাণের অনুবর্তী শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,

(১) রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পুনয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ।

এখানে 'গীতকীর্তিঃ গীতা কীর্তিঃ যশঃ যস্য স কৃষ্ণঃ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যশ-কীর্তি-গানই 'গীত-কীর্তি' তথা কীর্তন। পুনারায় দেখা যায়,

(২) * * শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাং (১০।২৩।২৬)।

(৩) 'গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা' (১০।৩০।৪)।

উচ্চকণ্ঠে গুণগাথা গান করার নামই কীর্তন একথা পরবর্তী বৈষ্ণব-তন্ত্র ও শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল-ভট্ট তাঁর বৈষ্ণব-স্মৃতি 'হরিভক্তি-বিলাস' গ্রন্থে যেখানে (১১।২৩৯) 'কলৌ-সংকীর্ত্য কেশবম্' বা 'কলৌ তদ্ধরি-কীর্তনাৎ' শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন সেখানে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী টীকামুখে ব্যাখ্যা করেছেন—"সঙ্কীর্ত্য সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্য্যেতি সম্যঃ স্বরূপানন্দবিশেষার্থ-মুক্তম্"। এছাড়া নামোচ্চারণ ক'রে গান তথা স্তুতিগান করাকে সনাতন-গোস্বামী 'কীর্তন' আখ্যাই দিয়েছেন—"সঙ্কীর্তনং নামোচ্চারণং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী"। শ্রীপাদ গোপাল-ভট্ট হরিভক্তিবিলাসে নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা সঙ্গীতকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবশ্য করণীয় হিসাবে বিধান দিয়েছেন দেখা যায়।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নাম-সংকীর্তন, তাঁর পূর্বে সর্বসাধারণের সমাজে প্রচলিত 'নামগান' বা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন-লীলাগান ও শ্রীচৈতন্যোত্তর কালে ঠাকুর নরোত্তম-প্রবর্তিত রস-কীর্তন বা বৃন্দাবন-লীলাকীর্তন এ'সমস্তই শ্রীভগবানের যশোকীর্তি-গান। সুরে তালে বিভিন্ন ছন্দে বৃত্তে ও রসে সেগুলি সমবেতভাবে মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হ'ত।

শোনা যায় হাফ-আখড়াই, কবি ও তরজাগানের মূল-উৎসস্বরূপ আখড়াই-সঙ্গীতের সৃষ্টি নাকি শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে। যবন হরিদাস ছিলেন তার প্রবর্তক। হরিদাস-ঠাকুর নিজেও ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ, তালে মানে লয়ে রাগে মধুর কণ্ঠে তিনি কীর্তনগান করতে পারতেন। কীর্তনে তার সঙ্গে দোহারকী করতেন স্বরূপদাস, সনাতনদাস। মূলগায়ক হিসাবে নিত্যানন্দ কণ্ঠী ও তাঁর ধারক হিসাবে গায়ক স্বরূপদাস ও সনাতনদাসের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিত-চক্রবর্তী ভট্ট বিষ্ণুরাম-বাগচী ছিলেন সকলের শিক্ষক। ফুলিয়ায় বেত্রবতী-নদীর ধারে নাকি প্রথম আখড়ার পত্তন করা হয়েছিল। আচার্য অদ্বৈত-গোস্বামীও ছিলেন আখড়া-গানের একজন সভ্য ও গায়ক। শান্তিপুর ও ফুলিয়ার পাড়ায় পাড়ায় আখড়াই গানের মহড়া বসতো। আখড়াই গানেরও বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণলীলা; সখীসংবাদ, মান, মানভঞ্জন, যুগলমিলন এ' সব পালা গান করা হ'ত। আখড়াই-সঙ্গীতের পরেই হয়তো নগরকীর্তনের হ'ত সমারোহ। কালস্রোতে সেই আখড়াই থেকে নাকি সৃষ্টি হয়েছিল 'কবির লড়াই'-গান। আবার সাধারণ মুসলমান-সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করেছিল 'তর্জার লড়াই'-গান।

বাউল-গানেরও প্রচলন ছিল শ্রীচৈতন্য-পূর্ব যুগে তা আগেই উল্লেখ করেছি। বৌদ্ধ-দোঁহাগানের সন্ধ্যাভাষাই তার মর্মকথা অনেকটা প্রকাশ করে।

পাতঞ্জলদর্শন ও হটযোগপ্রদীপিকা প্রভৃতির যোগপদ্ধতি যেমন তন্ত্রে, বেদান্তে ও পরে নাথযোগীদের সাধনধারায় প্রবেশ করেছিল, তেমনি সহজ-সাধক বা উল্টা-সাধনমার্গী বাউলদের সাধনায়ও সে যোগের প্রভাব যে পড়েছিল তা তাদের গানে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি-নাড়ী তথা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার উল্লেখ থেকে বোঝা হয়। ত্রিকদর্শনের শিব, পশু ও পতির কথাও তাই। বাউলরা দেহের সীমায় অসীম সহজের তথা নিরঞ্জন-ভগবানের মহিমাকে বুঝতে চেষ্টা করে। বজ্রযানী বৌদ্ধ-সাধকদের সাধন-কথাও তো তাই। দেহতত্ত্বের গানই বাউল তথা প্রেম-পাগল সহজ-সাধকদের সাধনার অবলম্বন। বড়ু চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা হয়তো আজ বিচারের বিষয় হোলেও পরকীয়া ও দেহতত্ত্ব-সাধনের সাধক ছিলেন যে চণ্ডীদাস ঠাকুর একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাউলরা যেমন জাতি ও শ্রেণীর বিচার করে না, প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের কাছেও তেমনি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের—উচ্চ ও নীচের কোন ভেদ ভাব ছিল না। মনে হয় সহজ-সাধনা বা বাউল-ধর্মের কাছেও শ্রীচৈতন্য ঋণী ছিলেন।

১৬শ শতাব্দীতে কীর্তনের রূপ নরোত্তম দাসের (তিরোধান ১৫৮৩ খৃঃ) প্রেরণায় ও নিয়ন্ত্রণে পেলো আবার নূতন রূপ। ক্ল্যাসিক্যাল ধ্রুপদগানের পদ্ধতিতে প্রচারিত হ'ল কীর্তন। খেতরীর মহোৎসব ও বৈষ্ণব-সম্মিলন হলো তার প্রচারকেন্দ্র। রস-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন করলেন নরোত্তম ঠাকুর। গড়েরহাটি বা গরাণহাটি নামে অভিহিত হলো সেই বিশুদ্ধ পদ্ধতি। বাদক গৌরাঙ্গদাস ও দেবীদাস, দোহার শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ এঁরা চারজন ছিলেন ঠাকুর নরোত্তমের সহায়ক। নরোত্তমদাস সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন—কারু মতে বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাসের কাছে, আবার কারু মতে তাঁর কোন শিষ্যের কাছে। কিন্তু একথা সত্য যে স্বামী হরিদাস বা হরিদাস গোস্বামী (১৬শ-১৭শ শতাব্দী) ছিলেন নরোত্তমদাসের প্রায় সমসাময়িক, সুতরাং স্বামী হরিদাসের কাছে তাঁর ধ্রুপদ-গান শিক্ষা করা মোটেই অসম্ভব নয়, বরং সম্ভবই। শোনা যায় বৃদ্ধ গৌরাঙ্গদাস ও দেবীদাস মৃদঙ্গ শিক্ষা করেছিলেন এবং শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন স্বরূপ-দামোদরের কাছে। গরাণহাটি-কীর্তন ছিল খাঁটী ধ্রুপদের ছাঁচে বিলম্বিত লয়ের গান। পরে মনোহরসাহি পরগণার খেয়ালের ছাঁচে সৃষ্টি হ'ল মনোহর-সাহি-পদ্ধতির কীর্তন। বর্ধমান জেলায় রাণীহাটি পরগণায় সৃষ্টি হ'ল টপ্পার ছাঁচে রেণেটি-পদ্ধতির কীর্তন ও সরকার মন্দারণ থেকে ঠুংরী ছাঁচে সৃষ্টি হ'ল মন্দারিণী-পদ্ধতির গান। শ্রদ্ধেয় রাধাবিনোদ গোস্বামী ও সুপণ্ডিত হরিদাস দাস মহাশয়ের মতে গরাণহাটি, মনোহরসাহি ও রেণেটি পদ্ধতি তিনটির প্রবর্তক ছিলেন যথাক্রমে নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ। কিন্তু এই মতবাদ

নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে, কেননা স্থানের নাম অনুসারেই নাকি পদ্ধতি তিনটির নামকরণ করা হয়েছিল। গরাণহাটি ছাড়া অন্যগুলির নামকরণ করেছিলেন বিপ্রদাস ঘোষ, গোকুলানন্দ ও বংশীবদন। রাঢ়ের প্রাচীন ধারার সংস্কার-সাধন ক'রে কবীন্দ্র গোকুল নাকি ঝাড়খণ্ড-অঞ্চলের নামানুসারে কীর্তনের অন্যতম পদ্ধতির নাম দেন ঝাড়খণ্ডি। ঝাড়খণ্ডি-পদ্ধতির প্রচলন এখন লোপ পেয়েছে। তা'ছাড়া গরাণহাটি, মনোহরসাহি, রেণেটি ও মন্দারিণী-ধারাগুলির কোন বিশিষ্ট রূপের সন্ধান আজকাল পাওয়া যায় না। কয়েকটি পালাগান ও তালের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া বিভিন্ন কীর্তন-পদ্ধতির মধ্যে স্বকীয় রূপের পরিচয় পাওয়া দুরূহ। শোনা যায় গরাণহাটি-পদ্ধতির কীর্তনগানে ১০৮টি, মনোহরসাহিতে ৫৪টি, রেণেটিতে ২৬টি ও মন্দারিণী-রীতিতে ৯টি তালের ব্যবহার হয়। বৈষ্ণব-আলঙ্কারিকরা কীর্তনে বিভিন্ন ছন্দ, রস ও ভাবের প্রয়োগের কথা বলেছেন, কেননা রসকীর্তন বা লীলাকীর্তনে শুধু নয়, সকল রকম কীর্তনে ছন্দ, রস ও ভাবই হোল গানের আসল সম্পদ। পদকর্তা ও কীর্তনীয়াগণ তাই বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে চৌষট্টি রসের অবতারণা করেন কীর্তনগানে। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', কবি-কর্ণপুর তাঁর 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' ও পীতাম্বরদাস 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগকে আদিরস শৃঙ্গারের দুটি ধারা বা ভাগ বলেছেন। সম্ভোগ হোল নায়ক-নায়িকাদের মিলন-উল্লাস। বিপ্রলম্ভ পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চার ভাগে বিভক্ত। সম্ভোগেও আছে চারটি ভাগ—সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ, সংকীর্ণ-সম্ভোগ, সম্পন্ন-সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ। মোট আটটি রসের আবার আটটি ক'রে ভাগ আছে, সুতরাং সর্বশুদ্ধ চৌষট্টি রসের বিকাশ। চৌষট্টি রস হলো :

(ক) **অভিসারিকা**—(১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২) তামসাভিসারিকা, (৩) বর্ষাভিসারিকা, (৪) দিবাভিসারিকা, (৫) কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, (৬) তীর্থযাত্রাভিসারিকা, (৭) উন্মত্তাভিসারিকা, (৮) অসমঞ্জসাভিসারিকা।

(খ) **বাসকসজ্জা**—(১) মোহিনী. (২) জাগ্রতিকা, (৩) রোদিতা, (৪) মধ্যোক্তিকা, (৫) সুপ্তিকা, (৬) চকিতা, (৭) সুরসা, (৮) উদ্দেশা।

(গ) **উৎকণ্ঠিতা**—(১) দুর্মতি, (২) বিকলা, (৩) স্তব্ধ, (৪) অচেতনা, (৫) সুখোৎকণ্ঠিতা, (৬) মুগ্ধা, (৭) মুখরা, (৮) নির্বন্ধা।

(ঘ) **বিপ্রলব্ধা**—(১) বিকলা, (২) প্রেমমত্তা, (৩) ক্লেশা, (৪) বিনীতা, (৫) নির্দয়া, (৬) প্রখরা, (৭) দূত্যাদরা, (৮) ভীতা।

(ঙ) **খণ্ডিতা**—(১) নিন্দা, (২) ক্রোধা, (৩) ভয়ানকা, (৪) প্রগল্ভা, (৫) মধ্যা, (৬) মুগ্ধা, (৭) কম্পিতা, (৮) সন্তপ্তা।

(চ) **কলহান্তরিতা**—(১) আগ্রহা, (২) মুগ্ধা, (৩) ধীরা, (৪) অধীরা, (৫) কুপিতা, (৬) সমা, (৭) মৃদুলা, (৮) বিধুরা।

(ছ) **প্রোষিতভর্তৃকা**—(১) ভাবি, (২) ভবন্, (৩) ভূত, (৪) দশদশা, (৫) দূত-সংবাদ, (৬) বিলাপা, (৭) সখ্যুক্তিকা, (৮) ভাবোল্লাসা।

(জ) **স্বাধীনভর্তৃকা**—(১) কোপনা, (২) মানিনী, (৩) মুগ্ধা, (৪) মধ্যা, (৫) সমুক্তিকা, (৬) সোল্লাসা, (৭) অনুকূলা (৮) অভিষিক্তা।

মার্গ ও মার্গ-প্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশী-সঙ্গীতেও যে রস ও ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পীরা রাগ পরিবেশন করতেন একথার নজির পাই আমরা রামায়ণ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ), মহাভারত (খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) প্রভৃতি মহাকাব্যে ও খৃষ্টীয় অব্দের ভরতের নাট্যশাস্ত্র (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) থেকে আরম্ভ ক'রে সকল সঙ্গীতগ্রন্থে। মহাকাব্য রামায়ণে উল্লেখ দেখি—"জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং * * রসৈঃ শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ, বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং * *" (১।৪।৮-৯)। নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের বিশ্লেষণাত্মক ও বৈজ্ঞানিকী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ও সেই রস ও ভাব নাটকে, জাতিগানে ও নাট্যগীতি ধ্রুবা প্রভৃতিতে প্রয়োগ করা হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন,

> শৃঙ্গারহাস্যকরুণ-রৌদ্রবীর-ভয়ানকাঃ।
> বীভৎসাদ্ভূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬।১৫

নাট্যে রস-প্রয়োগ ছাড়া ধ্রুবা ও জাতিগান তথা জাতিরাগ-গানেও রস-সন্নিবেশের কথা ভরত উল্লেখ করেছেন,

> ধ্রুবা-বিধানে কর্তব্যা জাতিগানে প্রযত্নতঃ।
> রসং কার্যমবস্থাং চ জ্ঞাত্বা যোজ্যাঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥—নাট্যশাস্ত্র ২৯.৪

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে গ্রামরাগ ও দেশী-রাগগুলিতে রসের যে প্রয়োগ থাকত তার নিদর্শন দিয়েছেন,

> বীররৌদ্রাদ্ভূতরসঃ শিশিরে ভৌমবল্লভঃ।
> গেয়ো নির্বহণে যামে প্রথমেঽহ্নো মনীষিভিঃ॥

অর্থাৎ শুদ্ধ-কৈশিকরাগ বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত রসে শিশির ঋতুতে গান করা হ'ত। পরবর্তী ভৈরব, বসন্ত, শ্রী, মেঘ, মালবকৌশিক প্রভৃতি রাগগুলিতে রস ও ভাবের অভিব্যক্তি যে থাকবে সেকথা শাস্ত্রকাররা বিশেষভাবে বলেছেন। বৈষ্ণব-আলঙ্কারিকেরা আটটির একটি অধিক রস স্বীকার করলেও ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে কীর্তনে রস-প্রয়োগের কথা স্বীকার করেছেন।

মোটকথা পদাবলী-কীর্তনও ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী ধারা গ্রহণ ক'রে 'সঙ্গীত' নামের সার্থকতা রক্ষা করেছে।

কীর্তনগানে কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট এই পাঁচটি উপাঙ্গের ব্যবহার হয়। কীর্তনে 'কথা' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য (গান বা কথা) ও লক্ষণ (শাস্ত্র) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ'ছাড়া উক্তি-প্রত্যুক্তি, গানের যোগসূত্র, অর্থ-বিশদীকরণ প্রভৃতি অর্থেও কথা শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'দোঁহা' অর্থে ছন্দে বদ্ধ কয়েকটি পদ : পয়ার, ত্রিপদী বা চৌপদী বোঝায়—যা গায়কেরা আবৃত্তি করেন। 'আখর' কীর্তনে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের তান ও কীর্তনের আখর অনেকটা সম-পর্যায়ভুক্ত জিনিস। আখর গায়কের কবিত্ব-শক্তি ও প্রতিভার দান। একে গেয় পদের অভিপ্রেত ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। 'তুক' অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময় গাথা-বিশেষ—গায়কদের সম্প্রদায়ক্রমে সৃষ্ট জিনিস। 'ছুট' পদের অংশ-বিশেষ। সম্পূর্ণ পদ গান না ক'রে ছোট তালে পদের কিছুটা অংশ গান করাকে ছুট বলে। এছাড়া ঝুমুর বা ঝুমরী কীর্তনের আর একটি উপাঙ্গ। কীর্তনে পালা গান ক'রে মিলন গান করার নিয়ম আছে। কিন্তু পর পর গান গেয়ে পালা শেষ করতে না পারলে ঝুমুর গান ক'রে গৌরচন্দ্রিকা বা পালাগান শেষ করতে হয়।

পদাবলীতে বারোটি তত্ত্বের বিকাশ প্রয়োজনীয়। এই বারোটি তত্ত্ব হোল : (১) যুগলরূপ, (২) প্রকাশ ও বিলাস, (৩) রসাস্বাদন, (৪) পারস্পরিক ভজনা, (৫) শ্রীভগবান ও ভক্ত, (৬) ভক্তের সাধ্য বস্তু, (৭) ভক্তের সাধন, (৮) পূর্বরাগ ও অনুরাগ, (৯) অভিসার, (১০) বাসকসজ্জা, (১১) মিলন, (১২) পরতত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এছাড়া পদাবলীর নায়ক ও নায়িকার উপলব্ধি কীর্তন একটি বড় জিনিস। পদাবলীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নিজেই। তাঁর গুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, অভিরূপতা, মাধুর্য, মার্দব, নাম, চরিত্র ও অনুভাব কল্পনা করা হয় প্রেমভক্তি উদ্দীপনার জন্য। কীর্তনগানে পদের বিচিত্র রচনায় ও সুরে এগুলি পরিস্ফুট হয়। এছাড়া নায়কের ভূষণ, সম্বন্ধী, লগ্ন, সন্নিহিত, তটস্থ প্রভৃতিও কল্পনা করা হয়। নায়ক প্রধানতঃ ধীর-ললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত ও ধীরোদাত্ত ভেদে চার রকমের। এছাড়া নায়কের আরো অনেক রূপ-ভেদ কল্পনা করা হয় ও কীর্তনগানে পদের মধ্যে তাদের বর্ণনা থাকে।

স্বকীয়া ও পরকীয়া দু'রকম নায়িকা কীর্তনে কল্পনা করা হয়। এই দু'রকম নায়িকারও আবার অনেকগুলি ভেদ আছে। তাদের মধ্যে মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা, ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, ধীরা-প্রগল্ভা, অধীরা-প্রগল্ভা ও ধীরাধীরা-প্রগল্ভা উল্লেখযোগ্য। প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ ভেদে প্রেমেরও

তিন রকম রূপ পদাবলীতে কল্পনা করা হয়। এছাড়া বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধার কল্পনার তুলনা নাই। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে রাধা-প্রকরণে শ্রীরাধার যে অপার্থিব রূপ বর্ণনা করেছেন তা কবি-কল্পনারও অতীত। সখী ও দূতীর কল্পনাও পদাবলী-সাহিত্যের একটি নিজস্ব সম্পদ। মোটকথা পদাবলী-কীর্তনে রূপ, রস, ভাব, প্রেম ও সৌন্দর্য-কল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শন পৃথিবীর আর কোন কাব্যে, নাটকে ও সাহিত্যে আছে কিনা জানি না।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে বিচিত্র রাগ ও তালের সমাবেশ থাকায় সেগুলি যে গান বা কীর্তনের জন্য রচিত একথা বোঝাই স্বাভাবিক। বৈষ্ণব-আচার্যগণের কেহ কেহ—বিশেষ ক'রে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ, কবি-কর্ণপুর, নবহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেছেন কীর্তন-গানকে শাস্ত্রীয় ধারায় প্রবর্তন করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত', কবি-কর্ণপুরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' ও ঘনশ্যামদাসের 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পদাবলী-গ্রন্থ হলেও সেগুলির শেষের দিকে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক (থিওরি) অংশ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ও সেই আলোচনার ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবতের (দশম অধ্যায়) রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণের নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গমাত্র। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাসের 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থখানি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা নিয়ে লিখিত ও ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের ভাণ্ডারে একটি অমূল্য গ্রন্থ। তাঁরই সমসাময়িক পদকর্তা শ্রীরাধামোহন ঠাকুর তাঁর 'পদামৃতসমুদ্র' বা 'পদাবলীসংগ্রহ' গ্রন্থে সঙ্গীতের ঔপপত্তিকাংশ নিয়ে আলোচনা না করলেও রাগ-রাগিণীদের ধ্যানের পরিচয় দিয়েছেন, যেগুলির কিছু কিছু পণ্ডিত শুভঙ্কর-প্রণীত 'সঙ্গীত-দামোদর', 'সঙ্গীত-মুক্তাবলী', 'সঙ্গীত-শিরোমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের ধ্যান-বর্ণনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন পরমবৈষ্ণব ও তাঁর গ্রন্থ যে এক সময়ে বাঙ্‌লাদেশের সঙ্গীত-সেবীদের মহলে বিশেষ পরিচিত ও আদরণীয় ছিল তা ঘনশ্যামদাসের 'ভক্তিরত্নাকর', 'গীতচন্দ্রোদয়', 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, আজ থেকে একশো বছর আগেও 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থখানি যে প্রামাণ্য হিসাবে বাঙ্‌লার পণ্ডিতমহলে আদৃত ছিল তা 'বাচস্পত্যাভিধান', 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা অভিধানগুলি দেখলে বোঝা যায়, কেননা অভিধানগুলিতে যখনই সঙ্গীতের কোন শব্দ নিয়ে আলোচিত হয়েছে তখন বিশেষভাবে সঙ্গীত-দামোদরের প্রমাণ-বাক্যই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে জায়গায় জায়গায় পাঠভেদ

বা পাঠ-বিকৃতিও আছে। তাছাড়া বাঙ্‌লার বৈষ্ণবসমাজেও ঐ গ্রন্থখানি প্রামাণিক সঙ্গীতশাস্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। বৈষ্ণবপদকর্তা ও কীর্তনীয়াগণ যে সঙ্গীতশাস্ত্রের মর্যাদা দান করতেন তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। পদাবলী-কীর্তন শাস্ত্রীয় রীতিকে অনুসরণ ক'রেই বিশুদ্ধভাবে গাওয়া হ'ত ভারতীয় সঙ্গীতকলার পূর্ণ আভিজাত্য ও কৌলিন্যকে বজায় রাখার জন্য।

আমাদের অভিপ্সিত "বলরামদাসের পদাবলী" গ্রন্থ পদাবলী-সাহিত্যের দিক থেকে প্রাচীন ও প্রামাণিক। সাহিত্য ও কাব্য-সৌন্দর্যের জগতে এর তুলনা নাই। বলরামদাস শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক তো বটেই, তা'ছাড়া অদ্বৈত, শ্রীকৃষ্ণলীলা-রূপ নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, কালীয়-দমন, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, বসন্তোৎসব, রাস, নৌকাবিলাস, দানলীলা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, বিরহ, মিলন, প্রার্থনা প্রভৃতি সুললিত ছন্দে পদাবলীর অর্ঘ্য সাজিয়েছেন। তিনি তালের কোন উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু বিচিত্র তালে তাঁর পদগুলি গাওয়া হ'ত। রাগ হিসাবে তিনি পূর্ব-পূর্ব পদকর্তাদের মতো উল্লেখ করেছেন: তোড়ী, গান্ধার, কামোদ, বিভাস বা বিভাষ, মঙ্গল, মল্লার, কামোদ, শ্রীরাগ, সুহই (সুহৈ), শ্রীবাগ, ভাটিয়ারী (ভাটিয়ালী), রামকেলী, ধানশী (ধানশ্রী বা ধানেশ্রী), সিন্ধুড়া, বরাডী, করুণ বা করুণা (?), কল্যাণী (কল্যাণ), মায়ুর মায়ূরী বা মায়ূরা, আহিরী, গৌড়ী, ভূপালী, বিহগড়া, গৌরী, পাহিড়া (পাহাড়ী), কেদার, করুণ-বরাড়ী, তথারাগ বা যথারাগ. পঠমঞ্জরী, কৌ, রামকেলি, ললিত, ভৈরবী, শুভগা, বিভাষ-ললিত, ললিত-ভৈরবী, গুর্জরী, তিরোথা-ধানশী প্রভৃতি। লোচন-কবির 'রাগতরংগিণী', পণ্ডিত শুভঙ্করের 'সঙ্গীত-দামোদর', ঘনশ্যামদাসের 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থগুলিতে এ'সকল রাগের অধিকাংশেরই নাম ও রূপ দেওয়া আছে। এদের মধ্যে করুণ বা করুণা, তথারাগ বা যথারাগ, কৌ প্রভৃতির রাগের প্রচলন বাঙ্‌লাদেশেই বেশী ছিল। সুহই বা সুহা-রাগটির সঙ্গে আমরা হলায়ুধমিশ্র-রচিত 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে রাজনর্তকী বিদ্যুৎ-প্রভার মারফৎ পরিচিত। 'করুণা' শব্দটীর নিদর্শন আমরা পাই রাগতরংগিণীতে মালবরাগ পর্যায়ে—"যৎপদার্দ্ধে তু স ভবেৎ করুণা-মালবাভিধঃ"। করুণা এখানে রাগ নয়—ছন্দঃ (?)—"করুণা"-মলিব নামকমাত্র ছন্দঃ"। কৌ-রাগের নাম বর্ণরত্নাকরে পাই। 'তিরোথা-ধানশী' রাগের তিরোথা, তিরোতা, তিরোতিয়া ত্রিহুতিয়া—তিরহুত থেকে সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক—যেভাবে নেপালী, পাহাড়ী প্রভৃতি দেশী তথা আঞ্চলিক রাগের উল্লেখ দেখি রাগতরংগিণীতে। তাছাড়া সেনরাজাদের পর নেপালেও ব্রজবুলির যথেষ্ট বিকাশ-সাধন হয়েছিল। 'শুভগ' রাগটির উল্লেখ দেখি সঙ্গীত-দামোদর, সঙ্গীতসারসংগ্রহ প্রভৃতি

গ্রন্থে। মায়ূর বা মায়ূরী-রাগ কীর্তনে বিশেষভাবে প্রচলিত দেখা যায়। সঙ্গীত-দামোদরে ও এমনকি বৃহদ্ধর্মপুরাণে মায়ূরী-রাগের উল্লেখ আছে। এ'সকল রাগের স্বর-রূপ রাগতরংগিণীর মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে বর্তমান কীর্তনীয়ারা যে আধুনিক উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী-পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাচীন সমাজের রাগ-রূপের বিকাশ ও বিশ্লেষণ করেন তা ঠিক নয়। পদাবলীতে যে 'তথা' বা 'যথারাগ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে অনেকে জাতিরাগ বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের অনুমান কীর্তনগীতির বিশুদ্ধ স্বরবিন্যাস প্রাচীন জাতিগানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বিশ্বাস এ'অনুমান ঠিক নয়, কেননা জাতিগান শুধু গ্রামরাগগান কেন, পরবর্তী অভিজাত সকল দেশীরাগ-গানেরই জনক বা মূল-উৎস। খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর পর প্রাচীন রাগ-নাম বেঁচে ছিল সত্য, কিন্তু তাদের প্রচলন সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছিল বল্লে ঐতিহাসিক দৃষ্টির দিক দিয়ে মোটেই অসমীচীন হয় না। সুতরাং 'যথারাগ' বা 'তথারাগ' শব্দগুলি থেকে শিল্পীর অভিলষিত অথবা পদগানের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্য রাগের নির্বাচনই বোঝা উচিত।

ভারতীয় তালের সংখ্যা দু'শতেরও বেশী। কিন্তু উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে বর্তমানে তালের প্রয়োগ হয় অত্যন্ত কম। বরং দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতে এখনো পঁয়ত্রিশ রকম তালের ব্যবহার দেখা যায়, আর বাঙ্‌লার কীর্তনে তালের ব্যবহার তারো চেয়ে অনেক বেশী। কীর্তনে তালগুলির নাম যেমন রূপক, যতি, তেওট, বড়-দশকুশি, মধ্যম-দশকুশি, ছোট-দশকুশি, ঝুমুর, ঝাঁপতাল, বৃহৎজপ, জপ, ধামালি, দুঠুকি, আড়া-দুঠুকি, ছোট-দুঠুকি, দাশপেড়ে, মঠক, প্রতিমঠক, জয়মঙ্গল, কন্দর্প, একতালি, বড়-একতালি, ধড়া, পট, অষ্ট, আদি, মধুর, বিজয়ানন্দ, উৎসাহ, শেখর, সম, নন্দন, চন্দ্রশেখর, মধুর, ধ্রুব প্রভৃতি।

কীর্তনে—বিশেষ ক'রে ঠাকুর নরোত্তম-প্রবর্তিত ধ্রুপদের ছাঁচে গরাণহাটি-ধারার কীর্তনে শাস্ত্রীয় আলাপের ব্যবহার ছিল। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকরে এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়ে।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়ে ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য ধরে ॥

* * * *

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট করণে ॥
রাগিনী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি-স্বর গ্রাম মূর্ছ্নাদি প্রকাশিলা ॥

এ' থেকে বোঝা যায় গরাণহাটি-রীতির কীর্তনে ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতির সব-কিছুই গ্রহণ করা হয়েছিল—শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছ্না, গমক, মন্দ্র, মধ্য, তারাদি স্থান ও আলাপ। গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তনও খেতরি-মহোৎসবে হয়। প্রথমে *গৌরচন্দ্রিকা শেষ ক'রে কীর্তন-গানে যে যে রাগের ব্যবহার হ'ত তাদের প্রত্যেকটিকে বিকাশ করার আগে বর্ণন্যাস ও আলাপ করা হ'ত* তাদের পূর্ণরূপকে মূর্তিমান তথা পরিস্ফুট করার জন্য। তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও তখন ব্যবহার ছিল। বাঙ্‌লার মঙ্গল, চর্যা ও অন্যান্য গানে বিভিন্ন রকমের বীণাদি তার ও তাঁতযন্ত্রের প্রচলন ছিল, আশ্চর্যের বিষয় পরে কীর্তনগানে কেন সেগুলির ব্যবহার অনুমোদিত হয়নি তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কালে গরাণহাটি-পদ্ধতি একরকম লোপ পায় ও শোনা যায় বাঙ্‌লার গরাণহাটির ধারা পরে বৃন্দাবনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোটকথা গরাণহাটি-পদ্ধতি থেকেই ক্রমশঃ কীর্তনের সকল ধারার সৃষ্টি হয়েছে সমাজ ও শিল্পীর বিবর্তনী রুচি ও গ্রহণ-বর্জন-নীতি অনুযায়ী। কীর্তন যে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এর স্থান নিঃসন্দেহে অভিজাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্যায়ে নির্বাচিত।[১]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

১ আমার 'পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস' গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সূচীপত্র

পদ-সূচী

বলরামদাসের পদাবলী

বলরামদাসের পদাবলী

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

তোড়ী ।

বিহরে আজু রসিক-রাজ
গৌরচন্দ্র নদিয়া-মাঝ
কুঞ্জ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক-রুচির-কাঁতিয়া ।

কোটি কাম রূপ-ধাম
ভুবনমোহন লাবণি ঠাম
হেরত জগত-যুবতি উমতি
ধৈরজ ধরম তেজিয়া ॥

অসিম পুণিম-শরদ-চন্দ-
কিরণ-দমন বদন-ছন্দ
কুন্দ-কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু দশন-পাঁতিয়া ।

বিম্বু-অধরে মধুর হাসি
বমই কতহিঁ অমিয়া-রাশি
শুধই সীধু-নিকর নিঝর
বচন ঐছন ভাতিয়া ॥

মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ
মধুর পিরিতি-আরতি পুঞ্জ
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ
মুগধ দিবস রাতিয়া।

ভাবে অবশ অলস ধন্দ
চলত চলত খলত মন্দ
পতিত-কোর পড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥

অরুণ নয়ানে করুণ চাই
সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উমত লুঠত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।

উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহুঁ প্রেম-অমিয়া পীব
তহি বলরাম বঞ্চিত একলে
সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥

গান্ধার।

পূরবে বাঁধল চূড়া এবে কেশহীন।
নটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥
গাভী-দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে।
করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী।
কলিযুগে দণ্ড ধারি হইলা সন্ন্যাসী॥
বলরাম কহে শুন নদীয়া-নিবাসী।
বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী॥

কামোদ।

দেখ দেখ অপরুপ গৌর-চরিত
সো গোকুল-পতি অব পরকাশল
পুনকিয়ে বামন-রীত ॥
নিরখি প্রতাপ প্রতাপরুদ্র বলি
তনু মন সরবস দেল।
জগাই মাধাই আদি অসুরগণ
চরণ প্রবণ নিজ কেল ॥
যছু পদ সহ অদ্বৈত-ভগীরথ
ভকতি-গঙ্গ-পরবাহ।
নিত্যানন্দ গিরিশ দেই আনল
বাম-হিমাচল মাহ ॥
যছু অবগাহনে অখিল ভকতগণে
বিলসই প্রেম-আনন্দ।
পামর পতিত পরম পদ পায়ল
বঞ্চিত বলরাম মন্দ ॥

বিভাস।

গোরা মোর পাতকী উদ্ধারে করুণায়ে।
বেদমুখে শুনি আমি পাতকী উদ্ধার তুমি
উদ্ধারিয়া রাখ নিজ পায়ে ॥
কোক শোকময় বিষয় বিষম বড়
পড়িয়া রহিনু মায়া জালে।
না দেখো করুণ জন তারে কর নিবেদন
উদ্ধার পাইব কত কালে ॥

শরীরের মাঝে যত তারা হইল বৈরীমত
কেহ কারো নিষেধ না মানে।
দেখিয়া যম রঘুবর বড়ই লাগয়ে ডর
হরি কথা না শুনিনু কানে ॥
সাধু সঙ্গ না করিনু আপনি আপনা খাইনু
সদাই কুমতি সঙ্গ দোষে।
দশনে ধরিয়া তৃণ করো এই নিবেদন
বঞ্চিত না কৈর বলরাম দাসে ॥

মঙ্গল।

নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া।
খঞ্জন-গঞ্জন পদযুগ-রঞ্জন
রণরণি মঞ্জির মঞ্জুল-ধ্বনিয়া ॥
সহজই কাঞ্চন-কাঁতি কলেবর
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া।
তহি কত কোটি মদন-মন মুরছল
অরুণ-কিরণ কিয়ে অম্বর বনিয়া ॥
ডগ মগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
তুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
প্রেমক সায়রে ভুবন মজাওই
লোচন-কোণে করুণ নিরখণিয়া ॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি।
কহ বলরাম লম্ফ ঘন হুঙ্কতি
হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি ॥

বেলোয়ার।

দেখরে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা॥
ময় মত্ত হাতি ভাতি গতি চালনা।
কিয়েরে মালতী মালা গোরা অঙ্গে দোলনা॥
শরদ ইন্দু নিন্দি সুন্দর বয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগীয়া।
নাচত প্রভু মোর প্রেমে গরগরিয়া॥
বলরাম দাস চিতে গোরা নট রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাই প্রভুর সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া॥

মল্লার কামোদ।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মেলি গায় নিজ-বৃন্দে॥
শুনিয়া পুরব-গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পহু পড়ে মুরছিয়া॥
কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোকের নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥
ভাবে গরগর চিত গদাধর দেখি।
কান্দিয়া আকুল পহু ছলছল আঁখি॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহু ভূমে পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরম-কথা কান্দে নিত্যানন্দে॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কান্দে গোরা-রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥

মঙ্গল।

গৌর-বরণ মণি-আভরণ
নাটুয়া-মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল
টলিল সকল দেশ॥
মলু মলু সোই দেখিয়া গৌর-ঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কি বিধি
কামের উপরে কাম॥
চাঁপা নাগেশ্বর মল্লী থরে থর
বিনোদ কেশের সাজ।
ও রূপ দেখিতে যুবতী উমতি
হরল ধৈরজ লাজ॥
ও রূপ দেখিয়া পতি উপেখিয়া
নদীয়া-নাগরী কান্দে।
ভণে বলরাম আপনা নিছিল
গোরা-পদ-নখ-ছান্দে॥

শ্রীরাগ।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ও রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর॥
বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গণ মালতী যূথী বান্ধুলী বকুলে॥
মধু-লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥
মণি-মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥

মন্থর চলনি গতি দুদিগে হেলনি।
অমিয়া উঁথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥
চলিতে মধুর-নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তায়॥

তোড়ী।

গৌর মনোহর নাগর-শেখর।
হেরইতে মুরছই অসিম কুসুম-শর॥
কাঞ্চন রুচিতর রুচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদ-সুধাকর॥
জিনি মদ-কুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর সুধারস মধুর হসিত ঝর॥
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গরগর অন্তর॥
হেরি গদাধর-মুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণি পর॥
লোচন-জলধর বরিখয়ে ঝরঝর।
মরমে ভরল খর বিষম বিরহ-জর॥
অতি রসে গরগর না চিনে আপন পর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥
ও রস-সাগরে মগন সুরাসুর।
বিন্দু না পরশল বলরাম দাস পর॥

সুহই।

মধু-ঋতু-যামিনি সুরধুনি-তীর।
উজোর সুধাকর মলয় সমীর॥
সহচর সঙ্গে গৌর নট-রাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোল করতাল-ধ্বনি নটন-হিলোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ।
নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
বলরাম দাস পহুঁ করয়ে বিলাস॥

বেলোয়ার।

সহজই কাঞ্চন-কান্তি কলেবর
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া।
তঁহি কত কোটী মদন মুরছায়ল
অরুণ-কিরণ-হর অম্বর বনিয়া॥
রাই-প্রেম-ভরে গমন সুমন্থর
অন্তর গরগর পড়ই ধরণিয়া।
স্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলি
ঘন হুহুঙ্কার করত গরজনিয়া॥
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরখণিয়া।
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া॥
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয়া॥

তোড়ী।

কুসুমে খচিত রতনে রচিত
চিকণ চিকুর-বন্ধ।
মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ
খুবধ মধুপ বৃন্দ॥
ললাট-ফলক পটীর তিলক
কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত কুণ্ডলে মণ্ডিত
গণ্ড-মণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া সতী কুলবতী
ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম সরম ভরম
মাথাতে পড়িল বাজ॥
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে ভাঙর ভঙ্গিতে
অনঙ্গ-রঙ্গিত সঙ্গ।
মদন-কদন হোয়ল সদন
জগত-যুবতি-অঙ্গ॥
অধর বন্ধুক মাধ্বীক-অধিক
আধ মধুর হাসি।
বেলিনি অলসে কলসে কলসে
বময়ে অমিয়া-রাশি॥
কুন্দ-দাম ঠামহি ঠাম
কুসুম-সুষম পাঁতি।
ততহিঁ লোলুপ মধুপী মধুপ
উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥
হিরণ হীর বিজুরী থীর
শোহন মোহন দেহে।
অরুণ-কিরণ- হরণ বসন
বরণে যুবতী মোহে॥

কাম চমক ঠাম ঠমক
কুন্দন-কনক-গোরা।
মত্ততা-সিন্ধুর- গমন-মন্থর
হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ-চরণ খঞ্জন-গঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দু-নিন্দন নখর-ছন্দন
বনি বলরাম দাস॥

কামোদ।

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি।
ঘন-রসে সেচল থির-চর জাতি॥
দেখ দেখ গৌর জলদ-অবতার।
বরিখয়ে প্রেম-অমিয়া অনিবার॥
তব ধরি জগ ভরি দুরদিন ডোর।
হরি-রসে ডগমগ জগ-জন ভোর॥
নাচত উনমত ভকত-ময়ূর।
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বূর॥
ভকতি-লতা তিন ভুবনে বেয়াপ।
উত্তম অধম প্রেম-ফল পাব॥
কীর্ত্তন-কুলিশে যোগ-বন জারি।
জ্ঞান সেও-ঘন-গরজে বিদারি॥
চিত-বিল-নিকষিল করম-ভুজঙ্গ।
নিরসল কলি-মদ-দহন-তরঙ্গ॥
তাপিত-চাতক তিরপিত ভেল।
দশ দিশ সবহুঁ নদিয়া বহি গেল॥
ডুবল অবনি কাহুঁ নাহি ঠাম।
সংসারাচলে রহু বলরাম॥

শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাব-ভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান।
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পূরুব-চরিত যত পিরিতি-কাহিনী।
শুনি পহুঁ মুরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থীর।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটি আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখী॥
যার ভাবে গৃহ-বাসী ছাড়ে গৃহ-সুখ।
বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ॥

শ্রীরাগ।

সব-অবতার-সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে।
যাচিয়া যাচিয়া পহু দিলা প্রেম-ধনে।
এমন দয়ার নিধি যেবা না ভজিল।
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল॥
যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে।
কোটি কলপে তার নাহিক উধারে॥
মুঞি সে অধম হেন পহু না ভজিয়া।
কহে বলরাম এবে মরিলু পুড়িয়া॥

শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥
বড় অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥
সর্ব্ব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

ভাটিয়ারী।

যত যত অবতার-সার।
ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম নাম-ধন।
আচণ্ডালে দিয়া পহু ভরিল ভুবন॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়।
ডুবিয়া সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
পশু পক্ষী ব্যাঘ্র মৃগ জলচরগণে।
হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল গোরা-প্রেমে।
বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে॥

সুহই।

বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিব-বিরিঞ্চির অগোচর প্রেম-ধন
যাচিয়া বিলায় জগ-জনে॥
করুণার সাগর গৌর-অবতার
নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা গুণ কিবা সে মাধুরী
প্রাণ কান্দে পাসরিতে নারি॥
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খীণ জাতি
গুণ শুনি কান্দে জগ-জন।
অগেয়ান পশু পাখী তারা কান্দে ঝরে আঁখি
কি দিয়া বান্ধিল সভার মন॥
রাজা ছাড়ে রাজ্য-ভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ
জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞান-রস।
কেবা বলরাম-হিয়া গঢ়িল পাষাণ দিয়া
হেন রস না কৈল পরশ॥

রামকেলী।

গৌরসুন্দর পহু নদীয়া উদয় করি
ভুবন ভরিয়া প্রেম-দান।
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন ক্ষীণ জাতি
উদ্ধারিল দিয়া হরি-নাম॥
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কান্দে।
অগেয়ান যত জন দেখিয়া অথির মন
হরিবোল বলি মন বান্ধে॥

গদাধর দেখি কান্দে মন থির নাহি বান্ধে
করে ধরি স্বরূপ রামানন্দে।
পহু মোর শ্রীপাদ বলি লোটায় ধরণী-ধূলি
কোলে করি কান্দে নিত্যানন্দে॥
অন্ধ বধির যত গোরা-গুণে উনমত
দিগ বিদিগ নাহি জানে।
ভাব-ভরে গরগর না চিনে আপন পর
নিস্তার করয়ে জনে জনে॥
বাহু তুলি হরি বোলে পতিত লইয়া কোলে
গোরা-প্রেমে জগ-জন ভাসে।
উত্তম অধম যত তারা হৈল ভাগবত
বঞ্চিত বলরাম দাসে॥

ভাটিয়ারি।

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক না রহিল ঘরে॥
হেম-মণি-আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ভাণ্ডবিন্দু মাঝে॥
চাঁদে চন্দনে কিবা সুমেরু ভূষিত।
মালতীর মালে গলদেশ অলঙ্কৃত॥
আগে নাচে অদ্বৈত যার লাগি অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার॥
নাচিতে নাচিতে গোরা যেনা দিগে যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহ হরি গায়॥
কুলবধূ সকল ছাড়িয়া হরি বলে।
প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে॥
কুঞ্চিত কুন্তল বেড়িয়া নানা ফুলে।
সফুল করবীডাল মল্লিকার দলে॥

নাটুয়া ঠমকে কিবা পহু মোর নাচে।
রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গান পাছে॥
কি করিব তপ জপ কিবা বেদবিধি।
হরিনামে উদ্ধারিল চণ্ডাল অবধি॥
কুলবতী আদি করি ছাড়িল গৃহকাজ।
তপস্বী ছাড়িল তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস॥
যব সেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
এ রসে বঞ্চিত ভেল দাস বলরাম॥

তোড়ী।

গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া॥
দিগ্বিদিগ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে
চান্দমুখে হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে॥
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া।
সংকীর্ত্তনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া॥
প্রেমে গর গর অঙ্গ মুখে মৃহ হাস।
সে রসে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাস॥

ধানশী।

ভাব-ভরে গরগর চিত।
খেণে উঠে খেণে বৈসে না পায় সম্বিত॥
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কান্দে পুরুব সুনেহ॥
নাচে পহু গোরা নট-রাজ।
কি লাগি গোকুল-পতি সঙ্কীর্ত্তন মাঝ॥
নিজ পর কিছুই না জানে।
দীনহীন উত্তম অধম নাহি মানে॥

প্রিয়-গদাধর কর ধরি।
মরম-কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥
ডগমগ আনন্দ-হিলোলে।
লোলিয়া লোলিয়া পড়ে পতিতের কোলে॥
গোরা-রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয়॥

সিন্ধুড়া।

নটবর রসিক রমণি-মনমোহন
কত শত বেশ বিলাস।
শ্যাম বরণ পর গৌর কলেবর
অখিল ভুবন পরকাশ॥
দেখ দেখ অদভুত পহুক বিলাস।
রঙ্গিণি-সঙ্গ-রঙ্গ-রস-রঞ্জিত
হেন জন করিল সন্ন্যাস॥
নায়রি-কুচ-তট-কুঙ্কুম-মণ্ডিত
বসন বেশ ধরু সাধে।
গোরিক থোরি বদন-বিধু চুম্বন
হৃদয় গহন উনমাদে॥
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গমে
পুলকিত অতি অবসাধে।
মনসিজ-সমরে পরাভব অন্তরে
তেঁ অতি করয়ে বিষাদে॥
মকরত-বরণ রতন-মণি-ভূষণ
ত্তেজি অব তরু-তলে বাস।
লম্পট-গুরুবর কোন সিধি সাধয়ে
না বুঝই বলরাম দাস॥

তোড়ী।

রসে ঢর ঢর গৌর কিশোর
বঙ্কিম্ নয়নে চায়।
জিনি করিবর গমন মন্থর
পরাণ দোলায়ে যায়॥
চাঁচর চিকুরে চূড়ার টালনি
গাঁথিয়ে চাঁপার কলি।
তাহার সৌরভে জগত মাতল
ঝাঁকি ঝাঁকি উড়ে অলি॥
গৌরাঙ্গ রূপের ছটার কিরণ
লাগয়ে যাহার গায়।
উনমত হয়ে বাহু পসারিয়ে
কিরণ ধরিতে চায়॥
আইস আইস বলি করয়ে ব্যাকুলি
নদিয়া নাগরী কান্দে।
ভণে বলরাম ও পদ নিছনি
শোভিত নখের চান্দে॥

বরাড়ী।

ভাবের আবেশে কহে গৌরাঙ্গ রায়।
কৃষ্ণ গেল গোচারণে কান্দে উভরায়॥
পুন কহে প্রাণনাথ ধবলীর সনে।
সখাগণ লঞে নাথ গেলা সে বিপিনে॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদন।
ক্ষণে বৃন্দাবনের পথ করে নিরীক্ষণ॥
গোরা মুখ হেরে কান্দে সহচরগণ।
না বুঝল বলরাম বৃথাই জীবন॥

বরাড়ী ।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে ।
অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥
নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর ।
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে পতিত পামর ॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহু কান্দে উচ্চ স্বরে ।
কত শত ধারা বহে নয়ন-কমলে ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া পহু মাগে পদ-ধূলি ।
ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভাইয়া ভাইয়া বলি ॥
প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে ।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ থির নাহি বান্ধে ॥
কান্দে বাসু শ্রীবাস মুকুন্দ মুরারি ।
আনন্দে চলয়ে যত বাল বৃদ্ধ নারী ॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি ।
ভুবন মগন সুখে কান্দে পশু পাখী ॥
অন্ধ বধির জড় সভে আনন্দিত ।
বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত ॥

বরাড়ী ।

পূরবে গোপত কৈলা বরজ সমাজে ।
এবে তাঁহা গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তন মাঝে ॥
কেন হেন কৈলা গৌরাঙ্গ কেন হেন কৈলা ।
কুলবধূ সনে প্রেম তাহা প্রকাশিলা ॥
যত যত প্রিয়জন কহিলা তারে ।
যাচিয়া যাচিয়া এবে দিলা সভাকারে ॥
উত্তম জনারে কহি না পূরল সাধ ।
জগভরি গাওয়াইলা নিজ পরিবাদ ॥

* * *

না বুঝল বলরাম করমের দোষে ॥

সুহই।

পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে।
ডগমগ প্রেম তরঙ্গে॥
খেনে উঠে খেনে পুন বৈসে।
জ্বর জ্বর রসের আবেশে॥
নাচে গৌরাঙ্গ প্রেম মণি।
দীন হীন কৈল প্রেম ধনী॥
স্বেদ কম্পে তনু নহ থির।
ঘন ঘন গরজে গভীর॥
প্রেম ভরে ঢলি ঢলি চলে।
খেনে রহি হরি হরি বোলে॥
কিয়ে অপরূপ ক্ষিতিতলে।
গোপীপতি পতিতের কোলে॥
প্রেম রসে জগজন ভাসে।
বঞ্চিত বলরাম দাসে॥

ধানশী।

গোপীগণ-কুচ- কুঙ্কুমে রঞ্জিত
অরুণ বসন শোভে অঙ্গে।
কাঞ্চন-নিন্দিত কান্তি কলেবর
রাই পরশ-রস-রঙ্গে॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌর-বিলাস।
লাখ যুবতি-রতি যো গুরু লম্পট
সো অব করল সন্ন্যাস॥
যো ব্রজ-বধুগণ দৃঢ় ভুজ-বন্ধন
অবিরত রহত অগোর।
সো তনু পুলকে পুরিত অব ঢর ঢর
নয়নে গলয়ে প্রেম-লোর॥

যো নটবর ঘন- শ্যাম-কলেবর
বৃন্দা-বিপিন-বিহারী।
কহয়ে বলরাম নটবর সো অব
অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেম ভিখারী॥

শ্রীরাগ।

হরি হরি এ বড় বিস্ময় লাগে মনে!
জিনি নব জলধর পূর্ব্বে যার কলেবর
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥
শিখি-পুচ্ছ গুঞ্জা-বেড়া মনোহর যার চূড়া
সে মস্তকে কেশ-শূন্য দেখি।
যার বাঁকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছলছল আঁখি॥
সদা গোপ গোপী সঙ্গে বিলসয়ে রস-রঙ্গে
এবে নারী-নাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজ-নারী
সেই ভুজে দণ্ড কেনে লয়ে॥
পিয়ল পাটের ধটি শোভা করে যার কটি
তাহে কেনে অরুণ বসন।
না পায়্যা ভাবের ওর বলরাম দাস ভোর
বিষাদ ভাবয়ে মনে মন॥

সিন্ধুড়া।

রূপ কোটি কাম জিনি বিদগধ-শিরোমণি
গোলোকে বিহরে কুতূহলে।
ব্রজ-রাজ-নন্দন গোপিকার প্রাণ-ধন
কি লাগি লোটায় ভুমি-তলে॥

হরি হরি কি শেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিক-রাজ কান্দে সংকীর্ত্তন মাঝ
না বুঝিয়া মলুঁ মন-দুখে॥
সঙ্গে বিলসই যার রাধা চন্দ্রাবলী আর
কত শত বরজ-কিশোরী।
এবে পহু বুকে বুক না দেখে নারীর মুখ
কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ড-ধারী॥
ছাড়ি নাগরালি-বেশ ভ্রমে পহু দেশ দেশ
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজ-গুণে উদ্ধারিলা জগ-জনে
বলরাম দাস রহু দূরে॥

সুহই।

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে।
না জানি ঠেকিলা গোরা কার প্রেম-ফান্দে
তেজিয়া কালিন্দী-তীর কদম্ব-বিলাস।
এবে সিন্ধু-তীরে কেনে কিবা অভিলাষ॥
যে করিল শত কোটি গোপী সঙ্গে রাস।
এবে সে কান্দয়ে কেনে করিয়া সন্ন্যাস॥
যে আঁখি-ভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মুরছে।
এবে কত শত ধারা বাহিয়া পড়িছে॥
যে মোহন চূড়া-ছাঁদে জগত মোহিত।
সে মস্তকে কেশ-শূন্য অতি বিপরীত॥
পীত বাস ছাড়ি কেনে অরুণ বসন।
কালরূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ॥
কহে বলরাম দাসে না জানি কারণ।
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ॥

করুণ।

গোলোকের নাথ হৈয়া দেশে দেশে ভরমিয়া
পাত্রাপাত্র না কৈলা বিচার।
অযাচিত প্রেমধন দান কৈলা জনে জন
জগতেরে করল উদ্ধার॥
গোরা গোসাঞি করুণাসাগর অবতার।
কেবল আনন্দ ধাম দিয়া হরেকৃষ্ণ নাম
পতিতেরে করল নিস্তার॥
অধম দুর্গত দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
মরি মরি বলি করে কোলে।
হিয়ার উপরে তুলি লোটায় ধরণী ধূলি
নদী বহে নয়ানের জলে॥
তৃণ ধরি দুই করে কাতর হৈয়া উচ্চস্বরে
হরি বোল বলি পহুঁ কান্দে।
প্রেমানন্দে অচেতন কান্দে সব, বলরাম
এড়াইল হেন ফান্দে॥

কামোদ।

কলিযুগ-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদনে
কুমতি-করিণি দুর গেল।
পামর দুরগত নাম-মোতি শত-
দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরুপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ-নগর-গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশরি-রাজ॥

সংকীর্ত্তন-রণ হুঙ্কৃতি শুনইতে
ত্বরিত দীপি-গণ ভাগি।
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল
পুণবত গরব তেয়াগি॥
ত্যাগ যাগ যম তিরিথি বরত সম
শশ জম্বুকি জরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগমাহ
হরি-ধনি শবদ খেয়াতি॥

মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল ভরল খিতি-মণ্ডল
রসময় রতন-পসার।
নিজ গুণ-কীর্ত্তন প্রেম-রতন ধন
অনুখণ করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌর কিশোর।
অনুখণ ভাবে বিভাবিত অন্তর
প্রেম-সুখের নাহি ওর॥
কুন্দন-কনয়-বিরাজিত কলেবর
বিহি সে করল নিরমাণ।
মনমথ মুরুছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥
যা কর ভজন শিব চতুরানন
করু মন-মরম সন্ধান।
হেন নাম-হার যতন করি গাঁথই
পতিত জনেরে করে দান॥

অন্ধকার-কূপে মগন দেখিয়া জীব
নবদ্বীপে পহু পরকাশ।
প্রেম-রতন ধন জগ ভরি বিতরল
বঞ্চিত বলরাম দাস॥

শ্রীরাগ।

ততঞ্জলি করি প্রভু করিলেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করেন মুখের সোধন॥
মুখের সোধন করি সেই গৌরহরি।
সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে যেয়ে নাচে ফিরি ফিরি॥
নাচেরে গৌরাঙ্গচান্দ সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে।
সোণার নূপুর রাঙ্গা চরণে বিরাজে॥
বামে নাচে গদাধর দক্ষিণে মুকুন্দ।
সম্মুখে নাচয়ে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ॥
পূরবে পুরুষোত্তম পরম পণ্ডিত।
দক্ষিণে ছুলাল নাচে উত্তরে অদ্বৈত॥
অগ্নি কোণে অভিরাম মরুতে মুরারি।
ঈশানে ঈশান দাস নৈঋতে নরহরি॥
বেষ্টিত বৈষ্ণব সব কীর্ত্তন মণ্ডলে।
খোল করতাল বাজে ভাসে অশ্রুজলে॥
কোলাকুলি হুলাহুলি ভাবে নাহি ওর।
বলরাম দাস তহি ভাবেতে বিভোর॥

রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীব-গোসাঞি।
কত ভক্তিগ্রন্থ কৈল লেখাজোখা নাই॥
মনের বাসনা আত্মশুদ্ধির কারণ।
কতিপয় গ্রন্থনাম করিব কীর্ত্তন॥

গোপাল বিরুদাবলী কৃষ্ণপদ চিহ্ন।
শ্রীমাধবমহোৎসব রাধাপদচিহ্ন॥
শ্রীগোপাল চম্পূ আর রসামৃত শেষ।
কৃপাম্বুধিস্তব সপ্ত সন্দর্ভ বিশেষ॥
সূত্রমালা ধাতুসংগ্রহ কৃষ্ণার্চ্চন।
সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ হরিনামব্যাকরণ॥
নিখিল লিখিলা গ্রন্থ কত কৈব নাম।
খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম॥

নিত্যানন্দ-বিষয়ক

বরাড়ী।

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনীতীরে॥
নামপ্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোহাঁর সমান তুহু
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল॥

বরাড়ী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহো ত না পাইল হরি-নাম।
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর
কেহো যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরি-নাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেম-রসে ভাসাইহ গৌড় দেশে
পূর্ণ কর সভাকার আশ।
হেন কৃপা-অবতারে উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥

গান্ধার।

নাচতরে নিতাই বরচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম- সুধা রস জগজনে
অদভুত নটন সুছাঁদ॥
পদতল-তাল খলিত মণি-মঞ্জরি
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু-শিখরে কিয়ে তনু অনুপামরে
ঝলমল ভাব-তরঙ্গ॥

রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর
হরি বলি মূরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধাবই
আনন্দে গরজত ঘোর॥
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্ল্লভ প্রেম রতন ধন
যাচি জগতে করু দান॥
অযাচিত-রূপে প্রেম-ধন বিতরণে
নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহু মনরথ পূরল
অবলা উনমত ভেল॥
ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে
কাহু না রহ দুরদিন।
বলরাম দাস কহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয় কঠিন॥

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র হরি নাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥
অচ্যুত-অগ্রজ নাম ভুবনেতে অনুপাম
সুরধুনী তীরে কৈল থানা।
হাট করি পরিবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ
পাষণ্ড দলন বীরবানা॥

পসারি শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্গে লয়ে গদাধর
আচার্য্য চতুরে বিকিকিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥
পাত্র রামাই লৈয়া রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া
কোটাল হইল হরিদাস।
কৃষ্ণদাস হইল ডাড়্যা কেহ যাইতে নারে ভাড়্যা
লেখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস॥
বলরাম দাসে বলে অবতার কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে আসি।
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয় ভিক্ষা মাগিয়া লয়
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি॥

মঙ্গল।

গজেন্দ্র-গমনে যায় সকরুণ-দিঠে চায়
পদ-ভরে মহী টলমল।
মত্ত-সিংহ জিনি কম্পমান মেদিনী
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥
আওত অবধৌত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন করে হরি-সংকীর্ত্তন
পতিত-পাবন দীন-বন্ধু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর-সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন-রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে॥

শেষ-শায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ
যার অংশ-কলায় গণন।
কৃপা-সিন্ধু ভক্তি-দাতা জগতের হিত-কর্ত্তা
সেই রাম রোহিণী-নন্দন॥
যার লীলা লাবণ্য-ধাম আগমে নিগমে গান
যার রূপ মদন-মোহন।
এবে অকিঞ্চন-বেশে ফিরে পহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধি-সার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়
ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ॥

কল্যাণী।

রূপে গুণে অনুপমা লক্ষ্মী-কোটি-মনোরমা
ব্রজ-বধূ অযুতে অযুত।
রাস-কেলি-রস-রঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে
সো পহু কি লাগি অবধূত॥
হরি হরি এ দুখ কহিব কার আগে।
সকল নাগর-গুরু রসের কলপতরু
সে বা কেন ফিরয়ে বৈরাগে॥
সঙ্কর্ষণ শেষ যার অংশ কলা অবতার
অনুখণ গোলোকে বিরাজে।
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
কেন নিতাই সংকীর্ত্তন মাঝে॥
শিব-বিহি-অগোচর আগম-নিগম-পর
কলি-যুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌর-রসে নিমগন করাইল জনে জন
দূরে রহু বলরাম মন্দ।

মঙ্গল।

অনুখণ অরুণ নয়ন ঘন ঘূরত
চরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন করুণ-বরুণালয় সঞ্চরু
অমিয়া বরিখে অনিবার॥
নাচত রে নিতাই বর-চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম-সুধারস জগ-জনে
অদভুত নটন-সুছান্দ॥
পদ-তল-তাল-খলিত মণি-মঞ্জির
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু-শিখর কিয়ে তনু অনুপামরে
ঝলমল ভাব-তরঙ্গ॥
রোয়ত হসত চলত গতি-মন্থর
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেণে খেণে গৌর গৌর বলি ধায়ই
আনন্দে গরজত ঘোর॥
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্ল্লভ প্রেম-রতন ধন
যাচি জগতে করু দান॥
অতিচলনোগ্র প্রেম ধন-বিতরণে
নিখিল-তাপ দূরে গেল।
দিন হিন সবহু মনোরথ পূরল
অবলা উনমত ভেল॥
ঐছন করুণ নয়ন-অবলোকনে
কাহু না রহু দুরদিন।
বলরাম দাস কাহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয়-কঠিন॥

অদ্বৈত-বিষয়ক

ভাটিয়ারী।

বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে আনিলা ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
নিত্যানন্দ রায় সখা যার॥
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি।
উত্তম অধম জনে তরাইলা ভক্তি-দানে
এমন দয়াল দাতা নাই॥
উত্তম অধম মেলি করাইলা কোলাকুলি
অন্ধ বধির যত আছে।
পঙ্গুয়া চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইয়া
দু বাহু তুলিয়া তারা নাচে॥
প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য-বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিছে ঢেউ স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥
ডুবিল যে নাগ-লোক নর-লোক সুর-লোক
গোলোক ভরিল প্রেম-বন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায়
বিশেষে ধরণী হৈল ধন্যা॥
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্য্য সেই
অনন্ত অপার রস-ধাম।
এমন প্রেমের বন্যা স্থাবর জঙ্গম ধন্যা
বঞ্চিত হইল বলরাম॥

সুহই।

ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহুঁ
যোগাসনে বসিয়া আছিলা।
হঠাৎ কি ভাব মনে হুহুঙ্কার গরজনে
অকস্মাৎ উঠি দাঁড়াইলা॥
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমণ্ডলী।
জগত তারিবে যেই নদীয়া উদয় সেই
ইহা বলি নাচে বাহু তুলি॥
তাঁহার উদণ্ড নৃত্যে ভূকম্পন হইল মর্ত্ত্যে
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শান্তিপুরনাথ সঙ্গে নরনারী নাচে রঙ্গে
যেন ভেল আনন্দ-বাজার॥
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে সপ্ত সর্গ ভেদ কৈরে
পরব্যোমে লাগিল ঝঙ্কার।
মহাপ্রভু-আগমন জানিলেক ত্রিভুবন
বলরামের আনন্দ অপার।

নন্দোৎসব

কামোদ ।

নন্দ-সুত হেরি যশোমতী রোহিণী
আনন্দ করত বাধাই ।
হেরিয়া গোপগণ সভে আনন্দিত মন
নন্দমহলে ধায়াধাই ॥
কোথা গেল নন্দরাজ পড়িল মানস কাজ
দেখসিয়া পুত্রের বদন ।
নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন ॥
এত বলি নন্দরাণী সুতিকা দুয়ারে আনি
দেখাইছে সভারে ডাকিয়া ।
আনন্দে মাতিল কায় শুনি যত গোপ ধায়
আশীর্ব্বাদে দুবাহু তুলিয়া ॥
কেহ বা আনন্দচিতে গান করে নানা গীতে
কোন গোপ করে জয়ধ্বনি ।
কেহ বলে শুন ভাই হেন রূপ দেখি নাই
কোটি চান্দের মুখের বলনি ॥
কোন গোপ ধেয়া গিয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়্যা
উভারয়ে নন্দের ভবনে ।
দুজনে দুজন মেলি বাহুযুদ্ধ পেলাপেলি
কোন গোপ করয়ে নর্ত্তনে ॥
গোপ গোপী এক মেলি জয় জয় হুলাহুলি
যুবক বৃদ্ধক সভে ধায় ।
নন্দের ভবনে গিয়া ফিরে সভে নাচিয়া
বলরাম দাস গুণ গায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

বিভাস।

রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী।
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে॥
আমার হয়েছে ক্ষুধা শুন গো জননী।
স্তন কিম্বা দেহ মোরে খাইতে নবনী॥
মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা॥
দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার॥
এত বলি দ্রুত ধরে মথনের দণ্ড।
ভাঙ্গিয়ে ফেলিব এই যত আছে ভাণ্ড॥
বলরাম দাসে কহে শুন নীলমণি।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর দিব রে নবনী॥

তোড়ী।

আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষির ননী
তোমারে শুধাই তার কথা।
না দেখি গোকুল চান্দ কেমন করয়ে প্রাণ
বলনা গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি কোলে করি যাদুমণি
যাদুরে করাই স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল গোরস উথলি গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥

গোপাল না লৈনু কোলে ভুলিনু রোহিণী বোলে
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।
কোপিত নয়ান কোণে চাইয়াছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি ॥
তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা
দৃঢ় করি বল এক বোল।
বলরাম দাস বলে আকুল হইয়া সভে
রাখালের মাঝে উতরোল ॥

মায়ুরা।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
বলরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর ॥

আহিরী।

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া॥
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে॥
বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার॥
অঙ্গদ-বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার॥
বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥

ভাটিয়ারী।

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥
আর এক কথা বলি শুন হলধর।
যশোদা নন্দন বলি না ভাবিহ পর॥
দূরে না লইহ ধেনু চরাইয় বাছুরি।
যোড় শিঙ্গা রব দিহ পরাণে না মরি॥
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥
বলরাম দাসে কয় রাম সঙ্গে যাবে।
নয়ান গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে॥

রামকেলী।

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মন-সুখে
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে॥
জ্বালিয়া রতন-বাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে
দোহঁ রূপের বলিহারি যাই॥

ভাটিয়ারি।

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি॥

গৌড়ী।

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন-প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি॥
নেতের-আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে॥

ভূপালী।

আজু গোঠেরে সাজল দোন ভাই।
রাম কানাই গোঠে সাজে যোড় শিঙ্গা বেণু বাজে
বরজে পড়িল ধাওয়া ধাই॥
চৌদিকে ব্রজ-বধূ মঙ্গল গায়ত
মুরছিত কতহুঁ নয়ান।
আগে লাখে লাখে ধেনু গগনে উঠিছে রেণু
দ্বিজগণে করে বেদ গান॥
মুরহর হলধর ধরাধরি করে কর
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
ঘনায়্যা ঘনায়্যা কাছে মউরা মউরী নাচে
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥
সুবল তুলিল বানা যেখানে বলাইর থানা
রাখালের কান্ধে ভাল সাজে।
রাম কানাই কুতূহলে সাজিলা যে আগু দলে
বলাইর যুগল শিঙ্গা বাজে॥

ধানশী।

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইয়ে দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
কত জন্ম ভাগ্য করি আরাধিয়া হর গৌরী
পাইলাম এ দুখ পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা॥

বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥
জল খাইতে গিয়াছিল আনলে বেড়িয়াছিল
দু হাতে আনল ধরি পিয়ে।
এ নন্দের ভাগ্য বলে যশোদার পুণ্য ফলে
তেঞি সে গোপাল মোর জিয়ে॥
বলরাম দাসের বাণী শুন শুন নন্দরাণী
কেন সদা ভাবিতেছ তুমি।
গোপাল সাজায়ে দেহ মোর মিনতি মানহ
সঙ্গে যাইব গোঠে আমি॥

ধানশী।

জানিল গোঠেরে আজি যাবে নীলমণি।
মনের সাধে করে বেশ যশোদা রোহিণী॥
কপালে রচিঞা দিল চন্দনের রেখা।
চূড়াটি বান্ধিঞা দিল ময়ূরের পাখা॥
শ্যাম অঙ্গে বিরাজিত ধাতু প্রবাল।
ঝলমল করে মণি-মুকুতার মাল॥
কাছিঞা পরাএ পীত ধটি কটি মাঝে।
দুগাছি নূপুর দিল চরণ-পঙ্কজে॥
না চলিতে চুএ ঘাম শ্রীমুখ-কমলে।
পুন পুন মোছে রাণী নেতের আঁচলে॥
বলরাম দাস কহে রাম পানে চাঞা।
কানুরে সোপিঞা দিল মুখে চুম্ব দিঞা॥

শ্রীরাগ।

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাই-চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটি-তটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ ধরিয়া॥
বলরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥

ধানশী।

ওগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই তমু ত না মন পাই
তোমারে ভুলাবে কত খানি॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ যদি যায় দূর বন
কেহ ত না যায় ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু পূরয়ে মোহন বেণু
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে প্রেমে গদগদ বোলে
না জানি মরম কিবা আছে॥
কিবা লীলা করে এহ বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত বিহরে।
বলরাম দাস ভণে বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥

সিন্ধুড়া ।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে ।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাহ দূরে ॥
সখাগণ আগেপাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন ।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব ।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞিঃ বনে পাঠাইয়া দিব ॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দ-রাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয় ।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

শ্রীরাগ ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায় ।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া ।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে ।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল ।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল ॥

ভাটিয়ারি ।

নন্দরাণি যাহ গো ভবনে ।
তোমার গোপাল আনি দিব বেলি অবসানে ॥
লৈয়া যাছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া ।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদ-মুখ চাইয়া ॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক ॥
যে দিন যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে ।
খুধা লাগিলে অন্ন কোথা হৈতে আনে ॥
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া ।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া ॥
নন্দরাণি তেঞি তোমার গোপাল লৈয়া যাই ।
সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই ॥

শ্রীরাগ ।

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া ।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া ॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে ।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে ॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার ।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার ॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই ।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥

ভাটিয়ারি।

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

বিহাগড়া।

নটবর নব কিশোর রায়
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে
ধূলি ধূসর শ্যাম-অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত
মধুর মুরলী বায় গো॥

নীল কমল বদন চান্দ
ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল
কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুলচন্দ
কিবা পবন বায় মন্দ মন্দ
মধুকর মন হয়ে বিভোর
নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি
হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি
আন নাহিক ভায় গো।
বলরাম দাস করতহিঁ আশ
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস
বেত্র মুরলী লইয়ে খুরলি
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো॥

ভাটিয়ারী।

রাম কানু দুই ভাই দুই দিকে দাঁড়াইল।
দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল॥
সুবল কানায়ের দিকে নাচিতে লাগিল।
শ্রীদাম সুদাম তারা কানাইয়ের দিকে হৈল॥
সভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ করিল॥
আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে।
কান্ধে করি বংশীবটে রাখিয়া আসিবে॥

সাতলি ভাঙ্গিতে নারি ভেয়েরে কানাই।
আপনি সাতলি ভাঙ্গি জিতল বলাই ॥
বলরাম দাসে কয় শুন প্রাণ কানু।
কান্ধে করি লয়ে চল চরে যেথা ধেনু ॥

ধানশী।

আজ কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায় ॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রম-জল-ধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘন-শ্যাম ॥
মত্ত বলাই-চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
বলরাম দাস দেখি কয় ॥

গৌরী।

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু
আজি কেন চান্দ-মুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাএগাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে।
এক-দিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে॥

বানশী।

নন্দ গৃহে আজি কিবা আনন্দ বাড়িল।
বেণুরব কৈল যবে শুনিল অমর সবে
স্বর্গবাসী যত দেবগণে।
আইলেন ত্রিলোচন সঙ্গেতে চতুরানন
গণপতি নারদের সনে॥
স্বরলোক ব্রহ্মলোক স্বর্গবাসী দেবলোক
আইলা সবে নন্দের মহলে।
দাঁড়াইল সব জনে সব কৃষ্ণ মুখ পানে
নেত্র পরিপূর্ণ প্রেম জলে॥
কহত বিনয় করি দয়া কর গিরিধারী
আর দুঃখ সহিতে না পারি।
দেবাসুরে নাহি আশ ব্রজপুরে দাস বাস
গলে বাস কর জোড় করি॥

কি ছার স্বর্গের সুখ দেখিলে ও চাঁদমুখ
তৃণ করি নাহি মানি তায়।
বনে বনে ভ্রমিব ধেনু বৎস চরাইব
তোমারে রাখিব তরু ছায়॥
যশোদাকে কহে পুন ধন্য তব সাধন
তব গৃহে পরম ঈশ্বর
বলরামদাস বানী শুন গো মা নন্দরাণি
মনে কিছু নাহি ভয় কর॥

কালীয় দমন

পাহিড়া।

ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালী-দমন করিয়া॥

শ্রীরাধিকার রূপ

ধানশী।

জয়তি জয় বৃষ- ভানু-নন্দিনি
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।
বেনি লম্বিত যৈছে ফণি-মণি
বেঢ়ল মালতি-মালিকে॥
শরদ-বিধুবর ও মুখ-মণ্ডল
ভালে সিন্দুর-বিন্দু যে।
ভাঙু গঞ্জিত জিনিয়া কাম-ধেনু
চিবুকে মৃগমদ-বিন্দু যে॥
গরুড়-চঞ্চু জিনি নাসা সুবলনি
তাহে শোহে গজমোতি যে।
রাতা-উতপল অধর যুগল
দশন মোতিক পাঁতি যে॥
হৃদয় উপর শোহে কুচযুগ
লাজে চকোরিণি ভোর রে।
নাভি-সরোবরে লোম-ভুজগিনি
বিহরে কুচ-গিরি-কোর রে॥
কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনি বীজই।
কনক-দণ্ড জিনি বাহু সুবলনি
কতহুঁ অভরণ সাজই॥
খীন কটি-তটে নীল শাটি শোহে
কনক-কিঙ্কিনি রোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনি বোলই॥

যাবক-রঞ্জিত ও নখ-চন্দ্রক
কাম রোয়ত তাহ রে।
দীন বলরাম করত পরিহার
দেহ পদযুগ-ছাহ রে॥

কামোদ।

এক অদভুত সখি জনমিঞা নাঞি দেখি
হেন রামা কাহার নন্দিনি।
গিয়াছিলাম গোচারণে দেখিল কালিন্দি বনে
পুষ্প তুলি ফিরিছে কামিনি॥
কনকের জাঠি হাথে সখিগণ লয়্যা সাথে
যেন বিধু নমিয়াছে পারা।
তেমতি তাহার শোভা দিনমণি জিনি আভা
চৌদিগে বেড়ল যেন তারা॥
বরণ চম্পাক জোতি কাঞ্চন জিনিয়া তথি
কেতকী নিছনি দিয়া তায়।
কিবা সে করবী মাল উড়িছে ভ্রমর জাল
ফণি যেন শিখরে উদয়॥
সুবেশ করিয়া বেণী কত সাজাইয়াছে মণি
তাহিতে করয়ে ঝলমল।
অমিয়া জিনিয়া ইন্দু কপালে সিন্দুরের বিন্দু
প্রতি অঙ্গ করে ঝলমল॥
কটাক্ষ করিয়া মোরে হানিল নয়ান শরে
ঈষৎ হাসিয়া নিল প্রায়।
নাসামণি তিল ফুল মুকুতাতে ঝলমল
বিম্বাধর শোভা করে তায়॥

কিবা সে কুরঙ্গ আঁখি বসিয়াছে থির পাখী
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খায় মধু।
দন্ত কুণ্ড শোভা অতি রসেন্দ্র বসন তথি
চিবুকে সাজাইছে এক বিন্দু॥
গলে গজমতি হার তুলনা কি দিব তার
বলয়া শোভিত করে বাহু।
কুচের উপরে কিবা নীলের কাঞ্চন শোভা
চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥
মাজাখানি ক্ষীণ উরু জিনি হর ডম্বরু
কেশরী নিছনি দিয়া তায়।
কিবা সে তিলক সাজে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
মণিময় কত অভরণ।
অমিয়া রসের নিধি নিরমাইল কোন বিধি
কাঁচে যেন বেড়িল কাঞ্চন॥
রাতুল চরণে কিবা যাবক রঞ্জিত শোভা
কনক নূপুর শোভে তায়।
বলরাম দাসে কয় সেরূপ দেখিল তায়
কেমনে পরাণ ধৈরয হয়॥

ধানশী।

চামর-ডামরি শ্যামরি কবরি
নিবিড়-তিমির রাতি।
ফণি-মণিগণ ভূষণ ঐছন
উয়ল উড়ুক পাঁতি॥
কস্তুরি চন্দন ভ্রমরি মকরি-
পত্রক চিত্রক লেখ।
ললাটে সিন্দুর অনঙ্গ-মন্দির
সিমন্তে সিন্দুর-রেখ॥

কুন্তল-বলিকা মলিকা-কলিকা
অলকাবলকা শোভে।
মদন-মাদন মনহি উদিত
মদন-কদন ক্ষোভে॥
রতন-রচন বেণি সুশোভন
কুসুম ঠামহি ঠাম।
জনু পসারল অতনু মাতল
করি-কর অনুপাম॥
চন্দন-বিন্দু পুণিম-ইন্দু
সিন্দুর-মিহির পাশে।
অলকা ভুখিল রাহু বিয়াকুল
ধরত ফিরত আশে॥
ভাঙক ঠাম দেখত কাম
ধনুয়া-মান ছোড়।
হেরত বরজ- মকর-কেতন-
চেতন-রতন চোর॥
অঞ্জন-রঞ্জন নয়ন-খঞ্জন
চাহনি মোহনি ভঙ্গ।
নিমিষে নিমিষে হরিষে বরিষে
রমণ-রভস-রঙ্গ॥
শ্রুতি-অলঙ্কৃতি চক্র-আকৃতি
শোভিত চারু শলাক।
তহিঁ মনোভব- কোটি পরাভব
ভুলল ভ্রমর-লাখ॥
দেখত দেখত বেকত করত
তরুণ তপন দণ্ড।
লোল কুণ্ডল দীপতি-মণ্ডল
উয়ল যুগল গণ্ড॥

নাসিকা ওর মোতিম-কোর
ভোর জগত-রীঝ।
যৈছন কীর- চঞ্চু গীর
পড়ত দাড়িম-বীজ॥
বিম্ব-অধর অতি-সুমধুর
ইষত-হসিত-ছন্দ।
হেরত বরজ- যুবতি উমতি
ধরতি পড়তি ধন্দ॥
থকিত চকিত সরস অলস
বচন-রচন আধা।
আনন্দ-হিলোলে ভুবন মগন
ধরণি ভরয়ে সুধা॥
খপুর কপুর সহিত লোহিত
দশন-বসন সাজ।
প্রবাল-আবলি বেঢ়ল বান্ধুলি
অরুণ রকত মাঝ॥
উজোর বিজুরি থির হির-সারি
দমন দশন-বৃন্দ।
সিন্দুরে মণ্ডিত মোতিম-খণ্ডিত
কুন্দ-কোরক নিন্দ॥
চিবুক-কুহরে হরল নাগর-
মানস-হরিণি হেরি।
কস্তুরীর বিন্দু কাল জাল দেল
মদন মৃগউ ঘেরি॥
কোটি সুধাকর মুখ মনোহর
লাবণি অবনি ভোর।
চন্দন-চিত্রক ছলে কি লাগল
নাহক চিত-চকোর॥

কম্বু-গ্রীব বন্ধুজীব
অম্বুজ-নীপক মাল।
আমোদ-লুবধ ধাবই খুবুধ
গাবই ভ্রমর-জাল॥
বিদ্রুম মৌক্তিক হেম হীরক
ত্রিবলি হংস-হার।
দয়িত যুবতি লিখন রতন-
রচিত পদক সার॥
অগুরু-রচিত বাহু-যুগ-চিত
অঙ্গদ কঙ্কণ সাজে।
নীলমণি বনি বলয় উরমী
কর-যুগে সুবিরাজে॥
আধ আধ করি কি বিধি মেটল
অরুণ চান্দক বাদ।
নখ করতল মাঝহি কমল
অতয়ে ফুটল আধ॥
উচ কটোর কুচক জোর
রুচির চোর সীত।
শাতকুম্ভ- রচিত কুম্ভ-
রুচি আরম্ভ রীত॥
তহিঁ পুরাতন জগত অতুল
নবীন যৌবন-নিধি।
মদন-মোহন- মোহন-কারণ
কামে কি দেয়ল বিধি॥
গন্ধ-চরচিত অঙ্গে বিরাজিত
চন্দন ঘৃসৃণ চীত।
বিহি চিতাওল পূজক মদন
সদন দৈবক ভীত॥

কঞ্চুক মেচক বরজ-বিরাজ-
ধৈরজ ধরম লূট।
তরুণ তপন- মথন রতন-
কিরণ দামিনী-ছূট ॥
জলদ-জড়িত যৈছন তড়িত
শীলিত-নীলিম-শাটী।
মন্থর চলিত মধুর শিঞ্জিত
চঞ্চল অঞ্চল ধটী ॥
নাভি সুশীতল- সরসী অতুল
পিয়-হিয়-ঝস থাপি।
হেরি কুচ-গিরি উতরি পৈঠত
তহিঁ লোমাবলি-সাপী ॥
কেশরি-রাজ খীণহি মাঝ
তিন ত্রিবলী লেখা।
একে একে তিন ভুবন হারিয়া
দেয়ল এ তিন রেখা ॥
কবহু গোপত কহহুঁ বেকত
নাহ-চিত-রিত-চোর।
হেরি শশি-মুখী নীবি-ছলে তহি
বান্ধল পাটক ডোর ॥
সঘন জঘন চক্র-বিখণ্ডন
সরস রসনা সাজ।
তাহে কি মদন জিতল ভুবন
বিজই ডিণ্ডিম গাজ ॥
উরুযুগ দলি কনক-কদলী
করভ-করক-ছন্দ।
রমণ-মোহন বিরহ-জলধি
তরণের সেতু-বন্ধ ॥

জানু-সম্পুট গোপি-লম্পট-
জীবন-সম্পদ-চোর।
হাটক-গঠিত কটক-রচিত
চটক-পটিম-মোর॥
রতন-রচিত মঞ্জুল-মঞ্জির-
রঞ্জিত চরণ-কঞ্জ।
মন্থর-চলিত মধুর শিঞ্জিত
হংস বারণ গঞ্জ॥
উছলি চরণ ও রবি-কিরণ
দিগহি দিগহি ভাস।
মুখ-বিধু-ধৃত পদ-তল-গত
তিমির করত নাশ॥
নখর-নিকর নিকে পসারল
কত নিশাকর-হাট।
পুন পুন ছবি দেখি যাউ রবি
তমক হৃদয় ফাট॥
প্রপদ সহিত জগত মোহিত
বেকত অলত-রাগ।
অধর-বরণ মাগত অরুণ
লাগল কি পদ-আগ॥
জিতল স্থথল- কমল বিমল
চরণ-তলকি পাঁতি।
ধূলি-ভিন্ন-পদ- চিহ্নক আমোদ
ভুলল ভ্রমর মাতি॥
মৃদুল অঙ্গুলি সরস পরশ
উরবি দরবি জাত।
হেরি বলরাম পূর মন-কাম
ধরণি ধরয়ে মাথ॥

কামোদ।

ভালে সে চন্দন চান্দ নাগরি-মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিলুঁ ও না ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ-ছান্দ কান্দে পুণিমক চান্দ
লাজ ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান-কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলু
কালা-অঙ্গে পড়িছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে ও রূপ দেখিয়া কোন
পামরি রহিতে পারে ঘরে॥

পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥

সুহই।

হেথা দূতি রাই সনে ছিলা।
শ্যাম চান্দে দেখিতে পাইলা॥
রাইয়েরে দেখায় শ্যাম চান্দে।
হেরি রাই ফুকরিয়া কান্দে॥
দূতি যাই নয়ান মুছায়।
না কান্দিহ বলি নিবারয়॥

আমি ছলে মিলাইব শ্যাম।
তুমি হেথা করহ বিশ্রাম॥
এত বলি চলে দূতি রঙ্গে।
মিলল শ্যাম ত্রিভঙ্গে॥
বলরাম দাস সঙ্গে যায়।
শ্যাম মুখ ঘন ঘন চায়॥

তোড়ী।

রস-ভরে মন্থর লহু লহু চাহনি
কি দিঠি ঢুলাওনি-ভাঁতি।
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল
জরজর করু দিন-রাতি॥
সজনী ইথে লাগি কান্দয়ে পরাণ।
কত কত জনম- কলপ-ফলে মীলল
দিঠি ভরি না হেরলুঁ কান॥
কত যে অমিয়া প্রতি- বচনে উগারই
কুলবতি-মোহন-মন্ত।
সো হিয় লাগি রজনি-দিন জারই
উহি উহি জিউ করু অন্ত॥
নিশি-দিশি সোঙরি সোঙরি চিত আকুল
ও গতি আধ-আধ পায়।
হঠ করি মরমে মরমে মঝু পৈঠল
কহ সখি কোন উপায়॥
কিবা দেই চন্দন- তিলক বনাওল
সো ভেল হৃদয়ক ফাঁদ।
বলরাম দাস কহ অব আর না রহ
কুলজা -কুল-মরিজাদ॥

সুহই।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন-পথ ধনি করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সভে নিন্দ গেল।
দেখি ধনি অতি উতকণ্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখিগণ সঞে তব করল পয়ান॥
পুনমিক চান্দ জিনিয়া মুখ-জোতি।
ঝলমল করু তনু কতয়ে মণিমোতি॥
থলকমল-দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদন-কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজ-যুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥

কেদার।

অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেত-কুঞ্জহিঁ শেজ বিছায়ই
কানু মিলব প্রতিআশ॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ-সুলেপন
বিকসিত-চম্পক-দাম।
কর্পূর তাম্বুল সম্পুট ভরি রাখয়ে
পূরব মনরথ কাম॥

মঙ্গল-কলস পর দেই নব পল্লব
রম্ভা শোভে তছু ঠাম।
রতন-প্রদীপ সমীপহিঁ জারল
চামর-বিজন অনুপাম॥
কত উপহার কুঞ্জ মাহা করলহি
কানু মিলব প্রতিআশ।
ঘর বাহির কত আয়ত যায়ত
কি কহব বলরাম দাস॥

ভাটিয়ারি।

মুখ দেখিতে বুক বিদরে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাবিলে কামিনী দিবস-রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সই কি জানি কদম্ব-তলে।
দেখিয়া ও রূপ কুলে তিলাঞ্জলি
যাইতে যমুনা-জলে॥
বঙ্কিম নয়নে ভঙ্গিম চাহনি
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সই জানিলু নিশ্চয়
মজিল কুলের গোরি॥
চাচর চুলে ফুলের কাছনি
সাজনি মউর-পাখে।
বলরাম বলে কোন কামিনী
কুলের ধরম রাখে॥

বরাড়ী।

কাহে কমলমুখী ঝামরি ভেলি।
পালটি আওলি যমুনা নাহি গেলি॥
পুরুখ কহল ধনী থোর।
রোধল কণ্ঠ থকিত রহু বোল॥
আজু সতি মাধব শুভদিন তোরি।
হেরলু তোহে অনুরাগিণি গোরি॥
পুন পুন পুছই কাহে তুহুঁ ভোরি।
কোন পুরুখ রহু পন্থ আগোরি॥
সো নাহি শকতি কহত পুন বাত।
মরকত রতন দেখায়লি হাত॥
গোপতহুঁ অম্বরে মেটই লোর।
তবহুঁ ঢরকি পড়ু আঁচর ওর॥
বলরাম কহ ধনি চাতক লেহ।
শুনি পহুঁ দিঠি ভেল শাঙন মেহ॥

গান্ধার।

অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী
সহজে আকুল-হিয়া।
আঁখির ঠারে পাগল করিলে
কি জানি কু মন্ত্র দিয়া॥
শ্যাম বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
কুল-বৌহাড়ীরে ঘর ছাড়াইলে
কি হবে তোমার লাভ॥
কিসের রঙ্গে এত না ভঙ্গে
অঙ্গ দোলাইয়া হাঁট।
কথার ছলে ভিতরে পশিয়া
পাঁজরে পাঁজরে কাট॥

সদাই হাস লাজ না বাস
না বুঝি তোমার কাজ।
তব এই রীতে যত কুলবতীর
কুলেতে পাড়িলে বাজ॥
জাতিকুল শীল সব মজাইলে
মরুক কুলের নারী।
বলরাম বোলে দারুণ চিত
তভু পাসরিতে নারি॥

তোড়ী।

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ গদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান॥
সখি হে—কি ভেল এ বর-নারী।
করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরি
জনু ধন-হারি জুয়ারি॥
বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরি
বাউরি জনু ভেল গোরি।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি॥
কাতর-কাতর নয়নে নেহারই
কাতর-কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি॥

ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

সুহই।

এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
কখন যাহারে মুঞি দেখি নাই স্বপনে।
কলঙ্ক তোলায় লোকে সে জনার সনে॥
ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হইতে মোর উঠে পরিবাদে॥
স্বামী ছায়ায় মারে বাড়ী।
তার আগে কু-কথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদী দেখয় চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তুলাইয়া সদাই পাড়ে গালি॥
এ দুখে মোর পাঁজর হইল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
কাহারে কহিব সই মনের কথা।
বলরাম দাস বলে কি হইল বিধাতা।

ধানশী।

শশিমুখি হেরলুঁ অপরুপ মেহ।
শ্যামর সুন্দর রসময়-দেহ॥
শুনি তছু কাহিনি করুণ নেহারি।
ঘন ঘন চমকি রহলি সিতকারি॥

কি কহব মাধব তুয়া পুণ ভাগি।
জানলুঁ রাই তোহে অনুরাগি॥
পুন হাম কহলুঁ তড়িত তহি হেরি।
পীতাম্বর জনু পহিরলি ঘেরি॥
পুন ধনি ঝাঁপই পুলকিত গাত।
ছল বল লোরে রহলি নত-মাথ॥
সলিল-ধার জনু মোতিম-পাঁতি।
শুনি ধনি দীঘ নিশসি তনু-ভাঁতি॥
বলরাম মনহি বিচারণ কেল।
প্রেম-লখিমি-মুরতি মতি ভেল॥

ধানশী।

কমল-কুবলয় কুমুদ-কিসলয়
কতহুঁ শেজ রি লাগি।
কতহু বিধি করি করু কুসুম-তর
কুসুমে জারল আগি॥
কি কহু কামিনি কঠিন বেদন
কোন কহইতে পার।
কুলিশ তুয় নেহ কতহি তনু দহ
কানু কি জীবই আর॥
কত হি যুবতী কান্দ উনমতি
কোরে হরি করি নেল।
কেশ ন বান্ধই কাতর বিলপই
লোরে করদম কেল॥
কোই করে ধরি কোই মুখ হেরি
কোই করু অশোয়াসে।
কাঁপ থরহরি নয়ন মুদি হরি
কি কহু বলরাম দাসে॥

গান্ধার।

হেরতহি করু কত আদর।
পিরিতি বরিখ করু বাদর॥
পুছইতে কুশল তোহারি।
মুগধিনী কহই না পারি॥
মাধব কোনে কহব তছু কাহিনী।
রসবতী কোটি শিরোমণি॥
জানলুঁ আরতি রাই।
কহল কুশল থির নাই॥
শুন পুন শতগুণ বিকলি।
কহ লো বরজপতি কুশলি॥
মুরছি পড়ই যব গোরি।
কহল কুশল তব তোরি॥
তব থির পরসন নয়না।
হেরল বলরাম বয়না॥

ধানশী।

মাধব ঐছে বচন শুনি সো সখি
চললিহুঁ রাইক পাশ।
মন মাহা বচন রচন করি যৈছনে
নাহক পূরয়ে আশ॥
অপরূপ দোতিক রীত।
সখিগণ সঙ্গে রাই যাহাঁ বৈঠয়ে
তাহিঁ যাই উপনীত॥
শুন শুন রমণি- শিরোমণি মুগধিনি
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম।
তুয়া রূপ হেরি সোই ভেল আকুল
কহই দাস বলরাম॥

বরাড়ী।

পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস।
পুন ধনি তেজলি দীঘ নিশাস॥
ছলে হম কহল তুয়া পরসঙ্গ।
থোড়ি মোড়ি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ॥
পরিখত যব হাম মাগত মেলানি।
গাঁথল হার উঘারল আনি॥
নায়ক-নীলমণি লেই উঘারি।
শির পর থাপলি সো বর-নারি॥
সো পুন হার তরল করি গাঁথ।
যতনহি পহিরলি লেই মঝু হাথ॥
তরল-নয়ানি রহলি শির নাই।
বলরাম কহ পহুঁ কহত বুঝাই॥

করুণা।

কিনা রূপ কিবা বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ-চিতে পাসরিতে নারি।
কিবা যশ অপযশ কিবা মোর গৃহ বাস
এক-তিল না দেখিলে মরি॥
সই কতদিনে পুরিবেক সাধ।
সাধিমু সকল সিধি পরসন্ন হবে বিধি
তার সনে হবে পরিবাদ॥
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ান-কোণে চায়।
জাতি কুল জীবন এ রূপ যৌবন
নিছিয়া পেলিলুঁ তার পায়।

নিশি-দিশি অনুখণ অনিমিখ-নয়ন
থাকিলুঁ ও চাঁদ-মুখ চাঞা।
এই দড়াইলুঁ মনে প্রবেশ করিব বনে
কানু-ধন গলায় গাঁথিয়া॥
এ কুল ও কুল খাঞা মুঞি গেলুঁ আপন নিঞা
মোরে কেনে করহ যতন।
বলরাম দাসে বলে ছাড়িব কাহার ডরে
সেই মোর পরাণের ধন॥

কেদার।

রাই বোলহ করিব কি।
তিলেক তোমার পরশ না পাইলে
সেই ক্ষণে নাহি জী॥
তোমার অঙ্গের সরস পরশ
পাইলে যে সুখ উঠে।
বুকের ভিতর বান্ধিয়া রাখয়ে
ছাড়িতে পরাণ ফাটে॥
বিহি নিদারুণ করিলেক ভিন
তোমা হেন গুণ-নিধি।
এ মুখ দেখিয়া হৃদি উল্লাসয়ে
সকলি পাইনু সিধি॥
হেন লএ মনে প্রবেশিয়া বনে
তোমারে করিয়া বুকে।
বলরাম চিতে দেখি দিন রাইতে
আপন মনের সুখে॥

ধানশী

জনম উরধ মুখ তব ধরি বাম।
হিয় মাহা উপজিলেন হিয় ঠাম॥
অগরজ কণ্ঠদেশ করি বোধ।
বদন রাজপর সাজল যোধ॥
এ সখি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
কুচ যুগই ভুজহু তহু বন্ধ॥
চড়ি উচ দুরপনয়ন যুগ লাগি।
সো ডর করণ-কুহরে চলু ভাগি॥
ইথি ভয় মাঝ হোত অতি ছিন।
ছাপাই তহি জনি কোই না চিন।
নিজ বলে জিতল ভূতল সগরি।
নাথল মেরু জিতল সুর নগরী॥
বরজক বিবর বল বর নাহ।
বলরাম পহু কর দেয়ত চাহ॥

তোড়ী।

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥

দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥

করুণা।

সভে বলে সুজন-পিরিতি যেন হেম।
বিষম হইল মোরে কালিয়ার প্রেম॥
এ ঘর-বসতি মোরে লাগে যেন শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলি॥
যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজর-কাটা যে বল্যাচ্ছে বাণী।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুণের খনি॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চৌখে-চৌখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
বলরাম দাস বলে না ভাব সুন্দরি।
শ্যামসুন্দরের প্রেম সুধার লহরী॥

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সভাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াকু নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরিতি॥

আশাবরী।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরিতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবন-মোহন রূপখানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরু-ভয় লোক-লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তমু সে তোমার প্রেম নহে বিসরণ॥
তোমার পিরিতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া॥

গান্ধার।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি॥
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী তুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলোঁ সতীর সমুখে॥

এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলুঁ তোমার পরিবাদ॥

তোড়ী।

ছাড়িয়া ঘরের আশ করিব সে বনবাস
এই চিতে দঢ়াইলুঁ সার।
রাতি দিবসে হাম হিয়ার উপরে থোব
না করিব আর আঁখির আড়॥
সই তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি ভাসাইলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
ঘুচাইলুঁ ধরম-করম॥
শাশুড়ী-ননদী-ডরে নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া চাঁন্দমুখ নিরখিয়া
মনের কথাটি কব তারে॥
নয়ানে না দেখে আন আন নাহি শুনে কাণ
যত দেখি সব লাগে ধন্দ।
বলরাম দাসে বলে না জানি কি করিলে
সে নাগর গোকুলের চন্দ॥

সুহই।

যারে মুই না দেখোঁ নয়ানে।
কলঙ্ক তোলায় তার সনে॥
নগরে আছয়ে কত নারী।
কে না চাহে শ্যাম পানে ফিরি॥

কে না পিরিতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে ॥
মোর হৈল সব বিপরীত।
জগতে করিলে বেয়াপিত ॥
যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে।
তাহা যেন দেখিল এখনে ॥
বলরাম কহে পাপ-লোকে।
মিছা কথা করে পরতেকে ॥

সুহই।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী ॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাঙ চাঁদ সুরুজের মুখ ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈলে বিদগধ-রায় ॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তভু ত না গুণে মনে এত পরমাদ ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি ॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে ॥
ভাবে বিভোর তনু গদ-গদ বাণী।
ধরিতে ধরণে না যায় দুটি চৌখের পানি ॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরামদাস বলে না জানি কি হয় ॥

শ্রীরাগ ।

রাজার ঝিয়ারী কুলের বোহারী
স্বামী-সোহাগিনী নারী ।
পিরিতি লাগিয়া এ তিন খোয়ালুঁ
হইলুঁ কুল-খাঁখারী ॥
সই কি ছার পরাণ কাজে ।
স্বপনে সে জন নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে ॥
ধরম করম সব তেয়াগিলুঁ
যাহার পিরিতি সাধে ।
জাতি কুলশীল সকল মজিল
সে জনার পরিবাদে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর-জর
না রুচে আহার পানি ।
কহে বলরাম এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি ॥

ভাটিয়ারি ।

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাথে পরাণ ধরে ।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সই সে কালা কদম্বতলে ।
ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিলুঁ যমুনার জলে ॥

বঙ্কিম নয়ানে ভঙ্গিম চাহনি
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিচয়ে জানিলুঁ
মজিল কুলের নারী ॥
চাঁচর চুলে সে ফুলের কাঁচনি
সাজনি ময়ুর-পাখে।
বলরাম বলে কোন বা দারুণী
কুলের ধরম রাখে ॥

শ্রীরাগ।

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ॥
রসিয়া-নাগর হেরিয়া মরিলুঁ
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন লাগে উচাটন
তারে সে পরাণ ঝুরে ॥
আঁখির ঠারে বুক বিদারে
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী পাপিনী যুবতী
রাখুক কুলের মান ॥
হিয়া জরজর পরাণ ফাঁফর
দারুণ মুরলী-স্বরে।
ফুটিল হরিণী লোটায় ধরণী
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে ॥

মধুর বোলে পরাণ দোলে
তাহে পরমাদ হাস ।
বলরাম কহে এবে সে নিচয়ে
ছাড়িলুঁ ঘরের আশ ॥

সিন্ধুড়া ।

কি বা সে মোহন-বেশ ভুলাইলে সব দেশ
না রহে সতীর সতীপনা ।
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥
সই হাম কি করিলুঁ কেনে বা সে বাঢ়াইলুঁ
কি শেল হানিল জানি বুকে ।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালারূপ দেখি চৌখে চৌখে ॥
কিবা সে নয়ান-বাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে ।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে ।
উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥
রসের মুরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী ।
বলরাম দাসে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি ॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালা রূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিলে রাঙ্গা নয়ন-নাচনে॥
কি খেনে দেখিলাম সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে পরাণ ফাঁফর॥
সহজে মুরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈলে চূর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগ-মন হরে।
আধ মুচকি হাসে কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥

ভাটিয়ারি।

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিল বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরিতি-বিয়াধি॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিলুঁ।
গোপতে বাঢ়ায়্যা প্রেম আপনা খোয়ালুঁ॥
জাগিতে স্বপনে মনে নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন জাতি প্রাণ তেজে।
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥

ভাটিয়ারী।

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায়॥
মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কি খেণে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলু ঢুলু ছুটি নয়ন-নাচনি
চাহনি মদন-বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন-তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥

ধানশী।

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥
রূপ দেখি কি না সে করিলুঁ।
বল করি জাতি প্রাণ পর-হাতে দিলুঁ॥
নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনি।
কত না ভঙ্গিমা ছুটি নয়ান-নাচনি॥

কিসের লোকের ভয় কিবা গুরু-লাজে।
মধুর মুরতি সে লাগিল হিয়ার মাঝে॥
ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ওই পিরিতের ফাঁদ॥

সিন্ধুড়া।

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর-বসতি
কিবা বা করিবে বাপ মায়।
জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম-পায়॥
কহিলুঁ নিদান আর না রহে প্রাণ
শ্যাম সুনাগর বিনে।
কুলের ধরম ভরম সরম
ভাগিল এতেক দিনে॥
সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিমু
লইয়া থাকিমু চৌখে চৌখে।
হার করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিমু বুকে॥
চিতে উঠে যত বেশ করি তত
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাথ।
অনেক দিনের সাধ পূরাইব
কোলে করি প্রাণনাথ॥
দেখিয়া দেখিয়া মুখানি মাজিব
তাম্বুল দিব চাঁদমুখে।
বলরামের কথা বন্ধু লৈয়া যাব যথা
রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে॥

সুহই।

দুই ভুরু কামের কামান।
নঠ কৈল কুল-অভিমান॥
কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায়॥
সে মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া রৈল মোর॥
কত না নাগরপনা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা-পরাণে কিতা সয়॥
কে না কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ॥
তিরি-বধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয়॥

করুণ বরাড়ী।

বিষম হইল কালার প্রেম লাগে শেলি।
ঝুড়িয়া ঝুড়িয়া কান্দে পরাণ-পুতলী॥
যত যত পিরিতি করিয়াছে মোরে।
আঁখরে আঁখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজর কাটা কইয়াছে কথা খানি।
সোঙারিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চায় চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রইল বুকে॥
হিয়ায় ধরিয়া কবে দেখিব মুখখানি।
বলরাম বলে হিয়ায় দারুণ আগুনি॥

তথারাগ।

নয়ান-কোণের বাণে হিয়ায় হানিলে রে
সেই হইল পিঠের পার।
জ্বালিয়া তিন কোণের খড়, দিলুঁ ও সুখের মুখে
তবে আমার দুখের নাহি পার॥
রসের আবেশে অঙ্গ মোড়া দিয়া
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায় ও ভুরু নাচায়
তাতে কি পরাণ রয়॥
বাঁশীর ফুকে বুকের ভিতরে
ফুটিয়া আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে হিয়ার হিলোলে
পরাণ-পুতলী দোলে॥
হিয়া জর জর পরাণ ফাঁফর
দেখিয়া ও মুখ চান্দ।
বলরাম-মনে আন নাহি লয়
সবে প্রাণ গোকুল-চান্দ॥

ধানশী।

বিরহ-বেয়াধি- বেয়াকুল সো পহুঁ
বরজল ধৈরজ লাজ।
বাসর যামিনি বিলপি গোঙায়ই
বসি বসি বিপিনক মাঝ॥
বিধুমুখী বেদন কি কহব আজ।
বিষম-বিশিখ-শর বরিখণে জরজর
বিকল বরজ-যুবরাজ॥

বহু বৈদগধি বিবিধ-গুণ-চাতুরি
বিছুরল সবহুঁ মুরারি।
বরিখক ঠামে বোল তোহে পাবই
বাউর ভেল বন-মালি॥
বেশ-বিলাস বিশেষহি বিরচল
বিরমল ভোজন পান।
বোলইতে বদনে বচন নহি নিকসই
বলরাম কি কহব জান॥

ধানশী।

চন্দন পরশি চমকি ঘন উঠই
চান্দক কিরণে উজোর।
চারি পহর নিশি বিলপি গোঙায়ই
বিরহক নাহিক ওর॥
চারু চিকণ ঘন তনু-রুচি জারল
চণ্ড বিরহে জনু আগি।
চামর-রুচির চিকুর গড়ি যাওত
চির-খণে না বহে বাণি।
চতুর-শিরোমণি চেতন তেজল
চীত-পুতলি সম মানি॥
চেতইতে তবহুঁ নয়ন উনমীলই
চম্পাক-দামক নামে।
চাহি চাপি হিয় পুনহি মুরছি রহু
চরণে কি কহু বলরামে॥

অভিসার

কেদার

বাঁশী রবে উনমত পুলকিত মনে।
সাজল নিকুঞ্জ বনে শ্যাম দরশনে ॥
মনিময় আভরণ বিচিত্র বসনে।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমনে ॥
গজেন্দ্র গমনে যায় রাই বিনোদিনী।
রমণীব শিরোমণি কানু মন মোহনী ॥
চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে।
ধৈরজ ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে ॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায়।
মাধবীলতার তলে পাইলা শ্যাম রায় ॥
আইস আইস বিনোদিনী ডাকে বিনোদিয়া
চকোর ধাইল যেন চান্দেরে পাইয়া ॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
নিজ অঙ্গবাসে মুছে বদন কমলে ॥
হাটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে।
এত দুখ দিল মোর মুরলীর তানে ॥
দুহুঁ তনু মিলল মনের হরিষে।
বলরাম দাস চলি গেল আশে পাশে ॥

ধানশী।

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর।
ভেটব সমরে ধীর সখি তোর ॥
সঙ্গর-রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ।
আগে তুহু সরবি সরব হাম পাছ ॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ নাহি ডরবি।
হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি ॥

সিংহ মতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই।
ত্রিভুবন-শোহন-মোহন হোই॥
ঋতুপতি-কোটি ছোটি করি জান।
মনমথ-কোটি-মথন হাম কান॥
কি করব মধুকর মন্ত্র উচার।
শ্যাম-ভ্রমর যাহাঁ কমল বিহার॥
অবলা কি করব রণ বল-খীণা।
সহচরিগণ রণ-যুগতি-বিহীনা॥
কিয়ে ছিয়ে ফুল-ধনু কুসুমক বাণ।
হিয়ে মণি-কিরণহি করব মৈলান॥
ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাখ।
বরিখনে জরজর করবহি তাক॥
ভূজযুগ-বল্লি-পাশে করি বন্ধ।
গিরব গিরায়ব কত করি ছন্দ॥
সো ধনি কয়ল যো কঞ্চুক সন্না।
নখর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্না॥
নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে।
লঙ্ঘিব কুচ-গিরি আপন প্রতাপে॥
রণ-রথ জঘন করব অবলম্ব।
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নবপল্লব জিনি অধর সুরাতে।
করব বিখণ্ডন রদন-বিঘাতে॥
তব যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে।
ঐছন যুগতি করব হাম চীতে॥
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ-পরাজিত সোঁপব চরণে॥
তুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ।
বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উলাস॥

অভিসার

ভূপালী ।

চান্দ-বদনি ধনি করু অভিসার ।
নব নব রঙ্গিণি রসের পসার ॥
মধু-ঋতু রজনি উজোরল চন্দ ।
সুমলয়-পবন বহয়ে মৃদু মন্দ ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণি বাজ ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুণুঝুনু ।
মদন বিজই বাম হাতে ফুল-ধনু ॥
বৃন্দা-বিপিনে ভেটল শ্যাম্ রায় ।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় ॥
ধনি-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান ।
বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম ॥
পূরল দুহুঁক মরম অভিলাষ ।
আনন্দে হেরত বলরামদাস ॥

শ্রীরাগ ।

মাধব এ তুয়া কোন বিচার ।
নলি পুতলি তনু সরবই গরবই
কৈছে করবি অভিসার ॥
কাচুরি ফারি চরণ তলে বোধই
নাসিকা মতি না রাখ ।
চলই না পারই আরতি বাঢ়ই
কাতরে মাগই পাখ ॥
চলতহি তুড়িত ক্ষেণে পুন বৈঠত
পদযুগে দেয়ত গারি ।
কহ বলরাম তহি অতি দুরত
লোচনে শাঙন বারি ॥

ধানশী।

সাজল রসবতি সহচরি সঙ্গ।
মনমথ-সমর মনহি মন রঙ্গ ॥
কালিন্দি-কূলে নিকুঞ্জক মাঝ।
রঙ্গ-ভূমি অতি সুললিত সাজ ॥
ঋতু-পতি চমু-পতি নব পরবেশ।
আওল বিপিনে রচন করি বেশ ॥
মদন-কুঞ্জ যাহা শ্যাম রণ-বীর।
সাজলি তহিঁ ধনি সমরে সুধীর ॥
ঐছনে হেরইতে কানুক পাশ।
কহইতে আওল বলরাম দাস ॥

ভূপালী।

বেশ করে প্রিয় সহচরী।
সাজায়ল নবীন কিশোরী ॥
ত্বরিতে চলল কুঞ্জ পথে।
প্রিয় সহচরীগণ সাথে ॥
গতি যেন মরালের বঁধু।
ধরণীতে চলে যেন বিধু ॥
রাই মুখ শশধর বলি।
চকোর ধাইল আর অলি ॥
রাই করে দোহারে বারণ।
আঁচরে ঝাঁপি নিজ বদন ॥
প্রবেশিল নিকুঞ্জ মন্দিরে।
মিলল শ্যাম সুনাগরে ॥
বলরাম দাস কহে দোঁহে ভোর।
বৈঠল বন্ধুয়াক কোর ॥

গান্ধার।

যাকর মাঝ হেরি মৃগ-রাজ।
ভয়ে পৈঠল গিরি-কন্দর মাঝ॥
শুনইতে চমকিত সবহুঁ মতঙ্গ।
চরণহি সোঁপল নিজ গতি-ভঙ্গ॥
আনি দেই নিজ লোচন-ভঙ্গী।
বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥
মঙ্গল-কলস পয়োধর জোর।
তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার।
ঋতু-পতি যোধে ভেল আগুসার॥
একলি চঢ়লি মনোরথ মাহ।
দৃঢ় করি কঞ্চুক কয়ল সন্নাহ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি।
তুয়া পর সুন্দরি সাজল ধারি॥
লোচন-বাণে কয়ল শরজাল।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ার॥
যব করে পরশল কুসুমক চাপ।
তব ধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ॥
কুসুম-বিশিখ যব লেওব হাত।
পড়ব কুসুম-শর বজর-বিঘাত॥
বিধুমুখি নিধুবন-সমরে সুধীর।
যতনে পঠায়ল ঋতু-পতি বীর॥
সোই করব তহি বীরক দাপ।
তাকর কোন সহব পরতাপ॥
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম।
কহ বলরাম কি হয়ে পরিণাম॥

রসোদ্গার

বিভাষ।

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরিতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে ॥
আপনার হাতে পান সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয় ॥
মরোঁ মরোঁ সই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া ॥
করতলে ঘন বদন মাজই
বসন করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ সকলি সোঁপিলুঁ
ধৈরজ পাওল চূর ॥
মরম বান্ধল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি।
যখন যেমতি করে অনুমতি
তখন তেমতি করি ॥
তোর সঞে সখি কথাটি কহিতে
সোয়াস্ত ন পাঙ হিয়া।
বলরাম কহে মরি যাই হেন
পিরিতি বালাই লৈয়া ॥

ভাটিয়ারি ।

কত নাস-বেশ করি   পরায় পাটের শাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাটায় ।
দেখিয়া হাটন মোর   হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায় ॥
সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে ।
কত কুলবতী যারে   হেরিয়া ঝুরিয়া মরে
সেহ যোড় হাথে মোর আগে ॥
অতিরসে গরগরি   কাঁপে পহু থরথরি
আরতি করিয়া কোলে করে ।
ঘন ঘন চুম্বনে   নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে ॥
চন্দন মাখায় গায়   দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায় ।
বিনি কাজে কত পুছে   কত না মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায় ॥
তুমি মোর ধন প্রাণ   তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাষে ।
যতেক পিরিতি তার   জগতে কি আছে আর
কি বলিবে বলরাম দাসে ॥

ধানশী ।

কি কহব বঁধুর পিরীতি ।
নিরুপম সকলি কি রীতি ॥
আপনা না জানে আমা পিয়ে ।
রাখে মোরে হিয়ায় পুরিয়ে ॥
সদায় বচন নিরখয় ।
তবু আঁখি তিরপিত নয়

বচন শুনিতে সাধ কত।
রহে যেন সেবকের মত॥
আলতা পরায় মোর পায়।
আপনার নাম লেখে তায়॥
বলরাম দাসে কহে সার।
শ্যাম বঁধু রসের পাথার॥

ধানশী।

রাতি দিন চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাঁতি জাগিয়া পোহাল রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দারিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥

তোড়ী।

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি কি সে পিরিতি
জীতে কি পাসরিতে পারি॥
নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
আপনা দিয়া কত কি নিছে॥
না জানি কি সুখে দাড়াঞা সমুখে
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে॥

সিন্ধুড়া।

মরম কহিলু মো পুন ঠেকিলু
সে জনার পিরিতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগিয়া থাকে
তমু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়া মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥

হার নহেঁা পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহেঁা মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াস্ত না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখে দেই লৈয়॥
সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আউলায়্যা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥

সম্ভোগ

বিহগড়া।

দুহুঁ দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল মেলি।
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি॥
গদগদ বচন কহই নাহি পারি।
যৈছন রোখে অবশ রহু থারি॥
ভাঙ-ধনুয়া পর করই সন্ধান।
মরমহি হানল মনমথ-বাণ॥
ঋতুপতি সমতি সৈনপতি-রাজ।
আগহি ভেজল সমরক সাজ॥
মুকুলিত চূত অশোক বকফুল।
ভৈ গেল সবহুঁ বিশিখ সমতুল॥
তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল।
বাওই রণ-বাজন দ্বিজকুল॥
অপরূপ রঙ্গভূমি বন মাঝ।
পৈঠল দুহুঁ জন সমর-সমাজ॥
রতি-রণ-বীর-নয়ন-শরজালে।
ভাগল সহচরি দুরহি নেহালে॥
ভুজে ভুজে দুহুঁ জন বন্ধন-ছন্দ।
বলরাম দাস কহে লাগল ধন্দ॥

কেদার।

রাধামাধব রতি-রণ বিরমে।
বৈঠল মাধব রাধা বামে॥
হেরি সহচরি কোই চামর বিজই।
বয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই॥

কোই সখি দেয়ল তাম্বুল বয়নে।
আনন্দে হেরই ঢরঢর নয়নে ॥
কোই সখি দেয়ত গন্ধ সুবাসে।
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে ॥

শ্রীরাগ।

সব সখিগণ সঞে রাই সুধামুখি
কানুক ভোজন-শেষ।
ভুঞ্জয়ে কত পরমানন্দ কৌতুকে
গুণমঞ্জরি পরিবেশ ॥
অপরুপ ভোজন-কেলি।
করিয়া আচমন নিভৃতে নিকেতন
চলু সব সহচরি মেলি ॥
রতন-পালঙ্ক পর শূতল রাই কানু
প্রিয়-সখি তাম্বুল দেল।
খণ এক নিন্দে নিন্দায়লি দুহুঁ জন
বলরাম হরষিত ভেল ॥

বরাড়ী।

রাধামাধব শয়নহি বৈঠল
আলসে অবশ শরীর।
তবহি বনেশ্বরি বহুত যতন করি
আনল শারি শুক কীর ॥
হেরি দোহেঁ ভেল আনন্দ।
রাইক ইঙ্গিতে বৃন্দা পঢ়াওত
বহু গীত পদ্য সুছন্দ ॥

কানুক রূপ গুণ শুক কর বর্ণন
প্রেমে প্রফুল্লিত-পাখ।
শারি পড়ত যত রাই-গুণামৃত
কানুক বুঝিয়া কটাখ॥
ঐছন দুহুঁ জন ইঙ্গিতে দুহুঁ পুন
পাঠ করত অনুপাম।
সো বচনামৃত শ্রবণহি শুনব
কব ইহ দাস বলরাম॥

পঠমঞ্জরী।

কুসুম-ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরি মধুকর রোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁ জন আরতি চন্দন-বায়॥
পুনমিক রাতি মোহন ঋতু-রাজ।
বৈদগধি বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ নীলমণি বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবান॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরি।
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরাম দাস॥

রামকেলি।

সখি হে এ তুয়া কৈছন রীত।
তুয়া বচনে ধনি বেচল নিজ তনু
তুহুঁ পুন কহ বিপরীত॥

স্বামি-বরত ছলে কাননে আনলি
একলি প্রিয়-সখি মোর।
নলিনি-সুকোমল তুলহ সুনায়রি
ডারলি মদ-করি-কোর॥
সখি সতি-বরতিনি নব-কুল-কামিনি
পর-পিয়া স্বপনে না জানি।
এ নব যৌবন অমুল রতন-ধন
পর-করে দেয়লি আনি॥
তুয়া রসে রসবতি ছোড়ল নিজপতি
গুরুজন-ভীত না মানি।
বলরামদাস-হিয়া অমিয়া নিসিঞ্চব
চম্পকলতা-সখি-বাণী॥

সুহই।

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বয়ে তুহুঁ মুখ হেরি॥
তুহুঁ জন-নয়নে গলয়ে জল-ধার।
রোই রোই সখিগণ চলই না পার॥
খেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার
গলিত বসন ফুল কুন্তল ভার॥
নূপুর অভরণ আঁচরে নেল।
তুহু অতি কাতরে তুহুঁ পথে গেল॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায়॥
চলইতে হেরল নিকটহিঁ গেহ।
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ॥
আপাদবদন সব বসনে বেয়াপি।
অলপে অলপে সভে পদযুগ চাপি॥

নিজ মন্দিরে ধনি আয়লি দেখি।
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি॥
তুরিতহিঁ পৈঠলি মন্দির-মাঝে ।
বৈঠলি সুন্দরি আপন শেজে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস॥

রসালস

রামকেলি।

মন্দির চলব জানি অতি কাতর
আকুল জলধি-তরঙ্গ।
কত কত চুম্বন কতহুঁ আলিঙ্গন
দূবর ভেল দুহুঁ অঙ্গ॥
সখি হে কিয়ে বিধি লাগল বাদে।
কণ্ঠ কণ্ঠ গহি সব সখি রোয়ত
হেরইতে দুহুঁক বিষাদে॥
সোঙরি বিচ্ছেদ খেদ দুহুঁ আকুল
দুহুঁ রহু কোরে অগোরি।
দুহুঁক নয়ন-নিরে দুহুঁ তনু ভীগই
রোয়ই মুখে-মুখ জোরি॥
এ মুখ-দরশন বিনে তনু জারব
কহি কহি রোয়ে মুরারি।
ধনি-মুখ উলটি পালটি কত হেরই
কত জিউ করত নিছারি॥

ব্রজপতি-রাণি সঙ্গে পুন ব্রজপতি
আই কুঞ্জ মাহা পৈঠ।
শুনইতে বলরাম দুহুক সম্ভেদল
দুহুঁক ছোড়ি দুহুঁ বৈঠ॥

কৌ রামকেলি।

বেশ বনাই পহিরি পুন শাড়ি।
যব পহু-আগে রহলি ধনি ঠাড়ি॥
হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে।
মাতল রোই ধরল ধনি কোরে॥
দারুণ দুরবিহি দুরযশ নেল।
হিয় মাহা হানল গরলক শেল॥
কোরহি বৈঠলি মুগধিনি রাই।
বসনহি ঝাঁপি রোই শির নাই॥
শির পর শির ধরি রোয়ই কান।
কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান॥
মুরছি গোরি পড়লি খিতি মাহ।
পুন করি কোরে রোই বর নাহ॥
লুঠই ধরণি পহু কর উর তারি।
ভোরি রোয়ত নাহ ধনি অলকারি॥
মুখ হেরি রোই করই আশোয়াস।
ছল ছল দিঠি-জলে গদগদ ভাষ॥
চুম্বি আলিঙ্গি সাতায়লি শ্যাম।
লেই ধনি গেহ চলব বলরাম॥

রামকেলি।

তুহুঁক বেয়াকুল হেরি সব সহচরি
বহু পরবোধলি তায়।
কত পরিহাস-বচনে পুন তুহুঁ জনে
বিরহ করয়ে অন্তরায়॥
দেখ দেখ অপরুপ সখি সুচতুর।
রভস-সরোবরে তুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পূর॥
তুহু -মুখ তুহুঁ জন চুম্বই পুন পুন
তুহুঁ দোহাঁ কোরে অগোরি।
তেজল সরম ভরম ধনি বিছুরল
গেহ-গমন পুন ভোরি॥
সহচরিগণ সব মনহি বিচারই
কৈছে লেয়ব তুহুঁ বাসে।
তৈখনে নয়ন-যুগল ভেল ঢল ঢল
কহতহি বলরাম দাসে॥

বিভাষ।

রাই মুখ-পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজল
বসনহি পুলক আগোর।
নিরমিত সিন্দুর যতনে নিবারই
নীঝর নয়নক লোর॥
এ সখি চতুর-শিরোমণি কান।
নিরমজি উনমজি আরতি-সায়রে
করল বেশ-নিরমাণ॥

অঞ্ছইতে লোচন দুনয়ন ছল ছল
করল ঘরম-জল চোরি।
কত পরকারহিঁ কাঁপ নিবারল
লিখইতে উচ কুচ জোরি॥
বসন পরাইতে মুগধল নাগর
থম্বি রহল যব নাহ।
তব দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গদেবি সখি
তহিঁ বলরাম-মুখ চাহ॥

ললিত।

বৃন্দা-বিপিনহিঁ সব দ্বিজ-কূল।
কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল॥
শারি শুক তহিঁ কোকিল মেলি।
কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি॥
মউর-মউরি-ধ্বনি শুনিতে রসাল।
বানরি-রব তহিঁ অতি সুবিশাল॥
ঐছন শবদ ভেল বন মাহ।
জাগল দুহুঁজন নাগরি নাহ॥
আলসে দুহুঁ-তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে॥
পুনহি ফুকারই শারি সুকীর।
ঐছন যৈছে সুধা-রস গীর॥
কব বলরাম শুনব তহি শ্রবণে।
রাধামাধব হেরব নয়নে॥

পঠমঞ্জরী ।

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকর-পুঞ্জ ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলি-নিকুঞ্জ ॥
হরি হরি সব সখি ঘুমল শয়নে ।
অলসভাবে রহু অরুণিত নয়নে ॥
কূজই কোকিল মধুকর-নাদ ।
শুনি শুনি মনমথ মদ-উনমাদ ॥
উয়লহি হিম-কর উজর রাতি ।
ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাঁতি ॥
দশ দিশ পূরল খগ-গণ গানে ।
বলরাম জানল নিশি-অবসানে ॥

ভৈরবী ।

মধুর সময় রজনি-শেষ
শোহই মধুর কানন-দেশ
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া ।
মধুর মাধবী-কেলি-নিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুম-পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহি মাতিয়া ॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতি নব কিশোর
মধুর বরজ-রঙ্গিনী মেলি
করত মধুর রভস-কেলি ॥

মধুর পবন বহই মন্দ
কুজয়ে কোকিল মধুর-ছন্দ
মধুর রসহি শরদ-সুভগ
নদহি বিহগ-পাঁতিয়া।
রবই মধুর শারি কীর
পঢ়ই ঐছন অমিয়া-গীর
নটই মধুর মউর মউরি
রটই মধুর ভাতিয়া॥
মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রস-বিলাস
মদন হেরই ধরিণী লুঠই
বেদন ফুটই ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিত-রীত
বলরাম-চিতে ফুরউ নীত
দুহুঁক মধুর চরণ সেবন
ভাবনে জনম যাতিয়া॥

জানলি কানু গোপতে পরিহারল
কাতর-লোচন-ওরে।
ললিতা ছল করি রাইক করে ধরি
ডারলি নাহক কোরে॥
হরি হরি সব সহচরিগণ মেলি।
কিশলয়-শয়ন-তলে দুহু বৈঠব
বিলসব রসময় কেলি॥

বুঝিয়া বিশাখা সখি আনন্দে মাতলি
মাঝহি বচন-বেয়াজে।
কর ধরি ধনি-মুখ-বসন উঘাড়ল
চুম্বই নাগর-রাজে॥
চিত্রা বান্ধলি তুহুঁক পটাঞ্চলে
কহলি গেহ চলু বালা।
চলইতে রাই উঠই নাহি পারই
হেরি হাসয়ে সখি-মালা॥
ধনি দিঠে পেরলি জানি সুনাগর
তোড়ল গাঠিক বন্ধ।
কাহুক চুম্বই কাহুক আলিঙ্গই
হেরি বলরাম আনন্দ॥

বিভাষ।

দলিত-নলিন-সম মলিন বদন-ছবি
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড।
মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল
মরদল অরকত গণ্ড॥
এ সখি তুহুঁ অতি নিকরুণ-দেহ
হিয় চক্রী কুচ-ভর দেই মরদলি
শিরিষ-কুসুম-তনু এহ॥
নিল-উতপল-দল-কোমল উর-থল
ফারলি নখ-শর হানি।
ইথে অতি বেদন মুদি রহু লোচন
কিয়ে ভেল গদ গদ বাণী॥
মনমথ-ভূপতি-ভীত নাহি মানলি
সখিগণ গৌরব ছোড়ি।
চিত্রা-বচনে লাজে ধনি নত-মুখি
হেরি বলরাম সুখে ভোরি॥

ললিত।

অধরহুঁ রোদন মদন-শর জরজর
নখর-শকতি হিয়া ফোরি।
কঙ্কণ-খরগহি তোড়ি সবহুঁ তনু
সরবস লেয়লি মোরি॥
শুন সহচরি হেরলু কিয়ে নঠ-চাঁদ
রস-ঔখদ দেই মোহে সন্তায়বি
পুন দেয়সি পরিবাদ॥
পুন ভুজ-পাশে বান্ধি হিয়ে তাড়লি
তুহু কুচ-পর্ব্বত-ঘাতে।
রতি অতি দুবরি কয়ল কলেবর
ইথে ঘুমলু পরভাতে॥
মুরছলুঁ হেরি তবহুঁ নাহি ছোড়ল
পুছহ মনমথ ঠাম।
কর দেই রাই নাহ-মুখ ঝাঁপল
হেরব কব বলরাম॥

ললিত।

ফুয়ল কবরি ধনি-বদন বেয়াপি
রাহু কিয়ে বিধু-মণ্ডল ঝাঁপি॥
চুম্বনে মেটল কুঙ্কুম-রাগ।
কাজর সিন্দুর দূরহি ভাগ॥
জানলুঁ কানু নিঠুর হিয় তোর।
ঐছন ভাতি কয়ল সখি মোর॥
বলহিঁ অধর-দল দশনে বিদার।
শয়নহিঁ লুঠই টুটল হার॥

নখ-পদ জরজর উচ-কুচ-ভার।
লূটলি সব তনু অতনু-ভাণ্ডার॥
সুপুরুখ জানি তোহে সোঁপলু রাই।
তাড়লি নিরজনে একলি পাই॥
তুহুঁ সতি বৃন্দাবন-বাটোয়ার।
বলরাম কহ সখি না বলহ আর॥

রামকেলি।

সহচরিগণ দেখি লাজে কমল-মুখি
ঝাঁপি রহল মুখ-আধ।
অলখিতে আধ-কমল-দিঠি-অঞ্চলে
হেরই হরি-মুখ-চাঁদ॥
হরি হরি মাধবি-লতা-গৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি-শয়নে দুহুঁ বৈঠলি
চৌদিশে রঙ্গিণি-সমাজ॥
গোরিক থোরি বদন-বিধু হেরইতে
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই
নিঝরই নয়নক লোর॥
হেরইতে সখিগণ ঢর ঢর লোচন
লোরে ভিগায়ই দেহ।
বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব
হেরব দুহুঁ জন লেহ॥

তোড়ী।

ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরি
কূজই কোকিল-বৃন্দ।
শুনি তনু মোরি গোরি পুন শূতলি
মুদি রহু নয়ন-অরবিন্দ॥
জাগইরে মোর প্রাণ-পিয়ারি।
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল
ননদিনি দেয়ব গারি॥
জটিলা শাশু আসু ভরি রোয়ই
খোজই যামুন-তীর।
শারিক বচনে চমকি ধনি উঠইতে
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথীর॥
চললি চিয়াওল তুরিতহি সখিগণ
জাগল অভরণ-বোলে
বলরাম হেরি জগাই উঠায়ল
দুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে॥

কৌ রাগ।

লহু লহু ছোড়ি গোরি তনু বৈঠলি
জাগল নাগর-রাজে।
ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগরি
শূতলি ঘুম-বিয়াজে॥
হরি হরি অব সুখ-যামিনি-শেষে।
রতি-রসে ভোরি জোরি তনু শূতল
বিগলিত-অম্বর-কেশে॥

রতনক দীপ সমীপ আনি পহু
করহি চিবুক ধরি থোর।
রাই চন্দ্র-মুখ-মণ্ডল হেরইতে
ঢর ঢর লোচন-লোর॥
বিপুল-পুলক-কুল ঝাঁপল তুহুঁ-তনু
তুহুঁ হেরি থরথর কাঁপ।
বলরাম ঐছন কব তুহুঁ হেরব
মেটব সব হিয়-তাপ॥

ললিত।

বৃন্দাবন শুক-শারিক-কোকিল-
অলিকুল-মঙ্গল-গানে।
রবই কপোত তবহিঁ চরণাউধ
দশ দিশ ভরল নিসানে॥
হরি হরি কোন চিয়ায়ব মোর
নিশি পরভাত তবহিঁ নাহি জাগত
ঘুমল যুগল কিশোর॥
ঝামর দীপ সুধাকর ধূসর
দিশি ভরু অরুণিম-কাঁতি।
কুমুদিনি ছোড়ি নলিনিগণে ধাবই
আকুল মধুকর-পাঁতি॥
মন্দির শূন হেরি বরজ-মহেশ্বরি
করলহি বিপিন-পয়াণে।
ললিতা-কাতর বচন-সুধা কব
বলরাম শূনব কাণে॥

বিভাস ললিত।

খোজিত ফিরতি জননি যশোমতি
আওল কুঞ্জ-কুটীর।
শুনইতে দক্ষ বিচক্ষণ-ভাষণ
চমকিত গোকুল-বীর॥
হরি হরি অব তুহু ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি ছরম-ভরে শুতলি
রতি-রসে যামিনি জাগি॥
রতি-রসে অবশ-কলেবর নাগর
উঠত থোরহি থোর।
প্রাণ-পিয়ারি নেহারি বদন পুন
ভোরি রহল তছু কোর॥
রাই-বদন ঘন চুম্বই সাদরে
কাতর-হৃদয় মুরারি।
নয়নক নীরহি শয়ন ভিগায়ই
হেরি বলরাম বলিহারি॥

বিভাস।

বৃন্দা-বচনহি উঠই ফুকারই
শুক পিক শারিক-পাঁতি।
শুন তহিঁ জাগি পুনহু তুহুঁ ঘূমল
নাগরি কোরহিঁ যাঁতি॥
হরি হরি জাগহ নাগর কান।
বর পামর বিহি কিয়ে তুখ দেয়ল
রজনি হোয়ল অবসান॥

আওলি বাউরি বরজ-মহেশ্বরি
বোলত পুন দধিলোল।
শুনইতে কাতর বিদগধ নাগর
থোর নয়নযুগ খোল॥
নাগরি হেরি পুনহি দিঠি মুদল
পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ।
বলরাম হেরি কবহুঁ সুখ-সায়রে
নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গ॥

রামকেলি।

চীর নিরাখি চম- কই ঘন পুলকিত
কাজরে কাঁপই কান।
হেরইতে সিন্দুর লোরে সিনাওল
কি করব বেশ-বনান॥
সখি হে সো অব মঝু মন ঝুর।
নিয়ড়হি গোরি নাহ ভেল ঐছন
না জানি কি হোত বিদূর॥
কাঁচলি-নামহি ধৈরজ তেজল
মনহি গহিন উনমাদ।
উচ-কুচ-কোরক পরশি বনাওত
কীয়ে করব পরমাদ॥
কিয়ে বিহি রাই- প্রেম দেই নিরমিল
রসময় নাগর কান।
কনক মঞ্জরি রতি- মঞ্জরি রোয়ত
রোয়ব কব বলরাম॥

বিভাষ।

মিটল চন্দন টুটল আভরণ
ছুটল কুন্তল-বন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুহুঁ মুখ-চন্দ॥
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর গোরি।
দুহুঁক পরশ-রভসে দুহুঁ মুরছিত
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণহি আপি।
নওল কিশোরী অগোরি কোরে পহু
ঘূমল মুখে মুখ ঝাপি॥
কিয়ে মদন-শর-ভীতহি সুন্দরি
বৈঠলি হিয়-হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া-অবগাহ॥

ললিত ভৈরবী।

শ্যাম সুনাগর ময়মদ-কুঞ্জর
ভাঙল রস-উনমাদে।
সুনিক পুতলি জনু গোরি সুনাগরি
মুরছলি অতি অবসাদে॥
হরি হরি কৈছে চলব ধনি গেহা।
নিধুবন-সমর-পরাভব-কাতর
শুতলি দূবরি-দেহা॥

ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভণ
জরজর পড়ি রহু শয়নে।
অম্বর কেশ সম্বরি নাহি পারই
ছরমহি মুদল নয়নে॥
নিরদয় নাহ তবহিঁ নাহি ছোড়ই
বান্ধল পুন ভুজ-পাশে।
খিণ-তনু বারি ডারি হিয়ে ঘুমল
কি করব বলরাম দাসে॥

শ্রীরাগ।

বৃন্দা-রচিত কতেক পরকার।
সখিগণ আনল বহু উপহার॥
রতন-থারি ভরি রাখল তাই।
বারি ঝারি ভরি দেওল যাই॥
রতন-আসন পর বৈঠল কান।
ভোজন-কয়ল আপন মন মান॥
আচমন সারি তলপে মুখবাস।
ভোজন করু ধনি সখিগণ পাশ॥
যো কছু শেষ ভুজল সখি সাথ।
আচমন কয়ল মুছল পদ হাত॥
শ্যাম-বামে ধনি বৈঠল যাই।
প্রিয়-সহচরি কোই তাম্বুল যোগাই॥
শুতল শেজে রাই ঘনশ্যাম।
চামর বিজন করু দাস বলরাম॥

বসন্তোৎসব

শ্রীরাগ ।

নাগর বলয়ে ডাকি এই সে করিব ।
রাই সঙ্গে একে একে ফাগুয়া খেলাব ॥
তোমরা সভাই থাক রাই দেহ রণ ।
কে হারে কে জিনে তবে দেখিব যেমন ॥
ললিতা বলেন শুন ওহে বনমালী ।
রণেতে হারিলে কাড়ি লইব মুরলী ॥
নাগর বলয়ে ভাল ওই বোল তবে ।
তোমরা হারিলে মোরে কোন ধন দিবে ॥
হাসিয়া বলেন শুন রাধা সুধামুখী ।
থাকুক বড়াই তোমার আগে রণ দেখি ॥
জিনিতে না পার কভু গোপীর সমাজ ।
মিছাই গৌরব কর মুখে নাহি লাজ ॥
নাগর বলয়ে ভাল ওই সত্য হয় ।
আপনার যশ বিনে কেবা অন্য কয় ॥
হারিলে মুরলী দিব আর পীতধড়া ।
রাধার চরণে দিব মোহনীয়া চূড়া ॥
নতুবা কি দিব বল এই বলি আমি ।
চতুরা নাগরী রাধে সব জান তুমি ॥
রাই কহে শঠ কথা এ নহে তোমার ।
হারিলে বেসর দিব আর গলার হার ॥
বলরাম দাস মনে আনন্দ হইল ।
সত্য সত্য বলি ফাগু খেলিতে লাগিল ॥

শ্রীরাগ।

রাই কানু খেলিবারে হইল তুই দল।
পিচকারি মারে শ্যামে গোপিনী সকল॥
মারয়ে আবীর গোরী কস্তুরী চন্দন।
ফুলেল মারিছে অঙ্গে জিতিয়ে কাঞ্চন॥
আতর গোলাপ মারয়ে শুভ চিত।
মারিছে শ্যামের অঙ্গে দেখি বিপরীত॥
যে দিগে পলায়ে নাগর সেই দিগে ধায়।
নয়ান ঝাঁপিয়া নাগর পলাইতে না পায়॥
ললিতা কাড়িয়া নিল শ্যামের পীতধড়া।
বিশাখা কাড়িয়া নিল মোহনীয়া চূড়া॥
ইন্দুরেখা সখী তখন শ্যামেরে ধরিল।
ভুজ যুগ বাঁধিয়া রাধার আগে আনি দিল
হাসিতে লাগিল রাই নাগর দেখিয়া।
মিছাই শরম কর বল না বুঝিয়া॥
নাগর কহয়ে শুন এই বলি আমি।
সূক্ষ্ম করি বিচার করো শুন বিনোদিনী॥
নাগরের কাতর বাণী শুনি সুধামুখী।
মলিন বদন রাই ছল ছল আঁখি॥
বলরাম দাসের মনে আনন্দ হইল।
রাই সঙ্গে শ্যাম চাঁদ নিকুঞ্জে বসিল॥

রাসলীলা

কেদার।

একে সে মোহন যমুনা-কূল
আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ-যামিনি
ভ্রমরা ভ্রমরি করত রাব
পিকু কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনি রঙ্গিণি মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ গায়নি।
বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পড়ত কাম
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম
পিয়ল্ল বসন দামিনি।
শাঙল ধবল কালি গোরি
বিবিধ বসন বনি কিশোরি
নাচত গায়ত রস-বিভোরি
সবহুঁ বরজ-কামিনি।
বিণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত-সুর বাজত তাল
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহুঁ গায়নি।
নুপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল
হাসি হাসি কেহ করত কোল
ভালি ভালি বোলনি।
বলরাম দাস পঢ়ত তাল
গাওত মধুর অতি রসাল
শুনত শুনত জগত উমত
হৃদয়-পুতলি দোলনি।

নৌকাবিলাস

......কৌতুকে

দূরে গেল না খানি　　　　একেলা রহিল বলি
ভয় পেঞা নায়্যা বলে ডাকে।
তোমরা যতেক সখী　　　　মোরে একাকিনী রাখি
আগু সে তোমরা হইলে পার।
কী আছে মরমে মোর　　　　ভাবিয়া না পাইলাম ওর
কিবা গতি হইবে আমার॥
শুনিয়া সিদ্ধিনিগণে　　　　ধারা বহে দু নয়ানে
করজোড়ে কহে মৃত বানি।
তুমি হেন বন্ধু যার　　　　তরে কি তরিতে ভার
কি ভাবিয়াছ মনে নাহি জানি॥
পুলকে পুরল গা　　　　অমনি ফিরাইলা না
আসিঞা লাগাইলা রাইএর কাছে॥
তখন ফুকরি ফুকরি　　　　কান্দএ কিশোরী
আরবার রাখে যাও পাছে।
হাসি কহে শ্রীহরি　　　　কত তুমি দিবে কড়ি
চুকাইঞা নাএ চাপসিঞা॥
শুনিয়া নাইয়ার বাণী　　　　কহিতে লাগিলা ধনি
কেনে বা করিবে পার মজুরি না পাইঞা।

লক্ষের পসার তাহে বেশভার তোমারে করিব পার।
ইহার মজুরি হিআর ওপরি আছয়ে মতিম হার॥
শুন নরহরি নবীন কাণ্ডারী ধনি কহে বারে বার।
সবে পণ তিন পসারার মূল্য মজুরি মতিম হার॥
পার করিবে মজুরি পাইবে ওপারে য়েস না থুঞা।
একথা কহিঞা হাসিতে হাসিতে নাএতে চাপিলা জেঞা

রসেতে আকুল বাহে কেরআল কহে সুমধুর বাণী।
শ্রীহরি শ্রীহরি বলয়ে কিশোরী মাধব হাসঅ শুনি॥
যমুনা আনন্দভরে অধিক ওথলে পরে ঢেউ উঠে গুড়ার সমান।
দেখি সব গোপিগণে ধারা বহে ছুনআনে যমুনাতে হারাইলা পরাণ॥
যত তরণী টলমল করে থরহরি কাপত্র ডরে আইলাম আপনা খাঞা

*　　*　　*　　*

আসি প্রাণ হারালাম নেয়া।
তুমি কেমন করিঞা বাহিছ না দেখিঞা তরঙ্গে হানিছে গায়
[নাএ]র উপরে উঠিল জল পসরা ভাসিঞা গেল সকল॥
শুন ধনি না খানি ডুবিবেক পাছে
তোমার ডালা পসরা জতেক আছে
তাহাতে করিঞা ছিচহ জল দধি ছুগ্ধ ফেল সকল।
মজুরির কড়ি খাবে হে কাণ্ডারি আমরা ছিচিব জল।
ডহরে বসিঞা ফেলাব ছিচিঞা এত কার আছে বল
বসন ভূষণ বেসর হার তাহাতে লওক নাশএ ভার
ভাসিলা সোন্দরী নআনজলে কান্দিআ পড়িলা নাগরকোলে
কান্দিয়া কেশোরী ছুবাহু পসারি ধরিলা শ্যামের বেহে
রাধা কোলে করি রসিক মুরারি ঝাপ দিলা সেই জলে
ভাসিতে ভাসিতে আসিঞা লাগিলা কুসুমকানন বনে
মনে জেবা ছিল বিধি ঘটাঅল বলরামদাসে ভনে॥

সুহই।

হেদে রাধা বিনোদিনি শুনহ আমার বাণী
ত্বরায় চলিয়া যাইছ বাট।
কংসের নিকটে যাইয়ে এক লক্ষ টাকা দিয়া
কিনিয়া লয়েছি আমি ঘাট॥
নিতি ভাড়াইয়া যাও রাজকর নাহি দাও
গতাগতি কর এই পথে।
দানি বলে নাহি ডর নাহি দাও রাজকর
ঠেকে গেলে জগাতের হাতে॥
যে হয় গণ্ডাকে বুড়ি হিসাব করহ কড়ি
রাজকর দিয়া যাহ মোরে।
দানি হৈত অন্যজনা দোলাইত কাণে সোণা
বিকিকিনি শিখাইত তোরে॥
মাথায় কবরী ভার এক লক্ষ দান তার
দুইলক্ষ সঁীথার সিন্দুর।
গলে গজমতিহার তিনলক্ষ দান তার
চারিলক্ষ বলয়া কেয়ুর॥
করে অঙ্গুরি মাণিক্য তার দান পঞ্চলক্ষ
ছয়লক্ষ কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে নূপুর মণি নয়লক্ষ তার গণি
বলরাম দাস হাসে শুনি॥

কামোদ।

তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি।
এ হেন বিনোদ সাজে কোথা যাবে কোন কাজে
বল বল বলগো তা শুনি॥
কমল বদনখানি চরণ কমল জিনি
কমল লোচনী কমলিনি।
জীবন যৌবন ভরা তাহে মাথে পসরা
হাঁটিয়া এসেছ ধন্য মানি॥

এনা বেশে কিবা আশে যাইবা কাহার বাসে
বিজয় করিয়া বিনোদিনি।
মোর ভাগ্যে হেন হবে নায়ে পদ পরশিবে
বিশ্রাম করিবা ধনি তুমি ॥
তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে
আপনা সারিয়া পাছে আনি।
সুপ্রভাত হইল নিশি দিবসে উদয় শশী
বলরাম দাসে কহে বাণী ॥

বরাড়ী।

ওহে আমরা এসেছি না জানিয়ে।
কথায় বুঝিলাম মোরা তরণী করিয়া ভারা
আইলা নবীন নেয়া হোয়ে ॥
কড়ি দিয়া পার হব ভাঙ্গা নায়ে না চড়িব
নৌতুন আনগা গড়াইয়া।
তরণী নৌতুন নয় নানা ছলে কথা কয়
হাসি হাসি মুখানি ঝাঁপিয়া ॥
কালিন্দীর কাল জল মুখ পদ্ম শত দল
মেঘের আড়েতে যেন শশী।
হাসিতে বিজুরী খেলে বচন কহিবার কালে
অমিয়া বরিখে রাশি রাশি ॥
নয়ানে নয়ান বাণ করে দোঁহ সন্ধান
দোঁহ বাণে দোঁহ জরজর।
উথলিল প্রেম সিন্ধু চকোর পাইল ইন্দু
দোঁহ প্রেমে দোঁহ গরগর ॥
দিব কি রূপের সীমা নাহি দেখি উপমা
সে আনন্দের নাহিক উপমা।
বলরাম দাসে কয় কিবা সে আনন্দময়
ভাগ্যবতী কালিন্দী যমুনা ॥

দানলীলা

বরাড়ী।

কে যাবে কে যাবে বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল বিকি বেচিবারে॥
সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিল মথুরার বিকে বড়ায়ে সাথে॥
পথে যেতে কহে কথা কানু পর সঙ্গ।
অন্তরে উপজিল প্রেম তরঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চল হরিণী যেন দিগ নেহারে॥
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি।
গমন বিলম্ব কর পথে আছে দানী॥

গুর্জ্জরী।

কোথা হতে এলে তুমি কোথায় তোমার ঘর।
কিসের পসরা তোমার মাথার উপর॥
হেন ধনী কমলিনী কোথাকে গমন।
মুনি জনার ধ্যান ভাঙ্গে দেখে ও চরণ॥
না যাইও না যাইও ধনী বৈস তরুতলে।
আইস কাছে বাজে পাছে চরণ কমলে॥
চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে।
ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
করি কুম্ভ জিনি তার কুচ যুগ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥

সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়॥
নলিনী বদন রাই তব মুখ করে।
খাইলে ছাড়িবে নাই দারুণ ভ্রমরে॥
নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি।
দারুণ ব্রজের চোরে লুটিবে সকলি॥
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি।
শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে কর বিকিকিনি॥

ভাটিয়ারী।

কানু কহে ধনী শুন বিনোদিনি
কালিয়া বরণ আমি।
মোরে পরশিয়া গৌর করহ
কেমন রূপসী তুমি॥
যাহার যেমন বিধির করণ
সকল সমান নয়।
রূপের গরিমা কি কাজ কিশোরী
দেহ দান যেবা হয়॥
আহীরের নারী না কর চাতুরী
অনেক জানহ ছলা।
মোরে লাজ বাস দেখিয়ে যে হাস
ধরিয়া সখীর গলা॥
রাজারে দিয়াছি কর সুধু ঘাট নহে মোর
কিসের গরিমে কর তুমি।
বলরাম দাসে কয় উচিত গণ্ডা যেবা হয়
না দিলেও যাইতে পার তুমি॥

সুহই।

কোথাকারে যাও রাধে আমারে ছাড়িয়ে।
হইয়াছি পথের দানী তোমার লাগিয়ে॥
ব্রহ্মা আদি দেব যত না পায় ধেয়ানে।
সো হরি মিনতি করে নাহি শুন কাণে॥
তোমার লাগিয়া হাম বৃন্দাবন কৈল।
তুয়া গুণ গাইবারে মুরলী শিখিল॥
বিরলে পাইয়াছি নাগল না দিব ছাড়িয়া।
বলরাম দাসে কয় উলসিত হৈয়া॥

বরাড়ী।

শুন হে গোপের ঝি কাল নিন্দা কর কি
কালরূপ সবার মাধুরী।
জানিয়া শুনিয়া মনে যতেক রমণীগণে
কালরূপ আগে কৈল চুরি॥
ভুবনে যতেক নারী কালরূপ করে চুরি
কামিনী মোহন নাম ধরে।
হয় নয় কর সোর একে একে ধরি চোর
কাল দোষী না রহে সংসারে॥
দেখ আগে কাল ভাল দুই আঁখি তারা কাল
তার মাঝে কাল যে পুতুলি।
মখিয়ে অনঙ্গবিধি ভাবিয়ে গণিয়ে বিধি
কাল বিন্দু ধরি দিল তুলি॥
কাল যে যুগল ভুরু চৌরস কপাল চারু
তাহে শোভে বদন মাধুরী।
বলরাম দাস বলে কাল ছাড়া এ অখিলে
কেবা আছে দেখাও সুন্দরী॥

বরাড়ী।

ওহে কানাই তিলেক নাহিক তোমার লাজ।
বিষয় কে দিল পথে ঠেকেছ রাধার হাতে
অলপে সে না আসিবে কাজ॥
দ্বিভুজে মুরলী ধর বাঁশীতে সন্ধান পূর
বুকে হান মনমথ বাণ।
রমণী মণ্ডলী করি আভরণ লব কাড়ি
ভাল মতে সাধাইব দান॥
কুবোল বলহ যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে।
কাড়ি লব পীতধড়া আউলায়ে ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসায়ে দিব জলে॥
শকট পড়িল পায় ভাঙ্গিলা পায়ের ঘায়
পুতনা বধেছ শিশুকালে।
বৎসাস্থরে বধে যে তাহারে পরশে কে
তাহা মোরা জানি ভালে ভালে॥
একুই নগরে ঘর দেখা শুনা আট পর
বুঝাইব আঁখি ঠারাঠারি।
বলরাম দাসে কয় এ কথা অন্যথা হয়
তবে জেন আয়ানের নারি॥

সুহই।

যখন গোধন লৈয়া আঙ্গিনার নিকট দিয়া
যাও তুমি বেণু বাজাইয়া।
বেণু ধ্বনি কৈলা তুমি অট্টালিকা পরে আমি
সভে এলাম বাহির হৈয়া॥

দেখিব বলে এলাম আমি ফিরিয়া না চাইলা তুমি
নেচে গেলে হলধরের বামে।
অদর্শন হইলা তুমি কান্দিতে কান্দিতে আমি
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
ললিতা চতুরা ছিল দান ছলে মিলাওল
তেঞি এলাম তোমা দরশনে।
বলরাম দাসে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
আন নাহি জানি তোমা বিনে॥

কামোদ।

চলে বৃষভানুর নন্দিনী।
আনন্দে পূরল চিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥
সুবর্ণের ভাণ্ড প্রতি ঘৃত ঘোল ছেনা দধি
পসরা সাজায়ে সারি সারি।
তাহার উপরে ভালি বিচিত্র নেতের কালি
দাসী শিরে করে ঝলমলি॥
রঙ্গিয়া বড়াই সঙ্গে যায় নানা রস রঙ্গে
মত্ত গতি জিনিয়া করিণী।
বায়ু বেগে চলি যায় বসন উড়য়ে গায়
হংস গমন ধনী জিনি॥
লোটন লোটায় পিঠে কাঁকালি লুকায় মুঠে
নবীন কিশোরী রাই তনু।
নীল উড়নি তায় শোভে ভাল হেম গায়
নিতম্বে সোনার রুণুঝুনু॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম জিনি মুকুতার দাম
হেন বুঝি কুমুদের সখা।

শীতল তরুর ছায় রহিয়া রহিয়া যায়
কদম তলায় আসি দিল দেখা ॥
নাগর আছিল কতি দেখিয়া সে রসবতী
দান ছলে মিলিল আসি।
বলরাম দাসে কয় হইল আনন্দময়
যেমন চকোরে মিলে শশী ॥

বরাড়ী।

আন্ধার বরণ কাল গা গরবে না পড়ে পা
কি গরবে কর উপহাস।
যমুনার তীরে থাক নব লক্ষ ধেনু রাখ
কালরূপে লাজ নাহি বাস ॥
উচ করি বান্ধ চূড়া পেঁচ দিয়া পর ধড়া
ভাবন কর রাঙ্গা মাটি মাখি।
ব্রজের রমণী দেখি হৈয়া বেড়াও সচকিত
সঘনে ফিরাও দুটি আঁখি ॥
দিগর দিগর করে সাথি করে বেড়াও হাতাহাতি
ননী চুরি করে তুমি খাও।
নারীর বসন করে চুরি নাম হইল চোরা হরি
ইথে তুমি লাজ নাহি পাও ॥
এলায়ে ফেলিব চূড়া কাড়ি লব পীত-ধড়া
বসিতে না দিব তরুতলে।
কু বোল বলিবে যদি মাথায় ঢালিব দধি
মুরলী ভাসিয়ে দিব জলে ॥
মুখে আন ভাষে গোরি অন্তরেতে জপে হরি
শ্যাম-প্রেমে ডুবল ধনি।
বলরাম দাসের বাণী শুন শুন বিনোদিনি
শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি ॥

সুহই

পরম পবিত্র সার শ্রীঅঙ্গ পরশে যার
দানব্রত তুয়া নামে পাই।
তীর্থ সহস্র কোটী সার আঁখির দুটি
নিজ অঙ্গ ধরিয়াছ রাই॥
ব্রহ্মাদি সাবিত্রী যার নারে কোন স্পর্শিবার
প্রেম হইতে আন্নু তিরিতি।
দিবানিশি হেন বাসি অমৃত সাগরে ভাসি
চিন্ময় শুদ্ধ তোহারি পিরিতি॥
মলয় বাতাসে যেন চন্দন সে তরুগণ
ঐছে মলয় তছু অঙ্গ।
ঐছে লাগিয়া ধনি অনুরাগে হইলাম দানি
নিশি দিশি চাই তুয়া সঙ্গ॥
তোমার পরশে ধনি কোটী তীর্থ হেন মানি
সুধা লাগি যৈছে চকোর।
নাগর বচন শুনি পুলকিত ভেল ধনি
বলরাম দাস তাহে ভোর॥

বরাড়ী।

শুনিয়া দানির বানী বৃষভানু-নন্দিনী
চাতুরী করিয়া কহে কথা।
বাঙন হইয়া চায় কবে চাঁদ কোথা পায়
কি তপ করেছ যথা তথা॥
তেয়াগিয়ে নিজস্থান তীর্থ কর পর্য্যটন
গোদাবরী প্রয়াগ-তরঙ্গে।
যে সাধ করেছ চিতে ব্রত কর অচিরাতে
তবে পরশিও মঝু অঙ্গে॥

এত যদি সাধ হিয়া গৌরী আরাধই গিয়া
তবে সে করিও মোর আশ।
ধেনুর রাখাল যেবা তাহার গণয়ে কেবা
হেন কেন মন অভিলাষ॥
নিকড়্যে গুঞ্জার গাভা অঙ্গের করহ শোভা
নিকড়্যে বনের ফুলে বেশ।
নিকড়্যে পাখীর পাখে যার মূল্য নাহি লেখে
চূড়া বান্ধ উভ করে কেশ॥
না হইত কাল অঙ্গ তবে কি করিতে রঙ্গ
গৌর হইলে পরশিতে বসে।
বলরাম দাস কয় এ তব উচিত নয়
ঝাঁপ দেহ কালিন্দীর জলে॥

পঠমঞ্জরী।

একদিন ধনি নিকুঞ্জে বসিয়া
গাঁথিল ফুলের হার।
মল্লিকা মালতী জাতি যুথী দিয়া
করিল শেজ বিথার॥
শ্যামের লাগিয়া রহিল জাগিয়া
সখীসহ বিনোদিনি।
ত্রিযাম রজনী শুক উজরল
দেখিয়া আকুল ধনি॥
নিশির ভূষণ খদ্যোতিকা তারা
মণি হল জোতি হীন।
তাম্বুলের রাগ অধরে মিলাল
বদন হইল ক্ষীণ॥

শ্যামের আশায় নিরাশা হইয়া
সখীরে কহিছে রাই।
বলনা কি করি ওলো সহচরি
ঐ দেখ নিশি যায়॥
আসিব বলিয়া এলনা নাগর
সকলি হইল বৃথা।
যাও সহচরি শ্যাম অন্বেষণে
আছয়ে নাগর যথা॥
শঠের সহিতে পিরিতি করিয়া
এতেক দুর্গতি মোর।
আজি হাম তথি গমন করিয়া
দেখিব কেমন চোর॥
হাতে লোতে ধরে তারে সাজা দিব
ভেক বদল করি।
কহে বলরাম বিলম্ব কর না
গমন করহ প্যারি॥

বাসকসজ্জা

পঠমঞ্জরী।

দূতী শ্যাম অন্বেষণে যায়।
ঢুঁরিতে ঢুঁরিতে চন্দ্রাবতী কুঞ্জে
শ্যাম সৌরভ পায়॥
গন্ধেতে মাতিয়া অলি পুঞ্জে পুঞ্জে
ভ্রমণ করয়ে তথা।
তা দেখিয়া দূতী মনে বিচারিল
নিচয় নাগর আছয়ে হেথা॥

আড়েতে দাঁড়ায়ে গবাক্ষের পথে
কুঞ্জের ভিতরে চায়।
চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
আছেন নাগর রায়॥
তথা ধিকি ধিকি জ্বলে বাতি।
কোকিল জাগিল কুহুরব করি
অলপ আছয়ে রাতি॥
তা দেখিয়া দূতী তুরিত গমনে
চলিল রাইর পাশ।
নিশি অবশেষে কলহ বাধিবে
কহে বলরাম দাস॥

ভুপালী।

হেথা ধনি বিনোদিনি বিরলে বসিয়া।
দক্ষিণ নয়ন নাচে থাকিয়া থাকিয়া॥
ময়ূর না করে কেলী অমঙ্গল দেখি।
সাত পাঁচ মনেতে ভাবয়ে বিধুমুখী॥
মুখানি মলিন দূতী আইল হেনকালে।
শ্যামের বারতা দূতী ধীরে ধীরে বলে॥
তোমার নাগর বলি জানে সব সখী।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম শুন চন্দ্রামুখী॥
বদনে বদন দিয়া আছয়ে শয়নে।
সুখের অবধি নাই বলরাম ভণে॥

সুহই।

সখি! আজু কি শুনায়লি রে?
পাঁজর জরজর অন্তর কাতর
তাসহ কঠিন পিরিতি রে।
একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরিতের ব্যাধি॥
কি হল কি হল সই কিবা সে করিনু।
কানুর কথায় কেন শেজ বিছাইনু॥
শয়নে স্বপনে মনে নাহি জানি আন।
সে নব নাগর বিনে কাঁদয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনি॥
যার লাগি যেবা জন জ্ঞাতিকুল তেজে।
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥

শ্রীরাগ।

ধনি এতেক ভাবিয়া মনে আজ্ঞা দিলা সখীগণে
বলরাম বেশ সাজাইতে।
শ্বেত চন্দন আনি অঙ্গেতে মাখায়ে দেহ
শিঙ্গাটি আনিয়া দেহ হাতে॥
ভেক বদল করি যথায় আছয়ে বৈরী
যাব আমি তাহার নিকটে।
দেখিব কেমন জোর কেমনে রাখয়ে চোর
ধরিয়া আনিব তারে বাটে॥
আজ্ঞা পেয়ে সখীগণে শিঙ্গা আনি ততক্ষণে
বলরাম বেশ সাজাইল।
চন্দনে ঢাকিল গোরি না ঢাকিল কুচগিরি
কহে বলরাম প্যারী ভাবিত হইল॥

ললিতা বলেন শুন ভাবনা করহ কেন
তবে সখি বৃথা নাম ধরি।
কদম্বের ফুল আনি গলায় গাঁথিয়া দিল
ঢাকিল কুচ-যুগ গিরি ॥
জয় জয় বলিয়া শিঙ্গার নিশান দিয়া
ধনি দক্ষিণ চরণ বাড়াইলা।
কি কব রূপের ছটা জিনিয়া বিজুরী ঘটা
বলরাম দেখে সুখী হৈলা ॥

সিন্ধুড়া।

শিঙ্গাটী লইয়া হাতে বলরাম বেশে।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাই আপনি প্রবেশে ॥
বলরাম দেখি চন্দ্রাবলী লুকাইল।
শ্যাম করে ধরি রাই বাহিরে আনিল ॥
মনে মনে ভাবে শ্যাম বলরাম দেখি।
অঙ্গ গন্ধে জানিলেন রাধাচন্দ্রমুখী ॥
মুখেতে বসন দিয়া সখীগণ হাসে।
এ হেন মিলন রসে বলরাম ভাষে ॥

শ্রীরাগ।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনি রস পরিপুঞ্জে ॥
বন্ধু কি আর বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখি মুঞি সব অন্ধকারে ॥
পেয়েছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার ॥
এক তিল না দেখিলে মরমেতে মরি।
শেজ বিছাইয়া কান্দি জাগিয়ে সর্ব্বরী ॥
হিয়ার মাঝারে থুব বসন ঝাঁপিয়া।
বলরাম কহে রাই দঢ় কর হিয়া ॥

খণ্ডিতা

বিহাগড়া।

তেজ সখি কানু-আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহিঁ ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি-মানিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনি মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

ললিত।

দেখ সখি হোর কিয়ে নাগর-রাজ।
বিপরিত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
কোন কয়ল ইহ কাজ॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আয়ত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল-পঙ্কজ-দল নয়ন-যুগল-বর
যামিনি জাগি নিতান্ত॥
মুখ-বিধু-রাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ-কিরণ-ভয় লাগি।
অলক-নিকর-উড়ু ভাল-গগন পর
নিশি-অবসান ভয় ভাগি॥

বান্ধুলি-অধরে হেরি জনু নীলিম
কাজর করি অনুমান।
অপরুপ দশন কাঁতি জনু দরপণ
সো অব রঙ্গিম ভান ॥
উর পর নখ-পদ তনু তনু নিরমদ
অনুখন অলসে বিভোর।
যাবক-রাগ- দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোর ॥
শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহি ভেল ॥
টলমল চরণ- যুগল মণি-মঞ্জির
ঝনর ঝনর ঝন বাজে।
কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরিত
হেরত নাগর-রাজে ॥

পঠমঞ্জরী।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
কর যোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গরয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই না পার ॥
মানিনী ন হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠই নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানু-মুখ চাই ॥

বিভাষ।

নিশি অবশেষ জানি নিশ্বাস ছাড়িয়া ধনি
সখীগণে কহে বারে বারে।
আমারে নৈরাশ করি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি
নিশি বাস কৈল তার ঘরে॥
প্রভাতে আসিবে রসরাজ।
সভে এক যোগ হয়ে শ্যাম পানে না চাহিয়ে
শঠের পিরিতে নাহি কাজ॥
আমার শপথ রাখ শ্যাম অঙ্গ নাহি দেখ
চিত রাখ উমাপতি পায়।
বৃন্দাবন বাস ছাড়ি চলহ কৈলাস গিরি
এড়াইয়া বিরহের দায়॥
এথা ফেরি নাগর উচকিত অন্তর
চাহে চন্দ্রাবলীরে বিদায়।
বলরাম দাসে কয় থাকিতে উচিত নয়
ঘন ঘন অনুমতি চায়॥

পঠমঞ্জরী।

দূর কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥
ভাল ভেল অব সে মিটল সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে কবহু আশ-পরিবন্ধ॥
তুহুঁ গুণ-সাগর সেহ গুণ জান।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচবাণ॥
তুরিত চলহ তাহাঁ না কর বিয়াজ।
ভ্রমর কি তেজই নলিনি-সমাজ॥
কৈতবিনি হামরা কৈতব নাহি তায়।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয়ায়॥
বিমুখি ভেল ধনি গদ গদ ভাষ।
বিনতি না শূনল বলরাম দাস॥

সুহই।

সুন্দরি বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
প্রেম-রতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ॥
আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরিতি-রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল
রঙ্গিতে প্রেম-তরঙ্গ॥
ভাবের ভরে চলিতে না পারে
বচন হইলা হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ-বনে
রঙ্গেত হৈয়াছে ভোরা॥
পুছিলে মনের মরম না কহ
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিল চীত॥

ধানশী।

ধিক্ ধিক্ মাধব তোহারি সোহাগ।
জানলুঁ তোহারি যতহুঁ অনুরাগ॥
ইহ মধু-যামিনি কামিনি গোরি।
তোহারি অমীলনে বিরহে বিভোরি॥
আওল তোহে মিলব করি আশ।
কপট-প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস॥
অব যদি না মিলহ বিরহিণি পাশ।
নিচয়ে ছোড়হ তব তাকর আশ॥

সো মানিনি তুহুঁ জানসি কান।
পুন নাহি হেরব তোহারি বয়ান॥
সো ধনি-সঙ্গ ছোড়ি রহ আন।
এতহুঁ কি তাকর সহয়ে পরাণ॥
শুনইতে কানুক দরপয়ে চিত।
অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত॥
গদ গদ কহই আধ-আধ ভাষ।
শুনইতে আকুল বলরাম দাস॥

ধানশী।

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি-বচন-বিভঙ্গ॥
সো ধনি কামিনি গুণবতি নারী।
হাম নিরগুণ রতি-রভসে গোঙারি
সোহ পুরব তুয়া হিয়-অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনি পাশ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুহুঁ বহু-বল্লভ তোহে না যুয়ায়॥
সিন্দুর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম-তরঙ্গ॥

গান্ধার।

সুন্দরি অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি- নিকুঞ্জে যব বৈঠবি
তব কাহাঁ রাখবি মান ॥
ইহ নাগর-বর রসিক-কলা-গুরু
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
লঘুতর দোখহিঁ রোখ বাঢ়ায়সি
চরণহিঁ ঠেলসি তায় ॥
প্রেম-লছিমি হিয় ছোড়ল বুঝি অব
মান-অলখি পরবেশ।
গুণ বিছুরাই দোখ সব ঘোষই
আরতি ছোড়ায়ল দেশ ॥
ইহ অলখী যব তোহে ছোড়ি যাওব
তব গুণ-পণ সোঙরাব।
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি
তব কোই নিয়ড় না যাব ॥
সহচরি এতহু বচনে নাহি শূনয়ে
কোপে ভরল সব অঙ্গ।
কহ বলরাম চমক মোহে লাগল
সখিক বচন ভেল ভঙ্গ ॥

ললিত।

নাগর সখী-কর শিরোপর দেল।
কহইতে বচন অধির ভৈ গেল ॥
বদন হেরিয়া বুঝল সখী-বাণী।
কহিল রমনীমণি হাম দিব আনি ॥
কানু আশোয়াশে করল পয়ান।
চলল যুবতি করল অনুমান ॥
হাসি হেরি রাইক করল সন্তাষ।
কিয়ে লাগি সখী গমন মঝু পাশ ॥
বলরাম দাস কহে তোমার আরতি।
যৌবন রতন দেহ কানায়ের প্রীতি ॥

বিরহ

সুহই ।

সখি নাহি বোলহ আর ।
হাম ফল পায়লুঁ তার ॥
সহজই মতি গতি বাম ।
তৈছন হই পরিণাম ॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর ।
সো অব হোয়ল চূর ॥
অবহুঁ না রহত পরাণ ।
সমুচিত কয়লহি মান ॥
যৈছে রহয়ে মঝু দেহ ।
সোই করহ অব থেহ ॥
তুহুঁ যদি না পুরবি আশ ।
কি কহব বলরাম দাস ॥

সুহই ।

নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে ।
আপনার বরণ দেখয়ে শ্যাম-অঙ্গে ॥
আন রমণী বলি নিবারল দীঠ ।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পীঠ ॥
আকুল গোকুলচাঁদ পসারিয়া বাহু ।
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু ॥
দরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ ।
চান্দ বিনে চকোর না জিয়ে তিল আধ
বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনি ।
শ্যাম-অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি ॥

ধানশী ।

কতহুঁ বেরি বেরি শেজ বিরচই
সরস-সরসিজ-পাঁতি ।
শিতল বীজনে সলিল সেচনে
কত না পোহায়ব রাতি ॥
কতহু চন্দন করব লেপন
তভু না জুড়ায়ই অঙ্গ ।
উঠই পুন পুন তেজ দারুণ
হৃদয় মদন-তরঙ্গ ॥
শুন শুন নিদয় নীঠুর-চীত ।
তো সনে নেহ করি খোয়লি সুন্দরি
প্রাণ দেই পরাচীত ॥
খণহি অঙ্গনে খণহি সে সদনে
খণহি সহচরি-কোরে ।
ফুয়ল কবরী লুঠই সুন্দরি
কতহুঁ নদি বহ লোরে ॥
কতহুঁ সখিগণ বেঢ়ি রোদন
কি ভেল বলি উর তাড়ি ।
কুন্তল তোড়ই বসন ফোড়ই
বিহিক দেওই গারি ॥
ধরণি-উপরে নিচল কলেবর
পড়ই আছয়ে ভোরি ।
কাহে না কহ শাস না বহ
নিমিখ তেজলি গোরি ॥
কোই লুঠই কোই ছুটই
প্রাণ-প্রিয় সখি ভাখি ।
কহই বলরাম ধরল-কালিম
বদন দেওবি সাখি ॥

সিন্ধুড়া।

অসিত-পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি।
শ্রাবণের ধারা যেন ঝরে দুই আঁখি॥
ধরণী শয়নে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
উঠিতে বসিতে নারে কাঁপে কলেবর॥
কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান।
জৈমিনি জৈমিনি বলি মুন্দে দু-নয়ান।
ফুকরি কান্দিতে তার নাহিক শকতি।
তোমা বিনে জীবন-সংশয় রসবতী॥
বলরাম বলে যদি দেখিবে রাধারে।
অবিলম্বে আগুসার কর ব্রজ-পুরে॥

পঠমঞ্জরী।

কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কাল-রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
আজু যদি না দেখিলাম গো চান্দবয়ান।
নিশ্চয় জানিহ সখি তেজিব পরাণ॥
কেহো ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুখ জানাইতে চলু বলরাম দাস॥

গান্ধার।

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা।
কে সহিবে ইহ দুখ হইয়া অবলা॥
মরিব মরিব সখি না রাখিব জিউ।
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেহ পিউ॥
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল।
কে করিবে অনুখণ ক্রন্দনের রোল॥
কে হেরিবে শূন্য কদম্বক কোর।
কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর॥
নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব।
কহে বলরাম হাম আগে সে মরিব॥

পঠমঞ্জরী।

ভোখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানী
রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি॥
আঁখির নিমিখে পিয়া হারায় হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে॥
প্রাণ করে ছটপট নাহিক সম্বিত।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরিত॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া পাসরে যদি কি ছার জীবনে॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে॥
তভু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে।
সোঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে॥
হাস্ হাস নয়ান জুড়াকু চাঁদ-মুখি।
এ বোল বলিতে পিয়া ছল-ছল আঁখি॥
বলরাম দাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ।
পরাণ ফাঁফর হৈল খীণ হৈল দেহ॥

শ্রীরাগ।

কালিন্দি-তীর নিকুঞ্জক মাঝ।
রোয়ত সুবদনি ছোড়ল লাজ॥
অতি উতকণ্ঠিত বিরহ-বিষাদ।
সহচরিবৃন্দ গণয়ে পরমাদ॥
দারুণ কোকিল ভ্রমর ঝঙ্কার।
মলয়-পবনে ধনি করু সিতকার॥
হরি হরি শবদে লুঠতি সখি-কোর।
অবিরত লোচনে গলতহিঁ লোর॥
হেরি চলল সখি কানুক পাশ।
কত যে নিবেদব বলরাম দাস॥

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিঞা হাম সব তেয়াগিল।
সে যদি নিঠুর হঞা মথুরা রহিল॥
মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কাহ্নু হেন গুণনিধি কারে দিঞা যাব
পুন যদি চান্দমুখ দেখিতে না পাব।
বিরহ আনল জ্বালি তনু তেয়াগিব॥
কহে বলরাম দাস বিরমহ রাই।
চান্দমুখ না দেখিলে মরিব সভাই॥

তিরোথা ধানশী।

আঘণ মাস নাহ-হিয় দাহই
শুনইতে হিম-ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির
সুন্দরি তুহুঁ ভেলি বাম॥
কিয়ে নিশি বাসর গর গর অন্তর
জর জর মরমক ঠাম।
বিদগধ-রায় মুগধ-চিত অবিরত
সোঙরিয়া তুয়া গুণ-নাম॥
সুন্দরি কো কহ ও দুখ ওর।
বিষম কুসুম-শর জরে ভেল দূবর
বল্লব-রাজ-কিশোর॥

পোষ-তুষার তুষানলে ডারল
জীবন নায়রি নাহ।
সুধির সমীর সুধাকর-শীকর-
পরশ গরল অবগাহ॥
অহনিশি ডহ ডহ পিয়া জিউ থির নহ
দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত
কতয়ে করব নিরবাহ॥

মঘহি দিন নিশি শিশিরক শীকর-
নিকরহুঁ অবনি আগোর।
উলটি পালটি অনুখণ ছটফটি
তনু দহে সহচরি-কোর॥
তুয়া গুণে কামিনি কত হিম-যামিনি
জাগরে নাগর ভোর।
সরসিজ-মোচন বর-লোচন রহুঁ
ঝরতহিঁ ঝর ঝর লোর॥

ফাগুনে মধুপুর নাগরি নাগর
বিলসই ফাগুক রঙ্গে।
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি
ঝামর শ্যামর অঙ্গে॥
তুহু সে নিরন্তর লাগলি অন্তর
কি করব রঙ্গিণি সঙ্গে।
শীতল ভুতলে লুঠয়ে বেয়াকুল
দংশল বিরহ-ভুজঙ্গে॥

দুরহি বিরহিগণ তেজই জীবন
শুনি অছু নাম দুরন্ত।
সো মধু-মাস বিলাসত জনে জনে
আওল কাল বসন্ত॥
এতদিনে কতহু যতনে জিউ রাখল
অব কি জিয়ব তুয়া কান্ত।
পিকু-অলি-কাকলি কুসুম-লতাবলি
দিনে দিনে জিউ করু অন্ত॥
বিকসিত কুসুম ভরল সব কানন
চৌদিশে ভ্রমর-ঝঙ্কার।
তরু পর কোকিল পঞ্চম গায়ই
নিশি দিশি জীবন জার॥

পাপ নিশাকর কিরণ পসারল
জগ ভরি আনল বিথার।
মাধবি-মাসে আশে জিউ না রহ
অব কি সহব দুখ আর॥
শীতল শতদল-শয়নে শুতায়ল
কিশলয় ভরি পরিযঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণি লুঠি
লোরে করই মহি পঙ্ক॥

কত ঘন চন্দন কত কত বীজন
সজল জলদ বিষ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল
কিয়ে ছুরবিহি ভেল বঙ্কা॥
নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর
বরিষা নব পরবেশে।
খেণে খেণে জলদ মধুরময় ধনি শুনি
গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে॥

সব নব পল্লব লাগল মনভব
বিহি করু সব অব শেষ।
কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে গাড়ল
বাঢ়ল গাঢ় কলেশ॥
গগনহি সঘন ঘনহি ঘন গরজন
দামিনি দশ দিশ পাত।
যামিনি ঘোর তিমির-ভর হেরইতে
থরহরি কাঁপায়ে গাত॥

এ ছুখ-সায়র-নিমগন নায়র
তহিঁ হত-দাত্নরি-রাব।
শাঙণ গহন দহন দহ জীবন
কিয়ে জানি হরি-বধ পাব॥
উদ ভাদর দিন নিরখিতে তনু খিণ
দারুণ ছুরদিন মান।
বিরহ-হিলোলহি দর দর অন্তর
দোলত চপল পরাণ॥

তুয়া বিনু দিগুণ শূন সব মন্দির
মনমথ-তৃণ সমান।
একল বিকল সকল নিশি বিলপই
অবিরত ঝরয়ে নয়ান ॥

উজোর হিমকর নভ-তল নিরমল
চাঁদনি রজনি উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই
বিকশিত পদুমিনি-কোর ॥
তোহারি দরশ বিনু অতি খিণ জীবন
গদ গদ কহে আধ বোল।
আশিন শারদ হংস-শবদ শুনি
পিয়া-জিউ অতি উতরোল ॥

বিহরই বিহগ সুভগ তটিনী-তট
জল সরসিজ পরকাশ।
জগ-জন-লোচন তনু-মন-মোহন
আওল কাতিক মাস ॥
অবহুঁ অনঙ্গ-ভুজঙ্গ গরাসল
অব নাহি জিবনক আশ।
নিশি দিশি অনুখণ গুণি গুণি তুয়া গুণ
উনমত বারহি মাস ॥
অব ভেল অচেতন মুদি রহু লোচন
ঘন ঘন তেজই শ্বাস।
তুহুঁ মণি-মন্তর তুয়া নাম প্রতিকার
নিবেদন বলরাম দাস ॥

পঠমঞ্জরী।

কে যাবে মথুরাপুর কার লাগি পাব।
এ সব দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥
হাথ কলম করি নয়ন করি দোত।
কলিজা কাগজ করি লিখি চাঁদ-মুখ॥
কেহু ত না কহে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
দেখিলা যতেক দুখ কহিয় বন্ধুরে।
পুছিয় তাহারে মোরে মনে নাকি করে॥
কহিবা দুখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া॥
কহিয় কহিয় সখি মোর পিয়া পাশ।
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ॥
এত শুনি সো সখি করল পয়ান।
আওল মধুপুরি বলরাম গান॥

সুহই।

মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিনে দিনে খিণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ মোহ বহি যাওত
কত পরবোধব কেহ॥

দশমি দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ
শ্রবণে কহই তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত
সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলুঁ
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে
কহতহি বলরামদাস॥

ধানশী।

সুমধুর মধুকর কোকিল কলরব
সো ভেল দুরবন শেল।
চন্দন গরল অনল ভেল সরসিজ
চান্দ সূরজ ভৈ গেল॥
মাধব ধনী কি সাতাওব চিত।
পাপিনী বিরহিণী কো বিহি সিরজিল
হিতহি ভেল বিপরীত॥
জনম দিবস ভরি জীউ অধিক করি
যাহে বাঢ়াওলি রাই।
নিজ হিয় হোই সোই উচ-কুচ যুগ
অনুখণ দগধই তাই॥
নব কিশলয় শয়ন রতনময় অভরণ
পরশত সব অঙ্গ জারি।
কহ বলরাম সবহুঁ পুন পালটই
যব তুহুঁ পালটি নেহারি॥

সুহই।

হামারি যতেক দুখ বিরহ-হুতাশ।
সবহি কহবি তুহুঁ বিরহিণি পাশ॥
দুয় এক দিবসে মিলিব হাম যাই।
যতনহি তুহুঁ পরবোধবি রাই॥
কহবি সজনি মঝু আরতি-বাণী।
তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি॥
শুনি দুতি ধাই চললি ধনি পাশ।
গদ গদ কহতহিঁ বলরাম দাস॥

সুহই

বিরহিণি কি কহব নাহক দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন্য মানে
তাহে কি মাথুর সুখ॥
সদাই বিরলে বসি অবনত মুখ-শশী
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন ঐছন মুরছন
পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল-নগরক পথিক হেরি কত
করে ধরি করে পরিহার॥
আওব কানু কহল তোহে কত কত
বচনে করহ বিশোয়াসে।
তোহারি প্রেম সোই বিছুরি না পারব
পুছহ বলরাম দাসে॥

মিলন

শ্রীরাগ ।

দুহুঁ নব-যৌবন নব নব প্রেম ।
সজল-জলদ কানু রাই কাঁচা হেম ॥
দুহুঁ-মুখ হেরইতে দোহারি আনন্দ ।
কানু-মুখ পঙ্কজ রাই-মুখ চন্দ ॥
কত রস-আমোদে নব নব রঙ্গ ।
ঢল ঢল লোচন পুলকল অঙ্গ ॥
মন্দ পবন বহে রসময় কুঞ্জ ।
কুসুমিত কাননে মধুকর গুঞ্জ ॥
কত সুখ কেলি-কলপ-তরু-মূল ।
রতন সিংহাসনে কালিন্দি-কূল ॥
চৌদিগে রঙ্গিণি সঙ্গিনি ধায় ।
বলরাম দাস হেরি আনন্দে গায় ॥

ভূপালী ।

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই ।
তুরিতহিঁ নাগর মীলল যাই ॥
হেরইতে বিরহিণি চমকিত ভেল ।
শ্যামর ধরি নিজ কোর পর নেল ॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম ।
দুহুঁ বিবরণ কাঁপয়ে অবিরাম ॥
আনন্দ-লোরহিঁ সভ বহি যায় ।
বয়ন বয়ন দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায় ॥
দূরে গেও যতহুঁ বিরহ-হুতাশ ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ-আঁখি।
কোটি-কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছিছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াইয়ে পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তভু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥

শ্রীরাগ।

বন্ধু তোমায় কি বলব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সর্ব্ব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সমুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
সামঞ্জসা সহ প্রেম এই দুঃখে মরি॥
বলরাম দাস বলে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া লিনু তব পরিবাদ॥

ধানশী ।

চির দিনে মীলল রাইক পাশ ।
উঠই না পারই বিরহ-হুতাশ ॥
বাম পাণি দেই দখিণ শরীরে ।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে ॥
আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পার
নাগর লেয়ল কোরে আপনার ॥
বিরহিণি বামে করি বৈঠল কান ।
বিরহিণি মানল স্বপন সমান ॥
পূরল যতহুঁ-মরম অভিলাষ ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥

শ্রীরাগ ।

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত
বিদগধ রসময় কান ।
আপনাক ভাবে ভাব প্রকাশিতে
ধনী অনুমতি ভেল জান ॥
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ ।
কোই নাহি জানয়ে কেবল তুয়া প্রেম বিনে
মোহে কববি হেন রূপ ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহু ভোর ।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি কহব না পাইয়ে ওর ॥

ভাবিয়ে দেখিনু মনে তুহারি স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা ঘুচাব মনের ধাধা
জগতে বিলাব প্রেম ধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময়
না ভজিনু মুঞি নরাধম॥

শ্রীরাগ।

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজ জীবন তুয়া বিনু কৈছন
ব্রজ পুর বান্ধব থেহা॥
জল বিনু মীন ফণি মণি বিনু
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি দরশ বিনু তৈছন
ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান॥
সকল সমাধি কোন বিধি সাধবি
পাওবি কোনহি সুখ।
কিয়ে আন জন তুয়া মরমহি জানব
ইথে লাগে বিদরয়ে বুক॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসবি
তুহুঁ বর নাগর কান।
অহ নিশি তুহারি দরশ বিনু ঝুরব
তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনা তটে
সখা সঙে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে প্রেম পরকাশবি
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥

সুহই।

শুনহুঁ সুন্দরি মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বলব তুয়া নাম॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।
ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মনকাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম॥

প্রার্থনা

গুর্জ্জরী।

লীলা শুনইতে শীলা দরপই
গুণ শুনি মুনি-মন ভোর।
ও সুখ-সায়রে জগ-জন নিমগন
শ্রবণে পরশ নহ মোর॥
হরি হরি কি শেল রহল মোর চিত।
না শুনিলুঁ শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি
তুহুঁজন-মধুর-চরিত॥
সোই গোবর্দ্ধন সোই বৃন্দাবন
সো নব-রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনা-জল কেলি কুতূহল
হত-চিত তাহে নাহি রঞ্জে॥

প্রিয়-সহচরিগণ সঙ্গে আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই বিফলে সে জীবই
ধিক্ ধিক্ বলরাম দাস॥

তোড়ী।

প্রথমে জননী-কোলে স্তন-পান-কুতূহলে
অজ্ঞান আছিলুঁ মতি-হীন।
তবে ত বালক-সঙ্গে খেলাইলুঁ নানা রঙ্গে
এমতি গোঙাইলুঁ কত দিন॥
দ্বিতীয়-সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়-জাল
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ-বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যম-রায়॥
তৃতীয়-সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্রে গৃহ-বাস।
আশা বাঢ়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরি-পদে না করিলু আশ॥
চারি কাল গেল যদি হরিল আঁখের জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এইবার রাখ মহাশয়
ভক্তি-দান দেহ রাঙ্গা-পায়॥

তোড়ী।

জান্যা শুন্যা কৃষ্ণ-পদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুন পায় সেই গর্ভের যন্ত্রণা॥
একবার জনময়ে আর বার মরে।
তথাপিও হরি-পদ ভজন না করে॥

থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা বেথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা॥
ঊর্দ্ধ-পদে হেট-মাথে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ-সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
জন্ম-মাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে॥
শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে।
নিদ্রায় তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসর বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ূ হরে॥
কোন মতে কৃষ্ণ-পদ নহিল ভজন।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণ-দাস।
সেই ক্ষণে হয় তার কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ॥
কৃষ্ণের ভজন-তত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব-চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

তোড়ী।

ভাই রে সাধু-সঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবা মহানন্দ সুখ পাবা
নিতাই-চৈতন্য গুণ গাইয়া॥
চৌরাশি লক্ষ জনম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাইয়া।
মহতের দায় দিয়া ভক্তি-পথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া॥

মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মহাকালের ফল লাল দেখিতে স্থরঙ্গ ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥
চন্দন-তরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধু-সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভব-কূপে রহিলাম পড়িয়া॥

তোড়ী।

বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভব-সংসার- সাগর তরিতে
হরি-নাম সার কর॥
পাকিল কুন্তল গায়ে নাহি বল
কাঁকালি হইল বেঙ্কা।
হাতে নড়ি করি যাও গুড়ি গুড়ি
হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন কাস ঘন ঘন
সঘনে ডাকিছে গলা।
বিদিত বসন ঘুচাইয়া দেখ
উদিত হৈয়াছে বেলা॥
শ্বাস যে রোদন লঘি ঘনে ঘন
সঘনে পিবহ পানী।
অতয়ে বদন ভরি বোল হরি
দাস বলরামের বাণী॥

কেদার ।

বিপরিত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব
বান্ধব কুন্তল-ভার ।
গাঁথি তুহুঁক হিয়ে পুন পহিরায়ব
টূটল মোতিম-হার ॥
হরি হরি কব নব-পল্লব-শয়নে ।
রতি-রণ-ছরমে ঘরমে তুহুঁ বৈঠব
বীজব কিশলয় বিজনে ॥
লোচন-খঞ্জন কাজরে রঞ্জব
নব-কুবলয় তুই কাণে ।
সিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব
অলক করব নিরমাণে ॥
তুহুঁ-মুখ-জোতি মুকুর দরশায়ব
দেয়ব সকপুর পাণে ।
বলরাম দাসক চির-তুখ মীটব
কব তুহু হেরব নয়ানে ॥

ললিত ।

জানিয়া কামিনি যামিনি শেষ ।
জাগব সখি সভে করব নিদেশ ॥
ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখি সঙ্গে ।
সবহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে ॥
হরি হরি কবহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই ।
কনকমঞ্জরি-মুখ হেরব জাগাই ॥
ঘুমল সখিগণে জাগব শয়নে ।
কর্পূর তাম্বুল দেয়ব বদনে ॥

বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ।
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ॥
তনু অনুলেপব চন্দন-গন্ধ।
পুনহি পরায়ব কাঁচলি-বন্ধ॥
আরতি করব হেরব মুখ-চন্দ।
টূটব চিরদিন বিরহক ধন্দ॥
শয়ন-নিকুঞ্জে রাখব আগোরি।
হেরব সখিগণে আনন্দ ভোরি॥
বলরাম হেরব তুহুঁ-মুখ-চন্দ।
ভাগব কব দিঠি শ্রবণক দন্দ॥

তোড়ী।

ছিলা জীব বাল্যকালে আচ্ছন্ন অজ্ঞানজালে
না জানিতা উত্তর দক্ষিণ।
পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি বিদ্যা লাগি দৌড়াদড়ি
হরি না ভজিলা একদিন॥
কিশোর বয়সকালে বিদ্যামদে মত্ত ছিলে
তর্কশাস্ত্রে হইলা পণ্ডিত।
তর্করূপ মায়াজালে বাঁধা পৈলা হাতে গলে
চরম না ভাবিলা কিঞ্চিত॥
যৌবনে কামের বশে মজিলা কামিনী-রসে
নষ্ট কৈল কামিনী-কাঞ্চনে।
উপজিল দুরমতি কামে ধনে গেল মতি
সুমতি না লভিলা কখনে॥
হারে রে অধম মূঢ় শেষকালে দর্প চূর
কৃষ্ণ ভজনের কাল অন্ত।
বলরাম কাঁদি বলে জনম গেল বিফলে
এবে কেশে ধরিল কৃতান্ত॥

তোড়ী।

কর মন ভারি ভুরি যত কিছু চাতুরী
কিছুতেই না হবে সুসার।
বড়াই করিবে যত সকলি হইবে হত
কিছুতেই নাহিক নিস্তার॥
ধনজন যৌবন সব হবে অকারণ
বিদ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল।
যদ্যপি মঙ্গল চাও শুন মোর মাথা খাও
ভজ হরি চরণ কমল॥
হরির চরণ বিনে নাহি গতি দীনহীনে
হরিপদ দীনের সম্পদ।
বদনে বলরে হরি অনায়াসে যাবে তরি
তরণী করিয়া হরিপদ॥
বলরাম পড়ি দায় খেদে করে হায় হায়
একুল ওকুল তার নাই।
আর না করিও দেরি চাঁদবদনে বল হরি
হরিবে সমন ভয় ভাই॥

ধানশী।

ভোলামন একবার ভাব পরিণাম।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ ভজিবারে সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে।
সংসারে আসিবামাত্র সকল ভুলিলে॥
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্য্যা বেটী-বেটা।
কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা॥
শত জিহ্বা পরনিন্দা পর তোষামোদে।
কৃষ্ণনাম কহিতেই রসনায় বাধে॥
পরপদ ধরি সদা করিছ লেহনে।
নিযুক্ত না কর সে পদ সেবনে॥

আরে মন ভব রোগে ঘিরিল তোমারে।
হাসফাস করিতেছ বিষম বিকারে॥
কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপসর্গে।
কৃষ্ণপদ ভজ লাভ হবে চতুর্ব্বর্গে॥
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর।
কেন ভাই মিছা মিছি হইছ ফাঁফর॥
কহে দাস বলরাম ঘুচিবে বিকার।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার॥

ধানশী।

নানা প্রকারে প্রভু মায়েরে বুঝায়।
অদ্বৈত ঘরণি সীতা শচীরে বৈসায়॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি।
অদ্বৈত আগিনায় নাচে গৌর গুণমণি॥
প্রেমে টলমল প্রভু স্থির নহে চিত।
নিতাই ধরিয়া নাচে নিমাই পণ্ডিত॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফেরে কাছে কাছে।
আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমে পড়ে পাছে॥
চতুর্দিকে ভকতগণ বোলে হরি হরি।
শান্তিপুর হইলা যেন নবদ্বীপ পুরি॥
প্রভু অদ্বৈত ছুটি চন্দ্র জিনিঞা অভাষ।
ডোর কোপিন তাহে প্রেমের প্রকাশ॥
হেন রূপে বেশ দেখিয়া শচীমায়।
বাহিরে স্থিত অতি আনন্দ হৃদয়॥
বুঝিয়া শচীর মন অবধূত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বৈসায়॥
এইরূপে দশদিন অদ্বৈত ঘরে।
বিলাস ভোজন প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বলরাম দাস কহে কাতর হইয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দেই ছাড়িয়া॥

শ্রীগান্ধার।

নিতাই করিয়া আগে যায় শচী অনুরাগে,
সভে মেলি গেলা শান্তিপুরে।
মুড়াইয়া মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার মন ঝুরে॥
নদিয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনথি করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
কর জোড় করি আগে মায়ের চরণ জুগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হইয়া॥
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদ-মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া।
ইহার লাগিয়া কত পড়াইলাম ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়॥
এ ডোর কপিনি পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারি
ঘরে ঘরে খাওয়ে মাগি।
জিয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইল্যা বৈরাগি॥
গোরা চান্দের বৈরাগে ধরণি বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বলরাম দাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস
জগভরি রহল ঘোষণা॥

ললিত।

শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ।
তা সভার লইয়া বাছা করো গিয়া কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ রাম আর যত দাস।
এ সব ছাড়িয়া কেনে হইল্যা সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুণ্য জোগগ সূত্র দিব ব্রাহ্মণ লইয়া॥
বলরাম দাস কহে হেন দিন হবো।
শ্রীবাস মন্দিরে আর কীর্ত্তন করিবো॥

শব্দ-সূচী

অখিণ—অখিন্ন, অপরাজিত।
অগেয়ান—অজ্ঞান।
অগোর (অকোর)—আগ্‌লাইয়া।
অঙ্গদ—কেয়ূর, বাজু।
অঙ্গন—আঙ্গিনা, উঠান।
অচ্যুত-অগ্রজ—বলরাম।
অঞ্জইতে—অঞ্জন পরিতে।
অণিমা—ক্ষুদ্র, ঐশ্বর্য্যশালিনী।
অতনু—কন্দর্প, মদন, অদৃশ্য।
অতয়ে—অতএব।
অথির—অস্থির, চঞ্চল।
অদভুত—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য।
অধরহিঁ—ওষ্ঠে, ঠোঁটে।
অনঙ্গ—কামদেব।
অনুপাম—অনুপম, তুলনা-রহিত।
অনুসঙ্গিয়া—সম্পর্কযুক্ত, ইঙ্গিত।
অন্ধায়ল—অন্ধ হইল।
অপরশ—অস্পৃশ্য।
অপাঙ্গ—কটাক্ষ।
অব, অবহি (হি, হু হুঁ)—এখনও,এখনই।
অমিয়া—অমৃত।
অম্বর—বস্ত্র, আকাশ।
অরকত—লোহিতবর্ণ।
অলকা—কোঁকড়া চুল।
অলকাবলকা—অলকাবলি,(কা), চন্দন-চিত্র-সমূহ।
অলকারি—স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক ডাকিয়া।
অলঙ্কৃতি—ভূষিত।
অসিত—কৃষ্ণবর্ণ।
অসিম—অসীম, সীমাহীন।

আঁচর—অঞ্চল, আচল

আই—আসিয়া, মাতামহী।
আইলুঁ—আসিলাম।
আউল—আকুল, অস্থির।
আউলাইয়া (ল)—আলুলায়িত করিয়া
আউলায়্যা—আলুথালু করিয়া।
আওত (য়ে)—আসিল, আসে।
আখর—অক্ষর, আঁখর।
আগি, আগী, আগুনি—অগ্নি।
আগুসার—অগ্রে গমন।
আগে—প্রথমে, পূর্ব্বে, সম্মুখে।
আগোর—আগ্‌লাইয়া।
আঘণ—অগ্রহায়ণ।
আড়—বক্র, আড়াল, দিক্।
আধ—অর্দ্ধ।
আন—অন্য, অপর।
আনল—অনল, অগ্নি, আনিল।
আনহি—অন্যত্র।
আনু—অন্য।
আন্ধিয়ার—অন্ধকার।
আপনক—আপনার।
আবলি—সারি, মালা।
আবেশে—আসক্তি।
আরতি—অনুরাগ, অনুরক্তা।
আশিন—আশ্বিন।
আশোয়াস—আশ্বাস।
আহীরী (আহিরী)—গোপী।

ইথে—ইহাতে, ইহা, এইজন্য।
ইথেহুঁ—ইহাতে।
ইন্দু—চন্দ্র।

ঈষত—ঈষৎ, অল্প।

উঘারই—উদ্গীরণ করে।
উঘারল—উন্মোচন করিল।
উচ—উচ্চ।
উচার—উচ্চারণ করে, কীর্ত্তন।
উজোর—উজ্জ্বল।
উড়ু, উড়ুক—নক্ষত্র।
উতপল—উৎপল, শালুকের ফুল।
উতরোল—উৎকণ্ঠিত।
উদ—উদয়।
উদাস—উদাসীন।
উনমত—উন্মত্ত, পাগল।
উনমজি—ভাসিয়া উঠিয়া।
উপজিলেন—জন্মিলেন।
উপেক্ষিয়া—উপেক্ষা করিয়া।
উভারয়ে—ঢালে, নামাইয়া দেয়।
উমতি—উন্মত্ত।
উয়ল—উদিত হইল।
উর—বক্ষ।
উরধ—উর্দ্ধ।
উরমী—উর্ম্মি, অঙ্গুরীয়।
উলট (টি)—উলটা, ফিরিয়া।
উহ, উহি—ঐ, উহা।

এবে—এখন।
একেশ্বরী—একাকিনী।

ঐছে (ছন)—ঐরূপ।

ওর—সীমা, প্রান্ত, দিক্।

ঔখধ—ঔষধ।

কঞ্চুক—কাঁচুলি।
কঞ্জ—পদ্ম।
কতহিঁ—কত।
কতহু (হুঁ)—কতই
কদন—ক্লেশ, অবসাদ।
কনকের—স্বর্ণের।
কনয়—কনক, স্বর্ণ।
কন্দ—মূল, আকর।
কন্দর—গুহা।
কপিনাস—তারের বাদ্য-যন্ত্র।
কপুর—কর্পূর।
কবরি (রী)—খোঁপা।
কম্বু—শঙ্খ।
করই—করে, করিয়া।
করইতে—করিতে।
করক—রক্তকাঞ্চন।
করণ—কর্ণ।
করত—করে, করিতে।
করদম—কর্দ্দম।
করভ—হস্তি-শাবক।
করল (লি)—করিল।
করিনি—হস্তিনী।
করু—করে, কর, করুক, করি
কলপ—কল্প পরিমিত কাল।
কলিকা—কলি, কোরক।
কলিজা—হৃৎপিণ্ড।
কলিত—ধৃত, জনিত।
কলেশ—ক্লেশ।
কহনে—কহিতে।
কহু (হুঁ)—কহে।
কহোঁ—কহি।
কাঁকালি—কটি।
কাঁচনি—সজ্জা।
কাঁতি—কান্তি।
কাছনি—বন্ধন।
কাছিঞ—বেশ-বিন্যাস।

কাণাহি—কানাই।
কাতিক—কার্ত্তিক।
কান (নু)—শ্রীকৃষ্ণ।
কান্দ—কাঁদে।
কামাণ—ধনু।
কাহ্নু—কানাই।
কিঙ্কিণী—কটির অলঙ্কার বিশেষ।
কিতা—গোছা, সারি, ধরণ।
কিয়ে—কি, কি জন্য, কিংবা।
কির, কীরক—টিয়া-পাখী।
কুচ—স্তন।
কুটিল—বক্র।
কুন্দ—কুঁদফুল।
কুন্দন—উজ্জ্বল।
কুবলয়—নীলোৎপল।
কুবোল—কটুকথা।
কুরঙ্গ—মৃগ।
কুলজা—কুল-কামিনী।
কুলিশ—বজ্র।
কেতকী (কি)—কেয়াফুল।
কেল—করিল।
কেনে—কেন।
কেশরপুঞ্জ—বৃক্ষ-সমূহ।
কৈতব—কপটতা।
কৈতবিনি—কপটতা-যুক্তা।
কৈল—করিল।
কৈলুঁ—করিলাম।
কো—কে, কেহ।
কোক—চকাপাখী
কোনে—কেন।
কোর—কোল, আলিঙ্গন
কোরক—কলি।

খগ—পক্ষী।
খচিত—রচিত, শোভিত।
খঞ্জন—খঞ্জন পক্ষীর ন্যায়।
খদ্যোতিকা—জোনাকি-পোকা।
খপুর—ঘট, সুপারী।
খবধ—ক্ষুব্ধ।
খর—তীব্র।
খলত—স্খলিত হয়।
খাঁখারী—কলঙ্কিণী।
খাএা—খাইয়া।
খিতি—পৃথিবী।
খীণ (খিণ)—ক্ষীণ।
খুরলি—অভ্যাস।
খস্যণ—কুঙ্কুম।
খেণে—ক্ষণে।
খেয়াতি—খ্যাতি।
খেলু—খেলোয়ার, ক্রীড়ক।

গঙ্গ—গঙ্গা।
গঞ্জ—গঞ্জনা।
গঞ্জন—তিরস্কার।
গড়ি—গড়াগড়ি।
গঢল—গড়িল।
গরগর—উচ্ছ্বসিত, গদগদ।
গরগরিয়া—বিহ্বল হইয়া।
গরজত—গর্জ্জন করে।
গরজনিয়া—গর্জ্জন করিয়া।
গরব—গর্ব্ব, অহঙ্কার।
গরাসিল—গ্রাস করিল।
গলত—গলিত হয়।
গলয়ে—গলে।
গহন—নিবিড়, গ্রহণ।
গহি—গ্রহণ করিয়া।
গাজ—শব্দ, নাদ।
গাঠিক—গ্রন্থি।

গাড়ল—বিদ্ধ করিল।
গাবই—গান করে।
গিরব—পতিত হইব।
গীর—পড়ে।
গুঞ্জা—শ্বেতবর্ণ কুঁচ।
গুঞ্জার গাভা—কুঁচফুলের মালা।
গেডুয়া—খেলার উপযোগী গোল জিনিষ।
গেয়ান—জ্ঞান।
গেহ—গৃহ।
গোঙাইলা—যাপন করিল।
গোপত—গুপ্ত।
গোঙারি—গ্রামীন, অজ্ঞ।
গোরস—দুগ্ধ।
গোরি—সুন্দরী, গৌরী।
গোরিক—শ্রীরাধিকার।

ঘন-রস—বৃষ্টির জল।
ঘনয়ে—ঘন ঘন।
ঘরমে—ঘামে।
ঘুষিত—ঘোষণা।

চকোরিণি—চক্রবাক পক্ষী।
চটকিনি—চড়ী, মাদী চড়ুই পাখী।
চড়ি—চড়িয়া।
চড়লি—চড়িল।
চতুরানন—চতুর্ম্মুখ যুক্ত ব্রহ্মা।
চন্দ্রক—শিখিপুচ্ছ।
চমুপতি—সেনাপতি।
চরণাউধ—কুক্কুট।
চলই—চলে, চলিয়া, চলিতে।
চললিহুঁ—চলিল।
চলু—চলে, চল, চলুক।
চাঞা—চাহিয়া।
চামর (রি, রী)—চামর।
চালয়ে—চালায়।
চিকণ—চিক্কণ, উজ্জ্বল।
চিত—বিচিত্র, চিত্র, চিত্ত, মন।
চিত্রক—ছবি।
চিন—চিহ্ন।
চিনল—চিনিল।
চিয়াওল—জাগাইল।
চিয়াইয়ে—চেতন করাইয়া।
চিয়ায়ব—জাগাইব।
চির—বিলম্ব, বস্ত্র।
চীত—চিত্র, চিত্ত, মন।
চীত-পুতলি—চিত্রে অঙ্কিত পুত্তলী
চীন—চিহ্ন।
চুনায়লি—বাছিয়া লইল।
চুবক—চুয়া।
চুম্বে—চুম্বন করে।
চুম্বই—চুম্বন করে।
চূড়ে—চূড়ায়।
চূত—মিষ্ট।
চূর—চূর্ণ।
চোরি—চুরি, অপহরণ।

ছন্দন—ছাঁদ, শোভা।
ছরমে—শ্রমে।
ছরবন—শ্রবণ।
ছাওয়াল—ছেলে।
ছাতিয়া—বুক।
ছান্দে—বন্ধন, শোভা।
ছিয়ে—ছি।
ছোটি—ছোট।
ছোড়ি—ছাড়িল, ছাড়িয়া।

জগ—জগৎ।

জগাই—জাগাইয়া।
জড়া—জড়িত।
জনু—যেন, না।
জম্বুকি—শৃগালী।
জরি—জ্বলিয়া।
জানসি—জানিতেছ।
জান্যা—জানিয়া।
জাঠি—যষ্ঠি, ইক্ষু মাড়াই করার যন্ত্রের অংশবিশেষ।
জারই—জ্বালায়।
জারল—জ্বালাইল।
জিউ—জীবন।
জিত—পরাজিত।
জিনি—জয় করিয়া।
জিয়ে—বাঁচে।
জীতে—বাঁচিয়া থাকিতে।
জোর—জোরা, বলপূর্ব্বক।

ঝস—মৎস্য।
ঝমর—কৃষ্ণবর্ণ।
ঝামরি—কৃষ্ণবর্ণা।
ঝুরে—অশ্রুমোচন করে।

ঠাড়ি—দাঁড়াইল।
ঠাম—ঠাঁই, ভঙ্গী।

ডগমগ—অস্থির, চঞ্চল।
ডরবি—ভয় পাইবি।
ডরলি—ভয় পাইল।
ডহ ডহ—দহ দহ।
ডহরে—গভীরে।
ডামরি—চোরণী, মেয়েচোর।
ডাড়্যা—দণ্ডদাতা।
ডারল—নিক্ষেপ করিল।
ডারহ—নিক্ষেপ কর।

ডিণ্ডিম—ঢোল।
ডোর—দোলে, দড়ি।

ঢরকত—ঝরিতেছে।
ঢরকি—উছ্‌লাইয়া।
ঢর ঢর—ঢল ঢল, উচ্ছলিত।
ঢুঁরিতে—ভ্রমণ করিতে।
ঢুলাওনি—আন্দোলন।

তছু—তাহার।
ততহিঁ—সেখানে।
তপাসি—তপস্বী।
তবধরি—তখন হইতে।
তরাসে—ত্রাসে, ভয়ে।
তথি—তাহাতে, সেখানে, সেইরূপ
তবহিঁ—তখনি।
তবহুঁ—তভু, তবু।
তমু—তবু, তভু।
তলকি—অবধি।
তালপে—আহ্বানে।
তহি (হিঁ)—তাহাতে।
তাকর—তাহার।
তাড—বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ।
তিতিল—ভিজিল।
তিরপিত—তৃপ্ত।
তিরি—স্ত্রী।
তিরিথি—তীর্থ।
তিরিষায়—তৃষ্ণায়।
তুয়—তোমার।
তেঁ—তাহাতে।
তেরছ—বক্র।
তুরিতহিঁ—শীঘ্র।
তৈখন—তখন।
তোলোঁ—তুলি।

থকিত—স্থগিত।
থল—স্থান
থল-কমলদল—স্থলপদ্মের পাতা।
থাকিলুঁ—থাকিলাম।
থানা—স্থান।
থাপি—স্থাপিত করিল।
থাপলি—স্থাপন করিল।
থারি—দাঁড়াইল, থাকিয়া।
থির (থীর)—স্থির।
থুঞা—থুইয়া।
থেহ—স্থির, ধৈর্য্য।
থোরি—অল্প।
থোম্বি—স্তম্ভিত।

দঢ়—দৃঢ়, নিশ্চিত।
দঢ়াইলুঁ—নিশ্চিত করিলাম।
দয়িত—প্রিয়তম।
দরপই—দর্প করে।
দরপণ—দর্পণ।
দরবয়ে—দ্রব হয়।
দশনে—দাঁতে।
দহই—দাহ করে।
দাডিম—ডালিম।
দাদুরী—ভেকী।
দাম—অনেক।
দারু—শুষ্ক-কাঠ।
দারুণী—নিষ্ঠুরা।
দিঠি—আঁখি, দৃষ্টি।
দ্বিজকুল—পক্ষ্যাদি।
দীপ—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।
দীপতি—দীপ্তি।
দীব—দিব্য, শপথ।
দুবর—দুর্ব্বল।
দুরগত—দুর্গতি, বিপন্ন।

দুরবিধি—দুষ্টবিধি।
দুরদিন—দুর্দ্দিন।
দুরভান—বিপরীত ধারণা।
দুরিত—পাপ।
দুহুঁ—দুই।
দুলহ—দুর্লভ।
দেই—দিল।
দেখসিয়া—আসিয়া দেখ।
দেখোঁ—দেখি।
দেল—দিল।
দোত—দোয়াত।
দোসর—সাথী, অপরন্তু।
দোহঁ—উভয়।

ধরই—ধরে, ধরিতে।
ধৈরজ—ধৈর্য্য।
ধরা—ধারণ করে।
ধ্বনিয়া—ধ্বনি।
ধাঞা—ধাইয়া।

নওল—নূতন।
নখর—নখ।
নগরক—নগরের।
নটবর—শ্রেষ্ঠ নর্তক।
নঠ—নষ্ট।
নবনীত—ননী।
নলি—ননী।
নড়ি—লাঠি, লড়ি।
নটই—নাচে।
নদাহ—শব্দ করিতেছে।
নাই—নামাইয়া, নত করিয়া
নাগরালি—নাগরপনা।
নাগেশ্বর—ফুল।
নাটুয়া—নর্তক, নৃতকারি।

পহুঁ (হু)—প্রভু।
পহিরি—পরিয়া।
পহিলহি—প্রথমে।
পাঁতি—পংক্তি, শ্রেণী।
পাকড়ি—জোরে ধরিয়া।
পাখ—পক্ষ।
পাখালি—প্রক্ষলন করিয়া।
পায়ল—পাইল।
পাসরে—ভুলিয়া যায়।
পাসরিতে—ভুলিতে।
পাসরিব—ভুলিব।
পিকু—কোকিল।
পিবি—পান করিতে।
পিয়ল—পীতবর্ণ।
পিয়ে—পান করে।
পীঠ—পিঠে।
পীব—পান করে।
পুছই—জিজ্ঞাসা করে।
পুণবত—পুণ্যবন্ত।
পুণভাগি—পুণ্যভাগ্য।
পুণিমক—পূর্ণিমা।
পুরুখ—পুরুষ।
পুরব—পূর্বে।
পূর—পূর্ণকরে।
পেখি—দেখি।
পেরলি—প্রেরণ করিল।
পেলাপেলি—ফেলাফেলি
পেলিলু—ফেলিলাম।
পেঠ—প্রবেশ করে।
পৌগণ্ড—কিঞ্চিৎ প্রবল।
প্যারি—পিয়ারী, প্রিয়া।

ফলক—চর্ম, ঢাল।
ফাগুয়া—আবীর।
ফেরি—ফিরিয়া।
ফুকরি—উচ্চ শব্দ করিয়া।
ফুয়ল—আলুলায়িত, খোলা।
ফুলেল—ফুল-তৈল।
ফোরি—চিরিয়া ফেলা।

বঙ্কা—বক্র, বাঁকা।
বজর—বজ্র।
বঞ্চল—প্রবঞ্চনা করিল।
বটেক—একবট, এককড়া।
বনাওল—নির্মাণ করিল।
বনায়ই—নির্মাণ করে।
বনি—সাজিয়া।
বনিয়া—সাজিয়াছে, সজ্জিত।
বন্ধুক—বাঁধুলি ফুল (লালবর্ণ)।
বন্ধুজীব—বাঁধুলি ফুল।
বয়না—মুখ।
বমই—বমি করে।
বর—শ্রেষ্ঠ, সুন্দর।
বরখ—বৎসর।
বরজ—ব্রজ।
বরজমহেশ্বরী—যশোদা।
বরজল—বর্জন করিল।
বরজ-যুবরাজ—শ্রীকৃষ্ণ।
বরণ—বর্ণ।
বরত—ব্রত।
বরতিনি—ব্রতধারিণী।
বরনারি (রী)—শ্রেষ্ঠনারী, যুবতী।
বরনাহ—সুন্দর নাগর।
বরিখ—বৎসর।
বরিখন—বর্ষণ।
বরিখয়ে—বর্ষণ করে।
বরিহা—ময়ূরপুচ্ছ।
বরুণালয়—মেঘ।

বৈহারী—বধূ।
বোলাইয়া—বলাইয়া।
বৌহারী (ড়ী)—বধূ।

ভকতি—ভক্তি।
ভণে—কহে, বলে।
ভরমিয়া—ভ্রমণ করিয়া।
ভরমে—ভ্রমে।
ভরল—পরিপূর্ণ, ভরিল।
ভরু—পূর্ণ।
ভাঁড়্যা—ভাঁড়িয়া, প্রতারণা করিয়া।
ভাঁতি—শোভা, ভঙ্গী, তুল্য।
ভাগ—পলাইল, ভাগিল।
ভাঙ—ভঙ্গী।
ভাঙু—ভুরু।
ভাণ—বলে।
ভাতি—শোভা, ভঙ্গী, কৌশল।
ভাদর—ভাদ্র।
ভান—অনুমান, সদৃশ্য, ভাতি, ভ্রম।
ভাল—কপাল, ভাল, উত্তম।
ভালি (লে)—উত্তম, ভাল।
ভিগায়—ভিজায়।
ভিন—ভিন্ন।
ভীগই—ভিজিয়া গেল।
ভুকিল—ক্ষুধার্ত্ত, ফুটিল, বিঁধিল।
ভুজগিনি—সর্পী।
ভেজল—পাঠাইল।
ভেজাঞা—পাঠাইয়া।
ভৈ—হইয়া, হইল।
ভোখে—ক্ষুধায়।
ভোর—বিহ্বল, মত্ত।
ভোরি—বিভোর, ভুলিয়া।
ভ্রমত—ভ্রমণ করে।

মউর—ময়ূর।
মকরি—তিলক।
মগন—মগ্ন।
মজাওই—মজায়।
মঞ্জু, মঞ্জুল—সুন্দর।
মঞ্জীর—নূপুর।
মথন—মন্থন।
মথিয়া—মন্থন করা।
মধি—মধ্যে।
মধুপ—ভ্রমর।
মধু—বসন্ত।
মণি-মন্তর—মূল্যবাণ মন্ত্র।
মনই—মনে করে।
মনোভব—কামদেব, কন্দর্প।
মরদন—মর্দ্দন।
মরম—অন্তর, মর্ম্ম, বাসনা।
মরিজায়া—মর্য্যাদা।
মরিলুঁ—মরিলাম।
মলি—ময়লা।
মলুঁ—মরিলাম।
মহি—মহী, মৃত্তিকা।
মাগত—চাওয়া।
মাঝ—মধ্যে, মধ্য।
মাতি—মত্ত হইয়া।
মাথে—মাথায়।
মাদন—মত্ততার উৎপাদন।
মাধবি—বৈশাখ মাস, শ্রীরাধা।
মাধ্বীক—মধু হইতে জাত সুমিষ্ট মদ্য-বিশেষ।
মাল—মালা।
মাহ—মধ্যে।
মিটল—মিটিল।
মিহির—সূর্য্য।
মীটল—ঘুচিল।

মীলল—সম্মিলিত হইল।
মুখানি—মুখখানি।
মুগধ—মুগ্ধ।
মুঞি—আমি।
মুরছল—মূর্চ্ছিত হইল।
মুরছিয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া।
মুরছে—মূর্চ্ছা যায়।
মৃগউ—ব্যাধ।
মেচক—ময়ুর পুচ্ছস্থ চন্দ্রক, শ্যামল।
মেটল—মিটিল।
মেলানি—বিদায়-মিলন।
মেহ—মেঘ।
মৈলান—ম্লান, মলিন।
মোছই—মুছে।
মোড়িয়া—ফিরাইয়া।
মোতি, মোতিম—মুক্তা।
মোহে—মোহিত করে।
মোহে—আমাকে, আমাতে।
মৌক্তিম—মুক্তা।

যছু—যাহার।
যব—যখন।
যম—সংযম।
যাকর—যাহার।
যাগ—যজ্ঞ।
যাঙ—যাই।
যাঞা—যাইয়া।
যাবক—আলতা।
যামুন—যমুনা-জল।
যুয়ায়—যোগ্য হয়।
যৈছে—যেমন, যেরূপ।
যো (ই)—যে।

রঙ্গণ—রাঙ্গন ফুল।
রভস—আনন্দ, সম্ভোগ, রহস্য,রসাবেশ।
রহই—রহে, রহিতে।
রাইতে—রাত্রিতে।
রাজে—বিরাজ করে।
রাতা—রাঙা।
রাব—শব্দ।
রীঝ—হৃষ্ট করে।
রীত—রীতি।
রুচির—মনোহর, সুন্দর।
রোই—রোদন করে।
রোখ—রোষ, ক্রোধ।
রোয়ত—রোদন করে।

লখই—দেখা যায়।
লবধ—লোভী, লুব্ধ।
লহু—লঘু।
লাগি—লাগে, লাগিল, জন্য, কারণ।
লুঠত—লোটায়।
লেহ—স্নেহ, প্রেম, লও।
লোত—চুরির মাল।
লোটন—বেণী, ঝুলিয়া পড়া খোঁপা।
লোটায়্যা—লোটাইয়া।
লোর—অশ্রুজল।
লোল—চঞ্চল।
লোলিয়া—চঞ্চলা, লোলা।

শবদ—শব্দ।
শরদ—শরৎকাল।
শলাক—শলাকা, কাণের অলঙ্কার-বিশেষ।
শাটি (টী)—শাড়ী।
শাঙন—শ্রাবণ।
শাঙল—শ্যামল।
শাতকুম্ভ—স্বর্ণ।

শিশিরক—শিশিরের বিন্দু।
শীকর—জল-বিন্দু।
শুতলি—শুইল।
শেজ—শয্যা।
শেলি—শল্য, শেল।
শোহই—শোভা করে।
শোহন—শোভন।
শোহে—শোভে।
শ্যামর—শ্যামবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ।
শ্রমযুত—শ্রমযুক্ত।

সগরি—সকল।
সঙে—সঙ্গে।
সঙ্গর—যুদ্ধ।
সঞে—সঙ্গে।
সতি (তী)—সতী, সাধ্বী।
সতীপনা—সতীত্ব।
সন্না, সন্নাহ—বন্ধন।
সবহুঁ—সকলই।
সমতুল—সমতুল্য।
সমরক—যুদ্ধের
সমুঝল—বুঝিল।
সম্বরে—সম্বরণ করে।
সম্বিত—চৈতন্য, সম্মিলিত।
সম্বাদলুঁ—সংবাদ দিলাম।
সম্বাহব—টিপিয়া দিব।
সম্ভেদল—পৃথক্ করিল।
সরবস—সর্বস্ব।
সাখি—সাক্ষী।
সাজনি—সজ্জা।
সাতালি—ক্রীড়াবিশেষ।
সাতায়লি—সান্ত্বনা করিল।
সাধয়ে—সাধ করে।
সান—শব্দ, ইঙ্গিত।
সাপী—সর্পী।
সায়রে—সাগরে।
সিঞ্চই—সিক্ত করে
সিতকার—সম্ভোগ-সুখ-জনিত অব্যক্ত ধ্বনি।
সিতকারি—সীৎকার করিয়া।
সিন্ধুর—হাতী।
সিধি—সিদ্ধি।
সিনেহ—স্নেহ।
সিরাজিল—সৃজিল।
সীত—সিত, শুভ্র।
সীধু—গুড়জাত মদ্য, মদগন্ধ, বকুল ফুল।
সুচাঁদ—সুন্দর।
সুজান—সজ্জন।
সুনায়রি—সুনাগরী।
সুনেহ—উত্তম, প্রেম।
সুপরুখ—সুপুরুষ।
সুরুজের—সূর্য্যের।
সুষম—সুন্দর।
সেচল—সিঞ্চন করিল।
সেহ—সে, তিনি, তাহাও।
সৈন্যপতিরাজ—মলয়ানিল।
সোঁ—সহিত।
সো—সে, সেই, তাহা।
সোঙরি—স্মরণ করি।
সোঙরিতে—স্মরণ করিতে।
স্বামী-বরত—স্বামি-ব্রত।
স্বেদ—ঘাম।
হরল—হরিল।
হসিত—হাস্য-যুক্ত, হাস্য।
হাটক—স্বর্ণ।
হারাঙ—হারাই।
হির (হীর,ণ)—হীরা।

